কারবার

প্রথম খণ্ড।

শ্রীকুঞ্জবিহারী ঘোষ প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

শ্রীজ্যোতিন্দ্র কুমার ঘোষ প্রকাশিত।

পোঃ নোয়াখালী—বড়বাজার।

১৩২৮

মূল্য কাপড়ে বান্ধাই ১৷৷৹ এক টাকা বার আনা।

কাগজে বান্ধাই ১৲ টাকা মাত্র।

হেনা প্রেস, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা।
প্রিণ্টার—শ্রীগোপালচন্দ্র দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সূচীপত্র।

কারবার।

গ্রন্থকারের অভিপ্রায়।

উপর্য্যুপরি ধর্ম্ম ও রাষ্ট্র বিপ্লব দ্বারা আমাদের দেশের শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, দীক্ষা, শৌর্য্য, বীর্য্যের ক্রমে অন্তরায় ঘটিয়া আসিয়াছিল। তৎপর ইংরেজ রাজাধিরাজের সুশাসন ও সুশিক্ষায় ভারতে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে, ভারত সন্তানের হৃদয়ে জ্ঞানের আলোক প্রবেশ করিয়াছে এবং নব নব উৎসাহ ও উদ্যম জাগিয়া উঠিয়াছে। ইংরেজ রাজ ভারতে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন করেন। এ বিদ্যা দ্বারা ভারতবাসী নিজ নিজ হিতাহিত ও সমগ্র জগতের হাবভাব বুঝিতে সক্ষম হইয়াছে, এজন্য ভারত সন্তান মাত্রেরই ইংরেজ রাজের নিকট কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

বর্ত্তমান মাদ্রাসা, মধ্য ইংরাজী, মধ্য বাঙ্গালা ও উচ্চ ইংরাজী স্কুলের ছাত্রগণ যে ভাবে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা দেশীয় কৃষি বিদ্যা, শিল্প, বাণিজ্য ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে কল কারখানা শিক্ষার উপযোগী নহে। যুবকগণ বিদ্যালয় হইতে পাশ বা ফেল হইয়া বহির্গত হইলে এ শিক্ষা দ্বারা চাকুরি ভিন্ন অর্থ উপার্জ্জনের দ্বিতীয় পথ খুজিয়া পায় না।

যুবকগণ কারবার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া উৎসাহে ও উদ্যমে নিজ নিজ অভিরুচিমত শিল্প, বাণিজ্য, কৃষিবিদ্যাদিতে প্রবেশ করিয়া অনন্তপথে অনন্ত উপায়ে নিজ নিজ পারিবারিক, দেশের ও দশের অভাব

অনটন দূর করিতে সক্ষম হয়, এই মহৎ উদ্দেশ্যে আমার বহুকালের অভিজ্ঞতা দ্বারা এই "কারবার" নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হইল।

শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট আমার সানুনয় নিবেদন—প্রত্যেক মাদ্রাসা, মধ্য ইংরাজী, মধ্য বাঙ্গালা ও এণ্ট্রেন্স স্কুলে এই বহিখানা পাঠ্য করিয়া দেশেব যুবকগণকে দেশের ও দশের উন্নতিজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইবেন।

দেশের গণ্য মান্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট আমার বিনীত নিবেদন, তাঁহারা স্থানীয় প্রত্যেক স্কুলে যাহাতে এই বহিখানা পাঠ্য হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

শিক্ষিত পাঠক বর্গের নিকট সানুনয় নিবেদন তাঁহারা যেন এ পুস্তকের অভাব অভিযোগ ভ্রান্তি প্রমাদ যাহা কিছু ত্রুটী থাকে আমাকে লিখিয়া উপদেশ দেন তাহা আমি সাদরে নত শিরে গ্রহণ করিব।

ভগবানের দয়ায় দেশের ও দশের সাহায্যে ও উৎসাহে দ্বিতীয় সংস্করণে শিল্প বাণিজ্য ঘটিত আরও নানা বিষয়ের যোজনা করিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করার একান্ত বাসনা রহিল। অনুকরণ প্রিয় কতকগুলি নীচ প্রকৃতির অর্থলোভী লোক আছে, তাহারা কোন পুস্তক বাহির হইলে তাহা অনুকরণ করে, এ পুস্তকের গ্রন্থ স্বত্ব গ্রন্থকারের নিজস্ব রহিল।

নিবেদক গ্রন্থকার—
শ্রীকুঞ্জবিহারী ঘোষ।
মারচেণ্ট, নোয়াখালী।

কারবারের উপকারিতা।

যে দেশে ষড় ঋতু সমভাবে বর্ত্তমান, যে দেশের পাহাড়ে বনে মৃগনাভী, গজমুক্তা, জলে ঝিনুক মুক্তা, প্রবাল, মাটীর নীচে সোনা, রূপা, লোহা, মণি, মাণিক্য, পাথর কয়লার আকর, যে দেশ ভগবানের ভাল বাসার দেশ, যে দেশের গাছের আগায় সুশীতল সুমিষ্ট বারি, বনে হাসন্ত ফুল, পুকুরে মাছ, মাঠে ধান, পাট, তুলা বিরাজ করে, যে দেশ ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ, সার জগদীশচন্দ্র বসু, সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সার এস, পি, সিংহ, মহাত্মা গান্ধি, শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস প্রভৃতি ক্ষণজন্মা লোকের জন্ম স্থান, যে দেশে ক্ষণা লীলাবতি, আত্রেয়ী, জানকী, সুশুলা ও পদ্মিনীর জন্ম, আজ সে দেশের লোক রোগে, শোকে, অনাহারে, অর্থাভাবে, জড়সড় কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে তোমার বিবেক তোমাকে বলিয়া দিবে—ইহার একমাত্র কারণ মুদিগিরি বা কারবারে অবহেলা।

এক দিকে কাপড়, গঞ্জি, মোজা হইতে আরম্ভ করিয়া ছুরি, কাঁচি, ময় দন্ত কাষ্ঠ পর্য্যন্ত অপর দিকে বৈদ্যুতিক আলো, ইঞ্জিন, সাবমেরীন, উড়োজাহাজ, ক্রুপের কামান, গোলা, বারুদ পর্য্যন্ত তলাইয়া দেখ, ইহার মূলে তোমাদের ঐ অবহেলার মুদিগিরি বা কারবার। ভারত মাতার পর্ণকুটিরে কত ভারত সন্তান নিজ নিজ বিদ্যার পরিচয় প্রদানের সুযোগ পাইতেছেন না। যেমন নির্জ্জন গিরি শৃঙ্গে, পর্ব্বত কন্দরে, অতল বারিধিতলে কত মণি মাণিক্য অজ্ঞাত ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে, কেহ তাঁহার খোঁজ নেন না, যে তিমিরে সে তিমিরেই লীন হইতেছে, সেরূপ ভারত মাতার পর্ণ কুটীরে কত নীল কান্ত, পদ্মরাগ মরকত, কোহিনুর হইতে

উৎকৃষ্ট মণি পরিচালনাভাবে মরিচা পড়িয়া তিমিরে লীন হইতেছে। কোন ভারত সন্তান কি তাহার খোজ নিতেছেন ?

কারবারের উন্নতি করিতে হইলে দেশের মানুষ, পশু, পক্ষী গাছ, পাতা, নদী, মাটী পর্য্যন্ত সকলেরই সমভাবে উন্নতি আবশ্যক। সামান্য বালুকণা হইতে পৃথিবীর সৃজন, মধুমক্ষিকা অতি সামান্য মধু আহরণ করিতে করিতে বৃহৎ মধু ভাণ্ড পূর্ণ করে। বীবর নামক ক্ষুদ্র প্রাণী নিজ বাসা প্রস্তুত করিতে যাইয়া বৃহৎ বৃহৎ দ্বীপের উৎপত্তি করে। প্রবাল নামক অতি ক্ষুদ্র কীট দ্বারা প্রবাল দ্বীপের উৎপত্তি হয়। সামান্য একগাছা তৃণ বালকের নখাঘাতে ছিন্ন হয় বটে কিন্তু ইহার লক্ষ লক্ষ গাছা একত্র করিয়া মত্ত হস্তীর বন্ধন রজ্জু প্রস্তুত হয়। লেখা পড়া শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য একমাত্র চাকুরী নহে। কেবল চাকুরী দ্বারা বত্রিশ কোটী ভারতবাসীর অর্থাভাব ঘুচিতেছেনা বা ঘুচিবেনা। সকলে মিলিয়া মিশিয়া কারবারের উন্নতি করিতে যত্নবান হও, দেখিবে অচিরে তোমার পর্ণকুটীর নন্দন কাননে পরিণত হইবে।

সঙ্কল্প

মানুষের সন্তান মানুষ, পশুর সন্তান পশু, ফলের অনুরূপ বীজ এবং বীজের অনুরূপ গাছ হয়। আমগাছে তেতুল ধরেনা, অথবা তেতুল গাছে আম জন্মে না। সুপক্ক বীজের গাছ বলিষ্ঠ ও সবল, অপক্ক বীজের গাছ রোগা দুর্ব্বল, জীর্ণ শীর্ণ, সহজ আঘাতে মরিয়া যায়, অল্প বাতাসে ঢলিয়া পড়ে। ইহা প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম।

কুস্তিগিরের পুত্র কুস্তিগির, গায়কের পুত্র গায়ক, বাজিকরের পুত্র

বাজিকর এবং সাপুরের পুত্র সাপধরায় নিপুণতা লাভ করে। ইহা কর্ম্ম ঘটিত পুরস্কার—প্রকৃতিগত বা জন্ম ঘটিত সংস্কার একথা বলিতে পারি না।

কৃষক পুত্র মাতৃগর্ভ হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াই গোপালন, হাল চাষ, বীজ বপন শিক্ষা করিতে থাকে। সাহা, কুণ্ড, পাল বাবুদের পুত্র ছোট কাল হইতে বেচা কিনা খরিদ বিক্রী কার্য্যে দক্ষতা লাভ করে। কুম্ভকার পুত্র হাড়ী পাতিল প্রস্তুত স্বপ্নে দেখে। ধীবর পুত্র জালে বড় বড় রুই, কাতলা লাফাইয়া পড়িতেছে স্বপ্নে দেখে। আর মেথর পুত্র বাল্যকাল হইতে ময়লা ফেলিতে অভ্যস্ত হয়।

বাল্যজীবন শিক্ষার উপযুক্ত উর্ব্বর ক্ষেত্র—এ উর্ব্বর ক্ষেত্রে যেমন বীজ রোপণ করিবে, তেমন ফল ধরিবে। যে দেশের ছেলেরা বাল্যকাল হইতেই স্কুলে যাইয়া মাষ্টারী, ওকালতি, কেরাণীগিরি প্রভৃতি কার্য্য দিবানিশি ঘুমে জাগরণে একমাত্র শিক্ষা, দীক্ষা, তপ, যপ বা সঙ্কল্প করে, সে দেশের ছেলেরা কি করিয়া কারবার করিবে? কারবার ও একটা বড় বিদ্যা; ইহার শিক্ষা দীক্ষা সঙ্কল্প বাল্যকাল হইতেই হওয়া উচিত। তাহা না হইলে এপথে কোথায় চোর ডাকাতের বাস, আর কোথায় কয়টা খাল নালা অবস্থিত কিরূপে বুঝিবে বা জানিবে? এজন্য বলি তোমরা লেখা পড়া শিক্ষার সহিত বাল্যকাল হইতে "কারবার" বিদ্যা শিক্ষার সঙ্কল্প কর। এই সঙ্কল্প বৃক্ষের ফল তুমি বা তোমরা লাভ করিবে।

একজন কারবারী লোকের পুত্র কিভাবে পিতামহের সঙ্কল্প পালন করিয়াছিল তাহা শ্রবণ কর;—

ইংলণ্ডের কোন পল্লীগ্রামের সম্ভ্রান্ত পরিবারের একজন ইংরেজের ১২ বার বৎসরের এক পুত্র বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিত। তিনি মৃত্যুকালে

বলিয়া যান "তোমার পিতামহ আমাকে ভারতবর্ষে একটা কারবার দেওয়ার কথা বলিয়াছিলেন। সাংসারিক নানা বিভ্রাটে আমি তাহার আদেশ কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই, আমি আশা করি তুমি বড় ও শিক্ষিত হইয়া পিতৃ পুরুষের এই আদেশ কার্য্যে পরিণত করিবে। পুত্র ক্রমে বড় হইয়া বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রথম স্থান অধিকার করিলেন। পরে পিতৃ পুরুষের আদেশ পালন জন্য ভারতবর্ষে আগমন করিলেন। সে সময় বর্দ্ধমান রাজার বহু ছাড়া জঙ্গলা ভূমি পতিত ছিল। তিনি রাজার নিকট হইতে অতি অল্প খাজনায় কাশিপুরের ছাড়া নামক একটা পতিত জঙ্গলা ভূমি বন্দোবস্ত নিলেন।

সে সময় মুটিয়া মজুরের দর কম ছিল। মাসিক ১০৲ দশ টাকা বেতনে দুইজন মজুর ও ১৫৲ পনের টাকা বেতনে একজন বাঙ্গালী কেরানী বাবু নিযুক্ত করিলেন। তখন বোধ হয় আষাঢ় শ্রাবণ মাস হইবে, খেজুর পাকিবার সময় ছিল। বাজারে ঢোল সহরত করিয়া বহু খেজুরের বীচি সংগ্রহ করিলেন। সাহেব কুলী দ্বয়ের সাহায্যে প্রতি আট হাত অন্তর ষ্ট্রেট লাইনে খেজুর বীচি রোপণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে এক মাসে সম্পূর্ণ রোপণ কার্য্য সমাধা করিয়া সাহেব বিলাত চলিলেন। যাওয়ার সময় কেরানী বাবুকে বলিয়া গেলেন আপনি অদ্য হইতে জঙ্গলা পরিষ্কার কার্য্যে পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। আমি যেখানে, যেখানে খেজুর বীজ রোপণ করিয়াছি, তাহাতে গাছ না উঠিলে পুনঃ তথায় বীজ রোপণ করিবেন, প্রতি সপ্তাহে আমার নিকট কার্য্যের বিবরণী লিখিবেন। সাহেব বিলাত চলিয়া গেল, তথা হইতে মাস মাস রীতিমত বেতনের টাকা আসিতে লাগিল। ক্রমে বারবৎসর অতীত হইল সাহেব রিপোর্ট পাঠে অবগত হইলেন, খেজুর গাছে প্রায় দুই হাত কাঠ হইয়াছে। সাহেব বিলাত হইতে তথায় আগমন করিলেন। ষ্ট্রেট্ লাইনে ইঁট, সুরকী, চুণ দ্বারা

ছোট ছোট সরিত প্রস্তুত করিলেন ঐ ছোট ছোট বহু সরিত গুলি বৃহৎ এক নালায় পরিণত করিলেন। ইহার উদ্দেশ্য গাছে হাড়ী দিতে না হয় তৎপর খেজুর পাতা দ্বারা বস্তা প্রস্তুতের কল ও চিনি প্রস্তুতের কল বসাইলেন এত দিনে কাশীপুরের ছাড়া কেশবপুরী চিনির কারখানার জন্য বিখ্যাত হইল। সাহেব ভারতে কারবার করিয়া ধন কুবের হইলেন। আমাদের দেশে সাহেবের মত অনেক ধনী থাকিতে পারে, সাহেব সাত সমুদ্র তেরনদী পার হইয়া পিতৃ পুরুষের সঙ্কল্প উদ্ধারের জন্য আসিয়া কারবারের যে শিক্ষা দিলেন ইহার মূলই সঙ্কল্প। তোমাদের অবস্থানুযায় কারবারের সঙ্কল্প কর।

সততা।

সততা কারবারের প্রধান অঙ্গ। সততাশূন্য কারবারীর পতন অনিবার্য্য। দেশ বিদেশে খ্যাতনামা চার পাঁচ পুরুষের পুরাতন কারবার একটী মাত্র সততা শূন্য কর্ত্তা বা কর্ম্মচারীর দ্বারা অচিরে ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়।

কারবার মাত্রেরই একজন কর্ণধার আছে তাহার নাম কর্ত্তা, গোমস্তা, দেওয়ানজি বা ম্যানেজার। যিনি যত বড় ধনী হউক না কেন, কেহই সম্পূর্ণ নঁগদ টাকায় কারবার করিতে সক্ষম নহেন অথবা মূলধনীর যে মূলধন থাকে তাহা দ্বারা কারবার করিলে তাহাকে কারবারের কর্ত্তা বা উপযুক্ত কারবারী বলে না। মুলধন একটা নাম মাত্র নগণ্য সংখ্যা মধ্যে পরিগণিত। ইহাদ্বারা সুচতুর কারবারী তিলে তাল করেন।

প্রথম কারবারে প্রবৃত্ত হইয়াই মূলধনের আট ভাগের এক ভাগের

অতিরিক্ত খরচ করা উচিত নহে, পরে ক্রমশঃ চারি ভাগের তিন ভাগ অংশ খরচ করিবে, বাকী এক চতুর্থাংশ সর্ব্বদা নগদ তহবিলে রাখিবে।

কারবার ঘরের গদী বা আসনকে যার যার ধর্ম্মানুযায়ী একটা ধর্ম্মের আসন বলিয়া জ্ঞান করিবে। ইহা কারবারের প্রধান অঙ্গ বা আইন। কর্ত্তা প্রতিদিন কারবারের আসন গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে হৃদয়ে ধর্ম্মভাব জাগরিত করিয়া ভগবানের নাম স্মরণ পূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিবেন এবং যত সময় ঐ আসনে উপবিষ্ট থাকিবেন তত সময় বিনয়ী, সদালাপী ও মিষ্ট ভাষী হইবেন।' ঐ আসনে বসিয়া যে সকল কথাবার্ত্তা, কাজ কারবার, লেখাপড়া, অর্ডার, খরিদ, বিক্রী করিবেন তাহার সহিত মিথ্যা বা অসৎ আচরণের কোন সংস্রব না থাকে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন, কারণ উহা দ্বারা প্রতি মুহূর্ত্তে একদিকে যেমন রাজা হওয়ার আশা অপর দিকে তেমন নিজের কথা দূরে থাকুক পৈতৃক সম্পত্তি পর্য্যন্ত লাটে উঠিবার আশঙ্কা সর্ব্বদা বর্ত্তমান।

কারবারের গদী অদৃষ্টবাদীর ভাগ্য পরীক্ষার আসন। একটা নগণ্য কারবারী, খাতায়, চিঠিতে, মুদ্দতি ও দর্শনি হুণ্ডিতে, ডিউতে যে পরিমাণ পরের টাকা ঘরে আনিবেন কোনধনী, জমিদার, এত সহজে এত পরের টাকার বিশ্বাসভাজন হইতে সক্ষম নহেন। জমিদারী তালুকদারীর আয় সীমাবদ্ধ, কারবারীর আয় অসীম। এক আনার পানের দোকান-দারের কালে কোটিপতি হওয়া অসম্ভব নয়।

জগতের প্রত্যেক কাজেই উত্থান পতন অনিবার্য্য। শুকনা সরল পথে অনেক অভিজ্ঞ মহাজন পা ফসকিয়া আছাড় খান। কারবারে এরূপে আছাড় খাওয়া স্বভাব জাত। জীবনে এরূপ আছাড় যে কতবার খাইতে হইবে তাহার সংখ্যা নাই। অভিজ্ঞ মহাজন ইহাতে অভ্যস্ত। এজন্য অভিজ্ঞ মহাজন সততা হইতে বিচলিত হন না অথবা সমুদ্রের ঢেউ

দেখিয়া পশ্চাৎ পদ হইয়া ঘৃতের বাতি প্রদান করেন না। উত্থান যেমন পতনের মূল, পতন ও সেরূপ উত্থানের মূল। এরূপ পতন অনেক সময় উন্নতির কারণ হয়। ব্যবসায়ী সমাজে সততার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ওয়াটার প্রূপে পরিণত হয়।

যাহার চিঠিতে,কথার বিশ্বাসে, বহু নদ নদী পার হইতে বহু অপরিচিত লোকে ধারে মাল দিবে, তাহার কথা ও চিঠির মূল্য কত সহজেই অনুভূত হইবে। তিনি যদি একটা কিস্তি, ডিউ, দর্শনি বা মুদ্দতি হুণ্ডী অমান্য করেন কিংবা নিজ করারের একটা কথার ব্যতিক্রম করেন, ঠিক সেই দিন হইতে তাহার পতন হইবে অথবা তাহার আসন বহু নিম্নে নামিয়া পড়িবে। যিনি কারবারী হইবেন তিনি ধার করিয়া পারেন বা নিজের হাত খাতা বেচিয়া পারেন, প্রাণপণ খাটিয়া নিজ করারের ঘণ্টা, মিনিট পর্য্যন্ত ঠিক রাখিবেন ইহা কারবারীর মজ্জাগত স্বভাব বা আইন। ডিউ বা করার **খিলাপ** করিলে তিনি দেউলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। মহাজন সমিতিতে তাহার নাম লাল কালীতে চিহ্নিত হইয়া তিনি অযোগ্য কারবারী আখ্যা গ্রহণ করেন। **ন্যায্য** কারণে করার মত টাকা দিতে সক্ষম হন নাই, এরূপ প্রমাণ করিতে পারিলে সমিতির দয়া হইতে পারে, সে জন্য বিলাতের কাজে ফরওয়ার্ড শেল খরিদে একবার ডিউ খেলাপ করিলে সে নামে আর কারবার করিতে সক্ষম হন না।

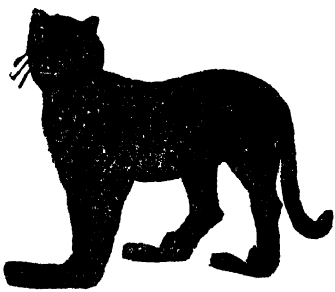
রাজা, জমিদার নিজ রাজ্যের তলব বাকী, শাসন, উশুল, তহশীল বিভাগে আইন মত না চলিয়া স্বেচ্ছাচার করিলে যেরূপ তাহার রাজত্ব ও জমিদারী মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা উপস্থিত হইয়া রাজত্ব ও জমিদারী **ছাড়েখারে** যায়, সেরূপ কারবারের কর্ত্তা কারবারের নিয়মে বা আইনে পরিচালিত না হইলে তাহার কারবার ছাড়েখারে যায়। মোট কথা কারবারের কর্ত্তা বাণিজ্যের নিয়ম তন্ত্রে বাণিজ্য না চালাইলে বা

শাসন সংরক্ষণে নিজ স্বেচ্ছাচারিতা খাটাইলে সে কারবার কিছুতেই টিকিতে পারে না। কারবারের নিয়ম প্রণালী খরিদ বিক্রী ও শাসন সংরক্ষণে ন্যায়সঙ্গত শৃঙ্খলা থাকিলে ভয়ের কারণ অনেকটা কম থাকে।

প্রাচীন ও অনভিজ্ঞ কারবারীর মধ্যে অনেক সময় দেখা যায় দীর্ঘ ফোটা তিলক পরিধানে অথবা হাজী সাজিয়া বাহ্যিক ক্রিয়া প্রদর্শনে খরিদ্দার ও বিক্রেতা প্রভৃতির আন্তরিক শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে প্রয়াস পান। আন্তরিক না হইলে বাহ্যিক সাধুতায় বিপরীত ফল হয়। বিক্রীতে লভ্যের পরিমাণ ন্যায়সঙ্গত মতে যত কম হইতে পারে তাহা করা উচিত। দ্বিগুণ, ত্রিগুণ মূল্য চাহিয়া পরে অল্প মূল্যে বিক্রয় করা কারবারের নীচতা। সময় উপযোগী এমন একটা দর আছে যাহা ঠিক মত হইলে তাহা হইতে কম দরে কেহ জিনিস বিক্রী দিতে পারে না। এরূপ দর স্থির করাই ব্যবসাগত উত্তম রীতি ও কারবারের মূল ভিত্তি। এইরূপ দর স্থির দেখিয়া কারবারের কর্ত্তা, গোমস্তা বা দেওয়ানজীর ওজন নির্দ্দিষ্ট হয়। এ সমস্ত কারণে সর্ব্বদা মনে রাখিবে সততা কারবারের প্রধান অঙ্গ। নূতন নূতন আধুনিক শিক্ষিত কারবারের কর্ত্তারা অনেকে কারবার ঘরে প্রাতে ও সন্ধ্যায় জলছিটা, ধূপ, প্রদীপ দেওয়া ও সম্মার্জ্জনী সঞ্চালনে অনভ্যস্ত। ইহা একটা মোটা ভুল। যে ঘরে সর্ব্বদা নানাপ্রকার লোক সমাগম করে, সে ঘরে বহু লোকের নিশ্বাস প্রশ্বাস হস্ত, পদ, কাপড় ইত্যাদি সঞ্চালনে নানা দেশের, নানা রোগের, বীজানু প্রবেশ করিবেই। জলছিটা, ধূপ জ্বালান, ঝাড়ু দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য ইহাতে স্বাস্থ্য ভাল থাকে, রোগের বীজানু নষ্ট করে।

কারবারের বয়স।

কারবার অসংখ্য রাস্তায় পৃথিবী জুড়িয়া একাধিপত্য স্থাপন করিতেছে। অপরিপক্ক কারবারী ইহার যে কোন রাস্তায় আসিয়া উপস্থিত হউক না কেন ; রাস্তার এপাশ ওপাশ যত দূর দৃষ্টি চলে বাধা বিঘ্ন কণ্টক বিবর্জ্জিত শুকনা সরল রাস্তা দেখিতে পাইবেন। শিশু যেমন মায়ের যত্ন ও চেষ্টায় দিন দিন বাড়ে, কারবারও প্রথম প্রথম কর্ত্তার উদ্যম যত্ন চেষ্টায় দিন দিন বাড়িবেই, ইহা কারবারের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ক্রমে অপরিপক্ক কর্ত্তা গুরুত্ব লঘুত্ব জ্ঞান অর্জ্জন করিতে শিখিবে, জটিলতার আভাস হৃদবোধ করিতে সক্ষম হইবে। ক্রমে ঐ বাধাবিঘ্ন



বিবর্জ্জিত সরল রাস্তার বামে ও দক্ষিণে হিংস্র ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বিষধর সর্পের লোল জিহ্বা নয়ন পথে প্রতিফলিত হইবে ও তদ্বারা কর্ত্তার কারবার নামক শিশুর প্রীতি যত্ন, চেষ্টা, উদ্যমের লাঘব ঘটিবে। এ সময় যদি কর্ত্তা সততা, সৎ সাহস ও ধৈর্য্য অবলম্বন না করেন তাহা হইলে শিশুটীর অকাল মৃত্যু অনিবার্য্য। এ সমস্ত প্রত্যেক বিষয়ের পদে পদে দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইলে পুস্তকের আয়তন বড় হইয়া পড়ে কাজেই মোটামোটি যৎসামান্য আভাস দিয়া এ বিষয় সমাধা করিব।

মনে কর আমি প্রথম একটা কারবার খুলিলাম। প্রথম প্রথম আমার উদ্যম, যত্ন চেষ্টায় ও পরিশ্রমে গ্রাহক সংখ্যা বেচা কিনা বেশী হইবেই এরূপ উদ্যম যত্ন চেষ্টায় এক বৎসর অতিবাহিত হইল, মনে কর দ্বিতীয় বৎসরও ঐরূপ পূরাউদ্যমে কাজ চলিল, যত্ন চেষ্টার লাঘব হইল না। এবার তৃতীয় বৎসর এবার তোমার সম্পূর্ণ পরীক্ষার সময় উপস্থিত। বাজার উঠতি পড়তি, বিলাতবাকী, নষ্ট হওয়া, মালের ক্ষতি, নৌকা ডুবি, রেল ষ্টীমারের চুরি, টাকার বাট্টা, ঘর ভাড়া, জুয়া চোর বাটপাড় ঘটিত ক্ষতি, টেক্স, দোকান খরচ প্রভৃতি হেতুতে মোট খরচ একুন কর। পরে মজুত মালে হাত দেও, কোন মাল খরিদ ছিল পাচ টাকা এখন তাহার মূল্য পাঁচ পয়সাও নাই প্রথম বৎসর খরিদা মালে যে সকল রোকা চোকা নিখুত মাল ছিল তাহাই ঐ প্রথম বৎসরে বিক্রী হইয়া গিয়াছে। পচা, ময়লা, টুটা প্রভৃতি খুতা মাল যাহা প্রথম বৎসরে বিক্রী হয় নাই। তাহাই অকর্ম্মণ্য অবস্থায় প্রথম বৎসরের খরিদা মূলধন নিয়া দ্বিতীয় বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে ঐরূপ দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৎসরের মূলধনের টাকাও আসল হইতে অৰ্দ্ধেক, এক চতুর্থাংশ, কোন স্থলে টাকার মূল্য আনায় পরিণত হইয়াছে। ইহা ছাড়া দোকানের আসবাব, আলমারী সিন্দুক, টুল, পালা, কামান, বাটখারা ইত্যাদিতে মূলধনের বহু টাকা চলিয়া গিয়াছে। কাজেই সমস্ত খরচ বাদ এবার তোমার মূলধন ঠিক রাখা চাই। এজন্য একাধিক্রমে তিন বৎসর চলিয়া যে কারবারের মূলধন ঠিক থাকে তাহা স্থায়ী কারবার।

কারণ **ভবিষ্যতে** গত তিন বৎসরের মত আর দোকান খরচ লাগিবেনা। তিন বৎসর যাবত কাজের প্রণালী, স্থানের অবস্থা বুঝিয়া ক্ষতি লাভের কারণ অনেকটা অনুভব হইয়াছে,এজন্য জানিও তৃতীয় বৎসর কারবারীর অদৃষ্ট পরীক্ষার বৎসর। একাধিক্রমে তিন বৎসর যে

কারবার স্থায়ী হইবে সে কারবার দীর্ঘ জীবন লাভ করিবে আশা করিতে পার।

কারবারের কর্ত্তার প্রকৃতি।

কারবারের কর্ত্তা নির্ম্মল চরিত্রের হওয়া একান্ত আবশ্যক। কারবার অশুচি হইলে সে কারবার টিকে না। কর্ত্তার চরিত্রানুযায়ী কারবারের কর্ম্মচারীর চরিত্র গঠিত হয়, এমন কি ঐ কারবারের গাড়ীওয়ালা, মুটে, মজুর পর্য্যন্ত কর্ত্তার চরিত্র অনুসরণ করে। কারবারের সৎ কর্ত্তার সহিত সৎ গাড়ীওয়ালা, সৎ ক্রেতা বিক্রেতা, মুটে মজুর বেশীর ভাগ জুটিবেই। অসৎ কর্ত্তার সহিতও ঐরূপ অসৎ কুলী,মজুর, ক্রেতা,বিক্রেতা বেশীর ভাগ জুটিবেই। মিথ্যাভাষী বাচাল কর্ত্তার দোষে কারবারের দুর্নাম হয় একবার দুর্নাম হইলে তাহা প্রক্ষালন সহজ নহে। কর্ত্তা ঘরের কর্ম্মচারী, কুলী, মজুর, প্রভৃতির সহিত নম্র ও শিষ্ট ব্যবহার করিবেন। কর্ম্মচারীগণের চাল চলন কথা বার্ত্তা ব্যবহার ও চরিত্রের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। কর্ম্মচারীর চরিত্রের ফল কর্ত্তা বা কারবারের উপর বর্ত্তে। কর্ত্তা ও কর্ম্মচারীর কৃত কার্য্যের উপর কারবারের উন্নতি অবনতি নির্ভর করে!

কারবারের কর্ত্তা কারবারের বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিবেন। কোন লোক কোন কার্য্যে পারদর্শী এরূপ বলিলে তিনি কেবল সততায় পারদর্শী হইয়াছেন এমত বুঝা ভুল। তিনি সৎ অসৎ সর্ব্ব বিষয় বুঝিয়া শুনিয়া পারদর্শী হইয়াছেন এরূপ বুঝিতে হইবে। আত্মরক্ষার জন্য সৎ অসৎ উভয় বিদ্যাই শিখিবার বিষয়। প্রতারণা, শঠতা, চুরি, জাল বিদ্যায়

পারদর্শী না হইলে প্রতারকের, শঠের, চোরের, জালিয়াতের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় কি? পারদর্শী লোক ইহাদের প্রকৃতি বুঝিয়া একটুকু তফাত সরিয়া চলা ফেরা করে।

কর্ত্তা—কারবার সম্বন্ধীয় খাতা, পত্র, খরিদ, বিক্রী, নিজ খরিদ, উপস্থিত দর, বিলাতবাকী, কর্ম্মচারীর হাব ভাব, খরিদ মোকামের বর্ত্তমান দর, নিজ তহবিল, কোন জিনিস দ্বারা কত মুনাফা বা কত ক্ষতি, কোন জিনিস খুব সস্তায় খরিদ করিয়াছে বা কোন জিনিসে খুব বেশী মুনাফা হইতেছে, কোন কারণে কারবারের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে, কোন মাল নষ্ট হইয়াছে ইত্যাদি কারবারের লাভ ক্ষতি বিষয়ক কোন কথা ভ্রমে ও নিজে কাহার নিকট বলিবেন না এবং কর্ম্মচারীকে কারবার ঘটিত কোন বিষয় অন্য লোকের সহিত আলাপ করিতে দিবেন না। কারবারের কর্ত্তা সর্ব্বদা পরের কথা খরিদ করিবেন, নিজের কোন কথা বিক্রী করিবেন না। ইহাই কারবারের বড় পলিসি। তোমার নিকট কলিকাতা হইতে কোন ধনী টেলীগ্রাম দিলেন যে লঙ্কা মরিচের দর ৫৲ হইতে আজ ১০৲ টাকায় উঠিয়াছে আরও বাড়িবে। তুমি যদি সে টেলীখানা অপরকে দেখাও তাহাতে তোমার ক্ষতি। তুমি ঐ টেলীর সংবাদ গোপন রাখিয়া উপস্থিত তোমার মোকামের যত লঙ্কা মরিচ আছে তাহা খরিদ করিয়া চালান দিতে পারিলেই তোমার লাভ। বাজারে কলিকাতার দর রাষ্ট্র হইলে তোমার সে সুযোগ থাকিতে পারে না।

তোমার কত মজুত মাল ঘরে আছে, কত বিলাতবাকী, কত মূলধন জানিতে দিলে বাজারে তোমার ক্রেডিট নষ্ট হইতে পারে। তোমার কোন মালে ড্যাম্প লাগিয়াছে পোকায় ধরিয়াছে বা নষ্ট হইয়াছে ইহা প্রকাশ পাইলে তোমার ঘরের ভাল মালগুলিও ড্যাম্প লাগা, পোকায় ধরা, নষ্ট মালের দরে বিক্রয় করিতে হইতে পারে।

কারবারের কর্ত্তার সৎ সাহসী, প্রশস্ত হৃদয় ধৈর্য্যশালী ও কার্য্যক্ষম হওয়া একান্ত আবশ্যক, সাহস কারবারের প্রধান অঙ্গ। প্রত্যেক জিনিস খরিদ করার একটা নির্দ্দিষ্ট সময় আছে। এই সময় ধরিবার জন্য প্রকৃতির অবস্থা বুঝিয়া ছয় মাস, এক বৎসর পূর্ব্বে চাল দিতে হয়, ঐ চাল এত বিবেচনার সহিত দিতে হইবে, যেন ছয় মাস কি এক বৎসর পর, তাহার প্রথম আনুমানিক দরের ইতর বিশেষ না ঘটে। ঐ চাল প্রত্যেক ফসল উঠিবার বা শিল্প প্রস্তুতের শেষ সময় কার্য্যে পরিণত হয়। প্রকৃতির অবস্থা পরিবর্ত্তনে ঐ চাল তখন বিশেষ লাভ বা ক্ষতির কারণ হয় (এ সম্বন্ধে পরে বলা হইবে) কাজেই বহুদর্শী ভবিষ্যদ্দর্শী কার্য্যক্ষম লোকের একান্ত আবশ্যক। যাহার মাথায় চাল যত ভাল খেলিবে, তিনি তত পাকা খেলোয়ার বা পাকা কারবারী। কারণ ইহাতে দপার চালের মত কিস্তি মাৎ হওয়ার আশঙ্কা সর্ব্বদা বর্ত্তমান।

অসংখ্য খেলোয়ারের অসংখ্য চাল। কেহ কাচে কাঞ্চন খরিদ করেন কেহবা কাঞ্চনে কাচ খরিদ করেন। কেহ সাধা লক্ষ্মী পায় ঠেলিয়া লাভের আশায় মূলে সাড়া। কেহ ছাই ধরিয়া সোনা ফলান। প্রকৃতির পরিবর্ত্তনে ব্যবসায়ী সমাজে এরূপ উত্থান পতন সর্ব্বদা ঘটিতেছে। যে কোন খরিদের পরিমাণ এরূপ ভাবে ঠিক করিবে, যেন কারবারের স্থানের তুলনায় তাহা বেশী বা কম না হয়। ব্যবসায়ী সমাজে একটা মূল্যবান কথা, "জিনিসকে তুমি রক্ষা কর জিনিস তোমায় রক্ষা করিবে"। কোন জিনিস চলে না, বিক্রী হয় না সেই জন্য তুমি দণ্ড দিয়া বিক্রী করিও না। যত্ন করিয়া সে জিনিসের সজীবতা রক্ষা কর। এক দিন ঐ জিনিস তোমার সজীবতা রক্ষা করিবে।

দুষ্ট চরিত্রের কর্ম্মচারী টের পাওয়া মাত্র যখন তখন তাড়ান বিশেষ বিবেচনাধীন। কর্ত্তা সহিষ্ণুতার সহিত কর্ম্মচারীর দোষ জানিয়া

শুনিয়া এত গোপন ভাবে চলিবেন যা কার্য্য উদ্ধারের জন্য এত বোকা হাবা ছেলে সাজিবেন যেন কর্ম্মচারী কর্ত্তার মনোগতভাব ঘুণাক্ষরে হৃদ বোধ করিতে সক্ষম না হন। কারবারের খাতাপত্রে, মজুত মালে, চলিত মামলা মোকদ্দমায় এমত কোন দোষ থাকিতে পারে যাহা বাজারে রাষ্ট্র হইলে কারবারের গুরুতর ক্ষতি হয়। কর্ত্তা যত সত্বর পারেন নিজ কার্য্য হাসিল করিয়া সমুচিত দণ্ড বিধানে উক্ত কর্ম্মচারীকে কারবার ঘর হইতে বহিষ্কৃত করিবেন। কারবার জীবনে মধ্যে মধ্যে কর্ত্তার এরূপ বোকা হাবা ছেলে সাজিতে হয়।

কোন ভদ্রলোকের দোকানের তাকের উপর ৪০ পাউণ্ড সুপার রয়েল ৩০ রিম কাগজ উলুপোকায় কাটিয়া ছিদ্র ছিদ্র করিয়া ছিল। ভদ্রলোকটী ঐ কাগজ যত্নে বাঁধিয়া রাখেন। কতক দিন পর স্থানীয় জমিদার বাটীতে বিবাদের সূত্রপাত হয়। এক পক্ষ মোকদ্দমার জন্য উকিলের নিকট উপস্থিত হইলে উকিল বলেন আপনার ষ্টেটের বহু বৎসরের তলব বাকী পরিবর্ত্তন না করিলে মোকদ্দমায় ফল পাওয়ার কোন আশা নাই। ঐ পরিবর্ত্তনে বিশেষ সতর্কতা নিবেন, পুরাতন প্রমাণ না হইলে বিপদ ঘটিতে পারে। উলুপোকার কাটা কাগজ পুরাতন কাগজ বলিয়া সহজে প্রতীয়মান হয়। এজন্য পক্ষ ঐ দোকানে উপস্থিত হইয়া নূতন ঐরূপ কাগজ হইতে বেশী মূল্য দিয়া উলুপোকার ছিদ্র ছিদ্র করা কাগজ খরিদ করিলেন। যত্ন করিয়া না রাখিলে ঐ কাগজ বাণিয়া দোকানে পোলতা বান্ধার জন্য অল্প মূল্যে বিক্রী করিতে হইত।

ভবানীগঞ্জ বন্দরে কোন বড় মিঠাই বিক্রেতা আমৃতি ভাজা নষ্ট ঘৃত অযত্নে নানা স্থানে পতিত দেখিয়া উহা মটকায় পুড়িয়া দোকান ভিটিতে পুতিয়া রাখেন বহুকাল পর দোকান ভিটিতে আগুণ লাগিয়া গৃহাদি ভষ্মসাৎ হয়।

সে সময় ঐ দোকানদারের পুত্র বর্ত্তমান ছিল। ঐ মটকার কথা সে জানিত না। পোড়া খুটী উঠাইতে নষ্ট ঘৃতের মটকা বাহির হয়। ঐ ঘৃত পুরাতন বলিয়া বহু মুল্যে বিক্রী হওয়ায় তাহাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছিল।

কারবারে কত পুজি চাই।

"যার আছে টাকা কড়ি, দোকান খুলে তাড়াতাড়ি" ইহার অর্থ ধনী না হইলে কারবার করিতে পারে না, প্রকৃত পক্ষে এ অনুমান যথার্থ নহে। কুঠিয়াল বা বড় ধনী কারবারীরা ধনী দেখিয়া কারবার করে না। কারবারীর সহিত কারবার করে। তুমি বড় জমিদার বা বড় জমিদারের পুত্র মহাজন মহালে তোমার এ পরিচয় কিছুতেই আদরের যোগ্য নহে। তুমি এম এ, বি এ পাশ করিয়া, কারবার করিতে আসিয়াছ এবারও মহাজন সমাজে তোমার গৌরবের পরিচয় হইল না বরং এ সমস্ত পরিচয়ে মহাজন সমাজে আতঙ্কের সঞ্চার ঘটিবে যেহেতু তুমি কারবার বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তুমি অমুক কারবারীর পুত্র অমুক কারবারি এবার নিঃসন্দেহে ব্যবসায়ী সমাজে তোমার সমাদর।

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের অবস্থা যখন মধ্যযোগে শোচনীয় হইয়া পড়ে, তখন এক জন বড় দরের মাড়োয়ারী বলিয়াছিল যে, "এ কাপড়ের মিল যে টিকিবে না তাহা আমি বেশ জানি, ইহার কর্ম্ম কর্ত্তারা এম এ বি এ বড় বড় টাইটেল প্রাপ্ত ব্যক্তি ও লম্বা লম্বা বেতন ভোগী বটে। ইহারা ব্যবসা ক্ষেত্রে কলার পাতে ক, খ, মক্স করে, কোন দিন ইহারা কলার পাত ছাড়িয়া শিশুশিক্ষা, বোধোদয় পড়িবে জানি না। তত দিন কি

বঙ্গ লক্ষ্মী কটন মিলের অস্তিত্ব থাকিবে? এরূপ বলার তাৎপর্য্য এই যে প্রথম এরূপ কলকারখানায় বিনা বেতনে শিক্ষা নবিশি করিয়া পরে পাঁচ টাকা বেতনের সরকার হইতে দুই তিন শত টাকা বেতনের গোমস্তা বা দেওয়ানজী হইয়াছে এমন একটা লোকও ত এ কলে দেখিতে পাই না কাজেই আমার বিশ্বাস এ কারবার টিকিবে না।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় বড় বড় মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় বড় পুঁজিতে বহু কারবার সৃজন হইল। কত অন্ধ, গরীব, আতুর, বিধবা কারবারের অংশ খরিদ করিল। কারবারে বড় বড় টাইটেল প্রাপ্ত ব্যক্তির নাম দেখিয়া অনেকের মনে হইল কারবার আর কোথায় যায়, ভারতের অদৃষ্ট বুঝি ফিরিল। কি ভাবিলাম কি হইল কোথায় রাম রাজা হবেন, না রাম বনে যায়। বুঝিলাম এ বিদ্যাও টাইটেল ব্যবসাগত নহে। এটা একটা ভিন্ন ধরণের পুথিগত বিদ্যা। এ বিদ্বানের সহিত ব্যবসা ক্ষেত্রে করিত কর্ম্মা পাকা ব্যবসাদারের তুলনা বাতুলতা মাত্র।

বরিশাল জেলার ঝালকাঠী অঞ্চলের কোন জমিদার-পুত্র কলিকাতায় কারবার দেওয়ার মনস্থে গমন করেন। তিনি দেখিলেন কলিকাতা কুমারটুলিতে ধুতুরাফুলী কলকী একটী দুই পয়সা। জমিদার পুত্রের মনে পড়িল আমাদের দেশে ঝালকাঠী বন্দরে এরূপ কলকী চারিটী এক পয়সা। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন একটী দুই পয়সা, এক পয়সায় আট পয়সা, এক টাকায় আট টাকা। পঞ্চাশ হাজার টাকার কলকীতে বহু টাকা লাভ। যদি ঘোড়ার গাড়ী, চাকর, চাকরাণী, আরদালী রাখিয়া গঙ্গার পারে খোলা হাওয়ায় পাচতালা দালানে বাস করি, তাহা হইলেও খরচ বাদে বহু লাভ। মনে মনে ভাবিলেন এ জন্যই কলিকাতায় এত দালান ও কলকারখানা, এরূপ মনস্থ করিতে করিতে বাসায় ফিরিলেন। গণিত শাস্ত্রের সাহায্যে অঙ্ক কষিয়া মুনাফার অঙ্ক বাহির করিলেন, বুঝিলেন

আমার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ সত্য। জমিদার পুত্র সেই দিনই বাড়ী ফিরিলেন ও কতক জমিদারী বিক্রী করিয়া পঞ্চাশ হাজার টাকা সংগ্রহ করিলেন ও ৪০ হাজার টাকার ধুতুরা ফুলী কলকীর অর্ডার দিলেন। তৎপর জমিদার পুত্র বড় বড় কিস্তি বোঝাই করিয়া স-পরিবারে কলিকাতা রওনা হইলেন। কুমারটুলী বাজারে ঘর ভাড়া করিয়া তথায় গোমস্তা চাকর নিযুক্ত করিলেন এবং গঙ্গার পাড়ে পাঁচতালা দালান ভাড়া করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। ব্রুহামগাড়ী, চাকর, আর্দালী কিছুই বাদ পড়িল না, দেখিতে দেখিতে বৎসর উত্তীর্ণ হইল। হাতের টাকা কড়ি খরচ হইয়া গিয়াছে, এখন চাকর, চাকরাণী, আরদালীর বেতনের তাগাদা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে জমিদার পুত্র কারবারে আসিয়া দেখিলেন প্রতিদিন ৫।৬৲ টাকার বেশী বিক্রী হয় না। খরচ বাদ দৈনিক এক টাকার বেশী লাভ হয় না। সমস্ত খরচ বাদাইয়া দেখিলেন তিনি বহু টাকার দেনা হইয়াছেন। জমিদার পুত্রের চমক ভাঙ্গিল তিনি বুঝিতে পারিলেন কেবল টাকা দ্বারা কারবার চলে না, কারবার না শিখিলে কারবার করা যায় না। কারবারের গণিত শাস্ত্র ভিন্ন প্রকারের হইবে ইত্যাদি ভাবিয়া বাড়ী রওনা হইলেন এবং জমিদারীর আরও কিছু অংশ বিক্রী করিয়া সমস্ত দেনা পরিশোধ করিলেন।

যাহারা রিক্ত হস্তে প্রথম কারবারে প্রবৃত্ত হয় তাহাদের কারবার প্রায়ই ফেল হয় না কারণ তাহাদের যত্ন চেষ্টা উদ্যম বেশী থাকিবেই। যাহারা অল্প পূজি লইয়া কারবার আরম্ভ করে তাহাদের কারবার ক্রমে ক্রমে বেশী রকম উন্নত হইয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করে। নূতন কারবারীর পক্ষে কখনও বড় পূজি লইয়া কারবারে নামা উচিত নয় কারণ বড় কাজের শাসন সংরক্ষণ বেশী কঠিন। ছোট হইতে বড় হওয়া সহজ। বড় কাজের নিয়ম প্রণালী ছোট কাজ হইতে বিভিন্ন। ছোট কাজ করিতে

করিতে বড় কাজ শিক্ষা পায়, কিন্তু বড় কাজ করিলে ছোট কাজের অভি-জ্ঞতা জন্মে না। রায় বাহাদুর নিত্যানন্দ কুণ্ড, রায় বাহাদুর মহেশচন্দ্র ভট্যাচার্য্য.রায় বাহাদুর বি, কে পাল প্রভৃতির জীবনী পাঠ করিলে সহজেই বুঝিতে পারিবেন তাঁহারা কত ছোট হইতে কত বড় হইয়াছেন। তাঁহাদের কৃতকার্য্যতার দ্বারা কত ভারত সন্তানের জীবিকা নির্ব্বাহ হইতেছে। রিক্ত হস্তে, বিশ্বাসে এরূপ কতক্ষণজন্মালোক কারবারে উন্নতি করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। মাড়োয়ারী ভায়াদের কথা কি বলিব তাহারা ত সর্ব্বদাই দেখা যায় "রিক্ত হস্তে, লোটা হাতে, উদয় বঙ্গ ভূমে।" ভারত সন্তান মধ্যে মাড়োয়ারী জাতির ন্যায় কারবারে উন্নতিশীল দ্বিতীয় জাতি নাই। তোমরা তাহাদের অনুকরণ কর। কারবার শিখিয়া রিক্ত হস্তে কারবার ক্ষেত্রে নামিয়া পড়।

কারবারের রিপু।

সংসারারণ্যে সুবিশাল দুইটী বর্ত্ম বর্ত্তমান রহিয়াছে, তন্মধ্যে একটী জ্ঞান প্রণোদিত, পরিণামে সুখাবহ, অপরটী অজ্ঞান প্রণোদিত আপাত-মধুর পরিণামে দুঃখাবহ। দুষ্টগণ ক্লেশসাধ্য জ্ঞান মার্গ দুরারোহ মনে করিয়া শ্বাপদ সঙ্কুল আপাতমনোরম পিচ্ছিল মার্গে গমন করতঃ অশুভ অভিষ্ট সাধনে ব্রতী হইয়া প্রচুর ঐশ্বর্য্যে ভাণ্ডার পরিপূর্ণ রাখিতে প্রয়াস পায় বটে কিন্তু তাহারা জ্ঞাত নহে যে, একদিন নিদারুণ অনুতাপানল তুষানল সদৃশ জ্বলিতে থাকিবে, পাপ সঙ্কুল জীবনের যাবতীয় অকার্য্যগুলি একটী একটী করিয়া হৃদয়পটে প্রতিফলিত হইবে কেননা তাহাদের

ধূর্ত্ততার জালে সংসারানভিজ্ঞ নিঃস্বহায় নিঃস্বহায়া ব্যতীত অপর কেহই পতিত হন নাই। তখন সহস্র বৃশ্চিক দংশনের ন্যায় তাহাদিকে যাতনা দিতে থাকিবে। তাহারা যতই সুরম্য মণিমাণিক্য সুশোভিত সৌধ অট্টালিকায় বাস করিয়া চব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় চতুর্ব্বিধ অশনে রসনাকে অশেষবিধ তৃপ্তি দান করিয়া দুগ্ধ ফেননিভ শয্যায় শায়িত থাকুক না কেন, সেই সংসারানভিজ্ঞ অনাথ অনাথিনীর উষ্ণ নিশ্বাসে সত্য সত্যই তাহাদের সুখ শয্যা নিষাদ গ্রথিত শত সহস্র শরে বিদ্ধ শর শয্যায় পরিণত হইবে। আমাদের দেশে কতকগুলি ভ্রষ্ট চরিত্রের নীচ শ্রেণীর লোক বহুকাল হইতে কারবারের নির্ম্মল শরীরে দুর্গন্ধ বিশিষ্ট ময়লা নিক্ষেপ করিয়া আসিতেছেন। কারবারের দেবোপম চন্দন চর্চ্চিত নির্ম্মল গাত্র হইতে মলয় বাতাস ঐ পূতি গন্ধ চতুর্দ্দিকে বিস্তার করায় ভারত মাতার কৃতবিদ্য যুবক-দল নাকে কাপড় দিয়া দূরে সড়িয়া পড়িতেছে। সরল কথায় বুঝিয়া নেও কৃত্রিম উপায়ে জিনিসে ভেজাল দেওয়া, ভাল জিনিসের নমুনা দেখাইয়া তদ্রূপ কৃত্রিম জিনিস দেওয়া, কৃত্রিম উপায়ে জিনিসের ওজন বৃদ্ধি বা কম করা, ছলনা প্রবঞ্চনা, জাল,জুয়াচুরি, প্রভৃতি যত প্রকার অসততা থাকিতে পারে ইহাতে ঐ ভ্রষ্ট চরিত্রের লোক বিশেষ পারদর্শী। ইহারা পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ভোগ দখল স্বত্বে দখলী সত্ব বিশিষ্ট কায়েমি রায়তির মালীক হইয়া দাড়াইয়াছে। তাহাদের এই পারদর্শিতা স্থানীয় কৃষক সমাজের উৎপন্ন ফসলের খরিদ বিক্রী সময়ে এই সংসারানভিজ্ঞ সমাজের প্রতি অনেক সময় আধিপত্য বিস্তার করে। অজ্ঞ, নিরীহ সরল প্রকৃতির কৃষক সমাজ ইহাদের এই অসৎ চাতুরি বুঝিতে অক্ষম। মিষ্ট কথা ব্যথায় ব্যথী, কাতরতা, মিথ্যা কথা, ইয়ার, স্বদেশী উপকারী বান্ধব ইত্যাদি মুখে মিষ্ট অন্তরে বিষ, স্থান বিশেষে উগ্রমূর্ত্তি ধারণ প্রভৃতি সময় উপযোগী যত প্রসেস থাকিতে পারে ইহাই তাহাদের অঙ্গের ভূষণ।

ইহাদের পারদর্শিতা ও প্রলোভনে কৃষক সমাজ এতই মুগ্ধ যে, ন্যায়পরায়ণ, সৎ প্রকৃতির বিশিষ্ট বিশিষ্ট যুবকদল ও ইহাদের প্রতিযোগিতায় সম্পূর্ণ অক্ষম। চুম্বক লোহার নিকটে অপর লোহা যাওয়া মাত্রই যেমন তাহা চুম্বকে পরিণত হয়। সেরূপ ন্যায় পরায়ণ সৎ প্রকৃতির যুবকও বাধ্য হইয়া ইহাদের প্রকৃতি অনুসরণ করে। এরূপ নীচ ভ্রষ্ট চরিত্রের লোক যদি কারবারে পূর্ব্ব হইতে আসন না পাইত তাহা হইলে আর কারবারের এত অধোগতি হইতনা, আজও শিক্ষিত সচ্চরিত্র যুবক দলের মস্তক ইহাদের নিকট নত। ইহাদের পালা, দাণ্ডি, দাণ্ডির সূত্র পরিমাণ, বাটখারা প্রভৃতি পরিমাপক যন্ত্র আশ্চর্য্য কৌশলে প্রস্তুত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন খরিদ বিক্রীতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। ইহাদের হাত ঐন্দ্রজালিক বিদ্যায় সুনিপুণ এবং বেশী কম ওজন দ্রুতগতিতে শত শত লোক সমক্ষে সম্পাদন জন্য পাশ করা, বাম পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলী ও বাম হাটু ইহাদের সহচর। এরূপ পরিপক্ক সততাশূন্য কারবারীর হাত এড়াইয়া নব্য শিক্ষিত নিরীহ প্রকৃতির সচ্চরিত্র যুবক কার্য্য ক্ষেত্রে সাধুতা রক্ষা করিতে হইলে সততা ও অসততা উভয় বিষয়ে প্রাজ্ঞ বা পাশ করা সার্টিফিকেট গ্রহণ করা উচিত। অসততা কার্য্যে পরিণত করা শিক্ষার উদ্দেশ্য নহে কেননা ইহার পরিণাম ভয়াবহ ইহা স্বীকার্য্য বিষয়। ভারতবর্ষ যে বাণিজ্যে এত অনুন্নত ইহাও তাহার এক মূল কারণ। যে দিন তোমরা ন্যায় দণ্ড পরিচালনপূর্ব্বক আসরে অবতীর্ণ হইবে,সে দিন দেখিবে,সেই ন্যায় দণ্ড হইতে প্রচণ্ড জ্যোতির্ম্ময় অগ্নিকণা নির্গত হইয়া অসৎ কারবারীকে দগ্ধ করিবে। ভিন্ন ভিন্ন রাজার দেশের বোম্বেটের দল তখন ছাই ভস্ম মাখা মুণ্ড দিয়া সোনার ভারত শূন্য করিতে পারিবে না। তাহাদের রসনা জ্বর রোগীর ন্যায় মিষ্ট বস্তুতে তিক্ত স্বাদ গ্রহণ করিবে এবং নিষাদ গ্রথিত পক্ষীর ন্যায় আত্মপাপের যাতনায় ছটফট করিয়া জীব লীলা সাঙ্গ

করিবে। উদাহরণ—রাম রহিম অসৎ কারবারী কালু সৎকারবারী। একজন কৃষক পাঁচমণ সুপারী নিয়া আসিয়াছে। প্রথম কালুর ঘরে গেল কালু বলিল ১০৲ মণ হইলে আমাকে দিতে পার। প্রকৃত পক্ষে ঐ মালের বাজার দরও ১০৲ দশ টাকা। পরে রামের ঘরে গেল ১০।০, রহিম বলিল ১০॥০ টাকা, রহিমকে মাল দিল। রহিম এরূপ ভাবে ওজন দিল যে তাহাতে মালের দর ৯৸৵০ পড়তা হইল।

কৃষক সুপারী ৫ মণ আনিয়াছে এই কৃষক কালুর ঘরের পরিচিত তাহা রাম রহিম জানিত। প্রথম রামের ঘরে যাওয়া মাত্রই রাম বলিল আপনার সুপারী ৫ মণ তিন সের। কৃষকের বিক্রী করা উদ্দেশ্য নহে দর জানা উদ্দেশ্য, কারণ সে কালুর পরিচিত সে ঘরে বিক্রী দিবে। রামেরও সুপারী ওজনের উদ্দেশ্য ওজন কিছু বেশী বলা। কৃষক ঘুড়িয়া কালুর ঘরে গেল কালু বলিল তোমার সুপারী পাচ মণ। কৃষক মনে মনে জানিল ইনি পরিচিত হইলে কি হইবে মাপে ঠকান, কৃষক রামের ঘরে ফিরিয়া গেল যাওয়া মাত্র পাঁচ মণ তিন সেরের দাম পাইল। কৃষক সেই দিন হইতে রামের ঘরে সুপারী আনিয়া দিতে লাগিল। রাম অবশ্যই তিন সেরের পরিবর্ত্তে কত তিন সের বেশী নিয়াছে, কৃষক সে চাতুরি বুঝিতে অক্ষম। বেশী দামের চাউল, মুসরী, চিনি, ময়দা, লঙ্কা প্রভৃতির সহিত তদ্রূপ নমুণায় কম দামের ঐরূপ জিনিস মিশ্রিত করিয়া পড়তা কম করা ইহাত সচরাচরই দেখা যায়।

সময়।

কারবারীর পক্ষে সময় অতি মূল্যবান জিনিস। কর্ত্তা ও কর্ম্মচারী সর্ব্বদা কারবার ঘরে উপস্থিত থাকিয়া দোকানের সজীবতা রক্ষা করিবেন। তেরিজ, খরিদ, বিক্রী, খরচ, ওয়াশীল, বাকী, হিসাব পত্র প্রতিদিন ঠিক মত রাখিবেন। ইহা ঠিক না রাখিলে শত চেষ্টায় ও কারবার টিকিবে না। কর্ত্তা বা তৎপ্রতিনিধি সর্ব্বদা কর্ত্তার আসনে বসা থাকিবেন। জমা খরচ, ক্যাস, লেনা, দেনা ঠিক মত চলিতেছে কিনা তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। সময়ের জিনিস সময়ে বিক্রী না হইলে কর্ত্তার বিপদ, ঐ জিনিস মজুত থাকিয়া মূল ধনের অনটন ঘটায়। প্রতিদিনই বাজার দরের উত্থান পতন ঘটিতেছে। উত্থান সময়ে খরিদা জিনিসের লাভের আশা কম। উত্থান পতন ইহার মাঝামাঝি ভাগে জিনিস খরিদ করা উচিত। পতন সময় ও জিনিস খরিদ করা বিশেষ বিবেচনায় বিষয়। যে জিনিসের দর ঘণ্টায় ঘণ্টায় অসম্ভব বাড়িয়া যাইতেছে জানিও ইহা দর পড়ার বা কম হওয়ার পূর্ব্ব লক্ষণ। যে জিনিসের দর ঘণ্টায় ঘণ্টায় অসম্ভব কমিয়া ফেলা ফেলা হইয়াছে জানিও সে জিনিসের দর অচিরে অসম্ভব বৃদ্ধি পাইবে। যে জিনিসের উৎপন্ন বেশী অথচ দর চড়া তাহার খরিদে ব্যবসা না হওয়ারই কথা।

কৃষি জাত উৎপন্ন দ্রব্য ও পাহাড় জাত উৎপন্ন দ্রব্যের ও কাঠাদির ফরওয়ার্ড শেল বা অগ্রিম খরিদ ছয় মাস পূর্ব্বে করিতে হয়। অপরিপক্ক কারবারী ইহাতে হাত দেওয়া বিড়ম্বনা মাত্র কিন্তু চাউল, ধান, লবণ, কাঠ প্রভৃতির অগ্রিম খরিদই সহজে ধনী হওয়ার একমাত্র উপায়। এ সমস্ত জিনিসের অগ্রিম খরিদ জুন, জুলাই, আগষ্ট, সিপমেণ্টই বিশেষ লাভ জনক। (কাঠের পহুছানী ফাল্গুন মাসের পূর্ব্বে হইলে বিপদের আশঙ্কা

কম থাকে ইহা নৌকার সমন্ধে বলা হইল) বিমা থাকিলে কোন সময়ই ক্ষতি জনক হয় না। বড় খরিদে প্রায়ই মালের বিমা করা হয়। বিলাতী ধাতুময় জিনিসের অগ্রিম খরিদ সেপ্টেম্বর সিপমেণ্ট বিশেষ লাভ জনক। কাপড় সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট কোন নিয়ম নাই।

বিলাতী ফরওয়ার্ড শেল খরিদে সর্ব্বদা খরিদ মোকামের সোণা, রূপার বাজার দরের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে ইহার দোষ গুণ এই যে, মনে কর বিলাতে সোণা রূপার দর কম তখন ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে যত টাকার মাল খরিদ করিয়া থাক তাহার টাকা বা নোট স্থানীয় ব্যাঙ্কে জমা দিবে উহা বিলাত যাইয়া রূপায় পরিণত হইবে কেন না ভারতবর্ষের প্রচলিত মুদ্রা বিলাত বা ভিন্ন ভিন্ন রাজার দেশে চলিবার কোন কারণ নাই তথায় সাধারণ রূপার যে দর হয় তাহাই হইবে। যুদ্ধের পূর্ব্বে এস্থান হইতে হাজার টাকা পাঠাইলে বিলাতে ঐ হাজার টাকার মূল্য ৮০০৲।৮৫০৲ টাকা হইত কারণ তখন রূপার দাম কম ছিল। বর্ত্তমানে যুদ্ধের পর হইতে সোণা রূপার দর অসম্ভব বৃদ্ধি পাওয়ায় এখন হাজার টাকার ভারত বর্ষীয় মুদ্রার মূল্য ১৩৫০৲ টাকা। বর্ত্তমানে জিনিসের মূল্য বাড়িবার ইহাই একটা প্রধান হেতু। মাড়োয়ারী বাবুরা যখন হাজার টাকা পাঠাইয়া ৮৫০৲ টাকার মাল ঘরে আনিত, তখন ঘরে আসা মাত্র হাজার টাকাই কাপড় বা অন্য মালের খরিদ ধরিয়া তাহার উপর মুনাফা ধরিত বর্ত্তমানে যখন হাজার টাকার সাড়ে তের শত টাকার কাপড় কি অন্য মাল আসে তখন এখন ন্যায় সঙ্গত মতে হাজার টাকা ধরিয়া তাহার উপর মুনাফা ফেলা সঙ্গত। তবে এ কথা ঠিক কারবারীর উপর হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা আমাদের ত নাই আমাদের রাজার ও নাই। ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যেক স্বাধীন রাজা ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন রাজার দেশে কারবার করে। এক রাজার বাণিজ্য দ্রব্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিলে, অন্য রাজাও তাহার দেশে

সে রাজার বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারে। ইহাতে পৃথিবীতে বাণিজ্যের খর্ব্বতা ও বিশৃঙ্খলা জন্মিতে পারে এজন্য সকল রাজার মিলিয়া চেম্বার্স অফ কমার্স গঠিত। ইহারা প্রত্যেক স্বাধীন রাজার প্রতিনিধি স্বরূপ। সমস্ত রাজাই বাণিজ্য বিষয়ে চেম্বার্স অফ কমার্সের অধীন।

সাধারণতঃ ফরওয়ার্ড শেলের বিলাতী মালের ডিউ ৯০ দিন, ফরওয়ার্ড শেল ক্রেতা মফস্বলে ডিউ দেয় ৪৫ দিন এবং ৪৫ দিনের মধ্যে টাকা দিতে না পারিলে সাধারণ ব্যাজ শত করা মাসিক ১৲ টাকা ক্রেতা দিবে এবং ক্রেতা ৪৫ দিনের পূর্ব্বে যত টাকা দিবে তাহার ব্যাজও ঐ ১৲ টাকা হারে পাইবে। ধান, চাউল, খেসারী, মুসরী প্রভৃতি রাখি মাল খরিদ করার সময় পৌষ, মাঘ মাস। বিক্রী করার সময় শ্রাবণ ভাদ্র মাস। রাখি মাল সাধারণতঃ খরিদ করার সময় ঐ সকল মালের ফসল উঠিবার ২।৩ মাস পর যদিও ফসল উঠিবার সময় দর সুলভ থাকে তাহা রাখির জন্য উপযুক্ত নহে। ঐ সকল মাল কাঁচা বা তসি সহজে নষ্ট হয়, ওজন কমে।

বিলাত বাকী বা দোকান বাকী টাকার গ্রাহক কম টাকায় নিষ্পত্তি করিতে চাহিলে যথা সম্ভব বিবেচনায় ত্যাগ স্বীকার করিয়া তখনই নিষ্পত্তি করিয়া লইবে। দেনার তুলনায় সামান্য টাকা আমদানী দিয়াছে বলিয়া তাহা প্রত্যাহার না করিয়া গ্রহণ করিবে। গ্রাহকের বিপদসময় যথাসম্ভব সাহায্য করিবে। নির্দ্দিষ্ট প্রত্যেক কাজ করার জন্য নির্দ্দিষ্ট সময় ধার্য্য করিবে। হিসাব পত্র বেচা কিনা, লেখাপড়ি অর্ডার প্রত্যেক কাজের ভার নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির উপর ন্যস্ত রাখিবে। কারবারী লোক মামলা মোকদ্দমা হইতে যথাসম্ভব বিরত থাকিবে। যে কাজ করিতে রাগের সঞ্চার হয় সে কাজ কিছু সময় বাদে ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া করিবে। হিসাব নিকাশ অর্ডার নির্জ্জন সময়ে ভাল। সময়ের কাজ সময়ে করিবে।" খরিদারকে চাওয়া

মাত্র মাল দিবে। বাকী টাকা উদ্ধার জন্য কর্ম্মঠ কারবারী বা গ্রাহককে আরও বাকী দিবে। সাধারণের বিপদ সময় যথাসম্ভব সাহায্য করিবে। কারবারের স্বার্থ উদ্ধার করিতে যাইয়া যে কোন লোক বিপদগ্রস্থ হয় নিজ অসততার দরুণ না হইলে তাহাকে সাহায্য করিবে।

কর্ম্মচারীর ন্যায়সঙ্গত বিপদ কারবারের বিপদ মনে করিবে।

বাকী বিক্রী।

অমুক কারধারী ঘৃতের বাতি দিয়াছে। অমুক লোক ফেইল হইয়াছে। অমুক কারবারী বহু দেনা হইয়া দেউলিয়া হইয়াছে, এরূপ জনশ্রুতি সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যায়। সাধারণের ধারণা লোক ঠকাইবার উদ্দেশ্যে বা এককালীন বহু টাকা আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে ইচ্ছা করিয়া কারবারী লোকে ঐরূপ করিয়া থাকে এরূপ জনশ্রুতি ও ধারণা অধিকাংশ সময়ে সত্য নহে। অনেক সময় দেখা যায় অপরিপক্ক কারবারী বেশী গ্রাহক সংগ্রহ করিবার জন্য অথবা বেশী লাভের প্রত্যাশায় গ্রাহককে বাকী দিয়া মূলধন শূন্য করিয়াছে।

বাকী দুই প্রকার গ্রাহকাণ ও পাইকারাণ। পাইকারাণ বাকীতে টাকা পড়ার আশঙ্কা কম। পাইকার যে মাল নেয় তাহা ফুরাইতেই পুনঃ মাল নিবে, কাজেই বহুটাকার লেনা দেনা করে। বহু টাকার লেনা দেনা হওয়ায় পাইকারাণ বাকী পড়িলেও মূলধনের বিশেষ ক্ষতি হয় না। বড় কারবারী মাত্রই ঐ বাকী না দিয়া নিস্তার নাই কারণ পাইকারাণ বাকী ব্যতীত বহু টাকা আমদানী হইতে পারে না। গ্রাহকাণ বাকী আর নিজ আত্মহত্যা দুইই সমান কথা। গ্রাহকাণ বাকীর পরিণাম এই, যে গ্রাহককে বাকী

দিবে, সে গ্রাহক তোমার দিকে ছাতা ধরিয়া, নিজ দেহ ঢাকিয়া, পথে হাটিবে পাছে দেখা হইলে তাগাদা করে বা বাকী থাকা গ্রাহকের নাম স্মরণ পড়ে। বাড়ী তাগাদায় গেলে, বাড়ী থাকিয়া অন্দর মহাল হইতে চাকর দ্বারা খবর পাঠাইবে বাবু বাসায় নাই, বেশী তাগাদা কর লোকের নিকট বলিবে এবেটা কারবারী বড় দুষ্ট দাম বেশী নেয়, নালিশ কর জবাব দিবে টাকা দিয়াছি খাতা মিথ্যা, বাকী টাকার সুদ পাইতে পারে না। বাকী দেওয়ার বিশেষ ক্ষতি এই যে, যেদিন হইতে কোন গ্রাহককে বাকী দিবে, সেই দিন হইতে তাহার সহিত বিচ্ছিন্ন হইতে হয় কারণ টাকা দিতে গৌণ হইলে নগদ টাকা দিয়া অপর ঘর হইতে মাল নিবে। তোমার নিকট নগদ টাকায় ঐ মাল কিনিতে সাহস করিবে না কারণ তুমি পূর্ব্ব বাকী থাকা টাকা কাটিয়া লইতে পার। তুমি মনে করিওনা তাহার বিপদ সময় তাহাকে বাকী দিয়াছ, সে তোমার অনুগত থাকিবে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কোন লোক বলিয়াছিল - মহাশয় অমুক লোক আপনাকে গালি দিয়াছে। বিদ্যাসাগর বলিলেন সে আমাকে গালি দিবে কেন, আমিত জীবনে তাহার কোন উপকার করিয়াছি স্মরণ পড়ে না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথার মূল্য বুঝিয়া লও গ্রাহক নিজের বিশেষ ঠেকা না হইলে জিনিস খরিদ করে না। তাহার ঠেকা, তুমি কারবারী নিজের টাকা সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া দিয়া উদ্ধার করিলে। সেভাব সে দয়া দেখাইবার সময় দেশে এখনও আসে নাই।

সুসময়ে সকলেই বন্ধু বটে হয়।
অসময়ে হায় হায় কেহ কার নয়॥

রেহানী, বন্ধকী, হেণ্ডনোটের করা সুদের যে টাকা না দিলে নিস্তার নাই, সে টাকা অনেক সময় আপনা হইতে ঘরে আসে। তোমার টাকার করার খিলাপে তুমি কি করিবে বিশেষ ভয় থাকার কারণ নাই। তুমি

ঘৃণিত মুদি তোমার জন্য সাধুভাষা তুমি, তুই যথেষ্ট। পাঠক মনে কিছু করিবেন না এই বাকীর জন্য নব্য যুবকদল কারবারে তিষ্ঠিতে পারে না। ক্ষুদ্র কারবারী কারবারে বসিবার পূর্ব্বে আমি বাকী দিব না, কঠোর প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলে ভয়ের কারণ অনেকটা কম থাকে। নোয়াখালীর কোন ধনী মিষ্টভাষী জুতার কারবারী কোন বিশিষ্ট বাবুকে কতকজোড়া জুতা বাকী দেন ক্রমে একবৎসরের তাগাদায় বাকী টাকা উশুল হয় না দেখিয়া কর্ত্তা কর্ম্মচারীকে বলিলেন তোমরা অনুপযুক্ত কর্ম্মচারী নতুবা একজন বিশেষ ব্যক্তি হইতে বাকী টাকা আদায় করিতে এতদিন যায়—আমি এখনই চলিলাম দেখ আমি ২।৩ ঘণ্টা মধ্যে বাকী টাকা আদায় করিয়া আনিব। কর্ত্তা রাগের সহিত কারবার ঘর হইতে বহির্গত হইয়া বিশেষ বাবুর বাসায় চলিলেন মনে মনে চিন্তা করিলেন যদি টাকা আদায় করিতে না পারি তবে বড় লাজের কথা, কর্ম্মচারীরা মনে মনে হাসিবে। এরূপ চিন্তা করিতে করিতে বিশেষ বাবুর বাসায় গেলেন। তাহার বাসায় বহু ডিপুটী, মুনসেফ, বড় আমলা বাবুরা আসিয়া গল্প গুজব করিতেছেন। কারবারের কর্ত্তাত বাকী দিয়া নাচার আর কি? তিনি ফৌজদারীর আসামীর মত এক পাশে দণ্ডায়মান, শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় বাবুকে কিছু বলিতে সাহস করিলেন না। কিছুক্ষণ পর বিশেষ বাবুর চক্ষু জুতার আসামীর উপর পতিত হইল বাবু তাড়াতাড়ী ডাক দিলেন তোরা বাসায় কে আছিস্ শীঘ্র সেলপের উপর হইতে জুতাগুলি নিয়া আয়ত?—চাকর দ্রুত গতিতে পাঁচ ছয় জোড়া জুতা আনিয়া বৈঠকখানায় হাজির করিলেন। বিশেষ বাবু বৈঠকখানার ভদ্রলোকদিগকে বলিলেন দেখুন আপনারা জুতাগুলির দাম বলুনত বেটা কি ডাকাত? একথা বলা মাত্রই কারবারের কর্ত্তা বাধা দিয়া বলিলেন—হুজুর মুচি ভিন্ন পুরাতন জুতার দাম বলিতে পারিবে না। ভদ্রলোকে পুরাতন জুতার দাম

জানেনা। বৈঠকখানার সমস্ত ভদ্রলোক মাথা হেট করিলেন, রাগের উপর গড়গড় করিতে করিতে বাসায় যাইয়া সিন্দুক খুলিলেন। সমস্ত টাকা আনিয়া জুতার আসামীর গায়ে ছুড়িলেন। আসামী এক একটী করিয়া টাকা কুড়াইয়া লইয়া লম্বা সেলাম ঠুকিয়া একেবারে কারবার ঘরে আসিয়া হাফ ছাড়িলেন।

হায়রে সোণার ভারত? কারবারী লোকের উপর দেশের শিক্ষিত লোকের কত অবজ্ঞা!

কোন ইউরোপীয় বড় কারবারী বলেন "পাঁচটাকা পূজির নগদ কারবারী পাঁচলক্ষ টাকার বাকী বিক্রেতা হইতে শ্রেষ্ঠ।" পাঁচ টাকা পূজির নগদ কারবারের কর্ত্তা দিন দিন উন্নতি করিয়া সোণার কান্তি নিয়া সৌধ অট্টালিকায় বাস করিবে আর পাঁচলক্ষ টাকা পূজির বাকী কার কারের কর্ত্তা জীর্ণ কলেবরে ভগ্ন শরীরে মাথায় হাত দিয়া বহুমূত্র সন্ন্যাস ও ক্ষয়কাসে ভুগিয়া জীবনলীলা সমাপন করিবে। তোমরা একথা পরিষ্কার মনে রাখিও বাকীর মত কারবারে দ্বিতীয় রিপু নাই। তোমার সহিত আমার যথেষ্ট বন্ধুতা থাকিতে পারে, তুমি আমার মহা উপকারী হইতে পার, এমন কি তোমার দ্বারা আমার পিতৃকুল মাতৃকুল বৈতরণী পাড় হইয়াছে, সেজন্য আমি তোমার যাহা উপকার করিতে ইচ্ছুক এককালীন দান করা উচিত, ইহাতে আমার ভয়ের কোন কারণ নাই। সৎব্যয়ে কারবারের ক্ষতি হয় না।

তুমি সর্ব্বদা মনে রাখিও কারবার তোমার কর্ত্তা। তুমি কর্ত্তা-কারবার কর্ত্তার নিয়মাধীনে বেতন ভাগী চাকর মাত্র। যতদিন তোমার এ জ্ঞান না আসিবে—ততদিন জানিও তুমি অনুপযুক্ত কারবারী। কারবার কর্ত্তার সম্মান—তুমি চাকর কর্ত্তা সর্ব্বদা ষোলকলায় পূর্ণ রাখিবে। মনিবের আজ্ঞাবহ অনুগত চাকরের মত প্রতিমূহূর্ত্তে কারবার

কর্ত্তার সম্মান করিবে। গ্রাহক, পাইকার, ক্রেতা, বিক্রেতার নিকট উচ্চ আদর্শে স্বীকারোক্তি করিবে। সেই স্বীকারোক্তি অর্থাৎ বাজার দর, খরিদ দর, মুনাফা খাটী, কৃত্রিম ইত্যাদি বিষয়ে যে কোন কথা তোমার মুখ দিয়া বাহির হইবে, তাহার একটী বর্ণও অসত্য না হয়। এ কথা মনে রাখিও কারবারের সম্মানের উপর তোমার সম্মান নির্ভর।

যে তোমার পিতামাতা স্ত্রী পুত্রের আহার দাতা, যে জীবিত না থাকিলে তুমি পথের কাঙ্গাল, যাহার উন্নতিতে তুমি পদস্থ এবং অবনতিতে অপদস্থ, মনে রাখিও তোমার আদেশে কারবার চালিত নয় তুমি কারবারের আদেশে বা নিয়মে চালিত, কারবারের স্বাধীনতা আইন বা বিবেকের বিরুদ্ধে চলিবার তোমার কি অধিকার আছে। ভালবাসা দেখাইতে হয়, খাতির দেখাইতে হয়, তোমার বেতন বা পারিশ্রমিক তোমার কারবার কর্ত্তা যাহা পরিমাণ করিয়া দিয়াছেন, তাহা হইতে পৃথক দেখাও অতএব সাবধান তুমি পদস্থ শীর্ষ স্থানের চাকর হইলে কখনও কারবার নামক কর্ত্তার মূল ধন চুরি করিয়া ভালবাসা দেখাইও না অথবা কারবার নামক কর্ত্তার অঙ্গচ্ছেদ করিয়া রুধির দান করিও না। ক্রেতা, জ্ঞানী, ধনী, উচ্চ পদস্থ হইতে পারে—কারবার নামক কর্ত্তা তাহা হইতে বহু উচ্চে প্রতিষ্ঠিত। তুমি যাহাকে অতি বড় মনে কর, সেও এক দিন তোমার কারবার কর্ত্তার চাকর হওয়া অসম্ভব নয়। ইংরেজ আমেরিকান, জাপানি ইহারা সকলেই তোমার ঐ কারবার কর্ত্তার চাকরগণ

মিতব্যয়িতা

কারবারী কারবারের খরচে মিতব্যয়ী হইবেন। খাওয়া খরচে হস্ত প্রসারিত করিবেন। পোষাকে মানান সই উপযুক্ত মত খরচ করিবেন কারবারীর খরচের ভাগই বেশী। যাহার যত খরচ তাহার তত আয়। কারবারে তিল তিল করিয়া আসিলে রাজার ভাণ্ডার পূর্ণ হয় আর তিল তিল করিয়া খরচ হইলে রাজার ভাণ্ডার শূন্য হয়।

আধ পয়সার গড় মিল জন্য তিন পয়সার তৈল জ্বালান, ওল্লা পিপড়া টিপিয়া তাহার পেট হইতে গুড়ের অংশ বাহির করা প্রভৃতি কতগুলি নীচ প্রবৃত্তির ভাষা বঙ্গীয় শিক্ষিত সম্প্রদায় হইতে ব্যবসায়ীর প্রতি আদিষ্ট হয়। এ সকল কথার অর্থ কুভাবে না নিয়া আদর্শ গ্রহণ কর। হিসাবে আধ পয়সায় গড় মিল হইলে খাতা, অশুদ্ধ হয়। অশুদ্ধ খাতার কোন মূল্য নাই, উহা ক্রেতা, বিক্রেতা, গ্রাহক, বাকীদার আদালত, সালীস সকল স্থানেই অগ্রাহ্য। কারবারে প্রত্যহ গাড়ীওয়ালা কুলী, মুটে, মজুর খাটিতেছে, কত প্রকারের মাল প্রত্যহ খরিদ বিক্রী হইতেছে। ইহাদের সহিত হিসাব নিকাশে প্রত্যহ প্রত্যককে এক আধ পয়সা করিয়া কম দিলে বা মিষ্ট ভাষায় বুঝাইয়া কম দিতে পারিলে তোমার সে দিনের আয় তোমার তুলনায় নেহাত কম নহে। এ ভাবে বৎসরে অবশ্যই একটা বুঝিবার বিষয় হইবে। ঢাকা জিলার অন্তর্গত বিক্রমপুর নিবাসী কোন খ্যাত নামা পাল বাবুর বহু কারবার ছিল। তিনি নির্দ্দিষ্ট কোন কারবারে থাকিতেন না—অবস্থা বিশেষে ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রত্যেক মোকামের কাজ কর্ম্ম পরিদর্শন করিতেন কর্ম্মচারীরা জানিত বাবু বড় কৃপণ—কর্ম্মচারীকে দুধ ও ভাল মাছ তরকারী খাইতে দেখিলেই তিনি তিরস্কার করিতেন, বলিতেন তোমরা আমার কারবার ফেল করার জোগার করিতেছ, দুই

পয়সার ডাইলে যে কাজ চলে, সে কাজে এত মাছ তরকারী কেন ? যখন চৈত্র মাসে লাউ কুমরা, ছিম সুলভ হয় তখন খাইলে দোষ কি ? দুধ না খাইলে কি লোক বাঁচেনা, উহা খাইয়া তহবিল নষ্ট করা উচিত নয়। দেখ চাষারা নিজ গরুর দুধ না খাইয়া তাহা বিক্রী করে, তাহারা তোমাদের অপেক্ষা কত বুদ্ধি বেশী রাখে। নিত্য নিত্য দুধ বেচিয়া কত নূতন নূতন পয়সা জমায় আর তোমরা আমার এত কষ্টের পয়সা দুধ কিনিয়া জলে ফেল, চাষারা কি তোমা আমা হইতে দুর্ব্বল ইত্যাদি বিষয়ে উপদেশ দিতেন।

কর্ম্মচারী বাবুরা কর্ত্তা বাবু গোকাম হইতে চলিয়া গেলেই ভাল ভাল মাছ, মাংস, দুধ, ঘৃত, ডিম প্রভৃতি খাদ্য আহার করিতেন। কর্ত্তার ভয়ে খাতায় দুই পয়সার মুসরী খরচ দেখাইতেন এবং কর্ত্তার আগমন শুনিলেই ঐ সকল ভাল ভাল মাছ মাংস আদি লুকাইয়া রাখিয়া, বেশী জলে সামান্য দু পয়সার মুসরী উননে চড়াইতেন। ইহা দেখিয়া কর্ত্তা বাবু ভারি সন্তুষ্ট হইতেন, এবং কর্ত্তা বাবু যেই আহার সমাপ্ত করিয়া গদী ঘরে পঁহুছিতেন তখন লুকান ভাল ভাল খাদ্য বাহির করিয়া আহার করিতেন। দোকানের কর্ত্তা ও কর্ম্মচারীরা অনেকেই প্রাতে স্নান ও তিন বেলা স্নান করেন। ইহার কারণ অনুসন্ধানে বুঝা যায় যে, কারবারীরা সর্ব্বদাই মাল নাড়াচারা করে, ধূলা, কুটা, ময়লা গায় লাগে। যাঁহারা কারবার ঘরে গদীতে বসা থাকে, তাহাদের গায়েও জিনিস পত্র নাড়াচাড়ায় ধূলা, কুটা ময়লা বাতাসে উড়িয়া যায়। মালের সহিত নানা দেশের নানা রোগের নূতন নূতন বীজানু আসিবেই, স্নান দ্বারা তাহা দূর হয়। এ সমস্ত বিষয় এখানে বক্তব্যের বিষয় নহে। এরূপ প্রাতঃ স্নানের পর এক মুট সিদ্ধ চাউল এক গ্লাস জল পান করার ব্যবস্থা আছে, অবস্থা বিশেষ ভিজান সিদ্ধ চাউল ও কিঞ্চিৎ আখী গুড় এক গ্লাস বিশুদ্ধ জল ইহাই প্রশস্ত

ব্যবস্থা। আমাদের দেশের পুরাতন বড় কারবারীরা অর্থাৎ সাহা, কুণ্ড, পাল বাবু মহাশয়েরা আজ কাল ও এ ব্যবস্থা বা নিয়ম হইতে বিচলিত হন নাই। ইহাতে পিত্ত দমন থাকে।

একদিন ঐ পাল বাবু তাহার নিজের কোন মোকামে উপস্থিত হইলেন এবং প্রাতঃস্নান আহ্নিক করিয়া গদীতে আসিয়া চাকরকে চাউল জল দেওয়ার জন্য আহ্বান করিলেন। চাকরটী নূতন কর্ম্মচারী, মনে মনে ভাবিলেন আমার কর্ত্তার টাকা কত জনে কত ভাবে অপব্যয় করে আমি কর্ত্তাকে চাউল জল দিব কেন?—তাড়াতাড়ি মিঠাই দোকান হইতে ভাল চারিটী রসগোল্লা ও দুইটী ছানার সন্দেশ আনিয়া একটা পরিষ্কার কাস পাত্রে লইল এবং এক গ্লাস পরিষ্কার জল গ্লাসে লইয়া কর্ত্তা বাবুর সমীপে উপস্থিত করিলে কর্ত্তা বাবু এই ব্যাপার দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, কাস পাত্র হাতে নিয়া মিঠাই সহ এত জোড়ে দূরে নিক্ষেপ করিলেন যে, পাত্রটী ভাঙ্গিয়া চূরমার হইয়া গেল। পুরাতন সমস্ত কর্ম্মচারীরা ব্যাপার বুঝিলেন। তাহারা চাকর নূতন কর্ম্মচারী বলিয়া তাহার অপরাধ মার্জ্জনা করিতে অনুরোধ করিলেন।

কর্ত্তা তাহা শুনিলেননা নূতন কর্ম্মচারীটাকে কর্ম্ম হইতে অবসর করিলেন। কর্ত্তার একজন পুরাতন বন্ধু ঐ মোকামের ভিন্ন কারবারের কর্ত্তা ছিলেন। তিনি গোপনেবলিলেন আপনি আজ বিশেষ অন্যায় কাজ করিয়াছেন। কর্ত্তার এরূপ রাগের বশীভূত হওয়া উচিত নয়; যেহেতু কর্ম্মচারীরা কর্ত্তার চরিত্র অনুসরণ করে ইহাতে কারবারের বিশেষ ক্ষতি হয়। আপনি জ্ঞানী লোক হইয়া তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন নাই, এমন কি চাকরের ক্রটী দেখিতে যাইয়া নিজের কাস পাত্রটী পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি উত্তর দিলেন দেখ আমি সবই বুঝি নেহাত পাগলামি ও করি নাই-এই মিঠাই সাদরে গ্রহণ করিলে কর্ম্মচারীরা প্রতিদিন চাউল

জল ছাড়িয়া মিঠাইর বন্দোবস্ত করিত বিশ পঁচিশ জন কর্ম্মচারীর অন্ততঃ দৈনিক ৩৲ তিন টাকা বৎসরে হাজারটাকার উপর বাজে খরচ হইত। তদ্বারা কারবারের যে গুরুতর ক্ষতি হইত তাহার তুলনায় কাস পাত্রের মূল্য অতি তুচ্ছ। এ গল্পটী পাঠ করিয়া বুঝিয়া লও উপযুক্ত চলনসই খোরাক না দিলে কর্ম্মচারীরা গোপনে চুরি করিয়া বেশী টাকা খরচ করে। নিত্য নৈমিত্তিক খরচ না কমাইলে কারবারের উন্নতি হয় না। কর্ম্মচারিটাকে বরখাস্ত করা হইয়াছে সত্য কিন্তু তাহার বেতন হিসাব করিয়া দেওয়া হইয়াছিল না, কর্ত্তা জানিত যে তাহার বিশেষ কোন অপরাধ নাই। তবে অন্যান্য কর্ম্মচারী ইহা দেখিয়া খরচ সংক্ষেপ করিবে, ইহাই কর্ত্তার মহৎ উদ্দেশ্য ছিল। তোমরা কারবারে ঢুকিয়া নিত্য নৈমিত্তিক খরচ যাহাতে কম হয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে।

কারবারের শ্রেণী ও স্থান।

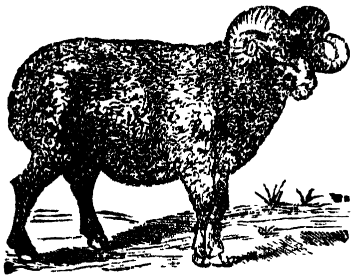
জলযান, নৌকা, বোট, কৃষি শিল্প জাত দ্রব্য, কৃষিজাত দ্রব্য, পশু পালন, পক্ষীপালন, টাকা লেনা দেনা, কণ্ট্রাক্টটারী, ধাতু দ্রব্য, থালা,ঘটি, বাটি, কড়া, বাসন, জিনারী, স্ক্রুপ, কম্বল, মাদুর, তৈল, আতর, এসেন্স, ষ্টেশনারী, দোয়াত, কলম, মেটে বাসন, বর্ত্তন, গ্লাস, টীপট, পিরিচ প্রভৃতি প্রস্তুত, দালালী, ফইরামী, মজুত মাল, আড়ত দারী, ইত্যাদি বহু শ্রেণীর কারবার কিরূপ স্থানে খোলা প্রয়োজন নিম্নে তাহার কিছু আভাস দেওয়া গেল।

রাজধানী, বড় টাউন, বড় গঞ্জ, বড় হাট, বাজার, খাল, নদী, রাস্তা ও রেলের কেন্দ্রস্থল উৎকৃষ্ট কারবারের স্থান। অন্য প্রকার বাধা ব

না থাকিলে ক্ষুদ্র কারবারীর ক্ষুদ্র তহবিল নিয়া বড় স্থানে কারবার খুলিতে ভয়ের কোন কারণ নাই—ছোট বড় সমস্ত কারবারীই স্থানের গুণে উৎকৃষ্ট ফল লাভে সমর্থ হইবে। সাধারণ কথায় লোকে বলে—পশ্চিমের ভিটি খায় ভাত, পূবের ভিটি ফালায় পাত। একথার তাৎপর্য্য এই যে পূবের ভিটিতে সূর্য্যোদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত রৌদ্র লাগে। পূবের ভিটির দরুণ পশ্চিমের ভিটিতে রৌদ্র কম লাগে। সূর্য্য পশ্চাতে যাইতে যাইতে সূর্য্যের তেজ কমিয়া যায়, ঘর ঠাণ্ডা থাকে। উত্তরের ভিটিতে দক্ষিণের বাতাসে ধূলা কুটা উড়াইয়া নেয়,মাল ভাল থাকে না,স্বাস্থ্য খারাপ করে। দক্ষিণের ভিটিতে শীতকালে উত্তরে বাতাসে বেশী রকম ঠাণ্ডা লাগে ও স্বাস্থ্য খারাপ করে। কাজেই দোকানের জন্য পশ্চিমের ভিটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট পূবের ভিটি মধ্যম, উত্তর ও দক্ষিণের ভিটি সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। দালান কৃষিজাত দ্রব্যের কারবারের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। ড্যাম্প লাগিয়া মাল নষ্ট হয়, রাখি মালের কাজ কিছুতেই দালানে দিবে না। নীচ ভিটি উচা ঘর কারবারের জন্য উত্তম স্থান। বিলাতী কাপড় গঞ্জী, ছাতা লেম্প, মোজা, সিমেণ্ট, সূতা, তামা, পিতল, লোহার জিনিসের, কারবার যেস্থানে বিলাতী ফরওয়ার্ডিং শেল ক্রেতা বা এজেণ্ট বা গবর্ণমেণ্ট জেঠী পোর্ট থাকে তথায় সুবিধা। নৌকা, বোট, জাহাজ, চূণা প্রভৃতি কাঠ, তুলা, গর্জ্জন তৈল, ছাতার বাট, মিনারেল ওয়াটার, বেত, হরিতকী আমলকী, বয়রা, ভূমিকুষ্মাণ্ড প্রভৃতির কাজ পাহাড় অঞ্চলে গবর্ণমেণ্ট ফরেষ্ট আফিসের যোগে সুবিধা। কৃষি কারবার, পশু পালন, পক্ষী পালন প্রভৃতি কাজ চর অঞ্চলে বিশেষ সুবিধা। ইট, টালী, চারা, প্রভৃতির কাজ মিউনিসিপলিটীর বাহিরে যে স্থানে আটাল মাটী বেশী পাওয়া যায় তথায় খোলা স্থানে সুবিধা। ধান, চাউল, পাট, খেসারী প্রভৃতি উৎপন্ন স্থানে সুবিধা।

পাঠা ও ভেড়ার কারবার।

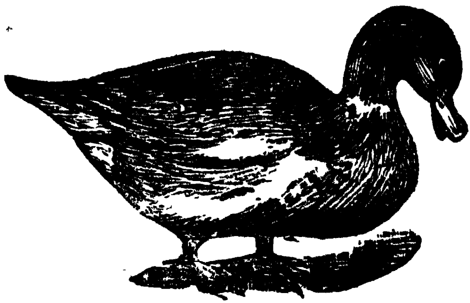
ভেড়ী ও পাঠী বৎসরে তিন বার প্রসব করে প্রতি বারে দুই তিন বা ততোধিক সন্তান প্রসব করে যদি কোন লোক প্রথম ৬০টা ভেড়ী বা পাঠী ও দশটা ভেড়া বা পাঠা মোট ৭০টা খরিদ করিয়া কারবার আরম্ভ



করে তবে বৎসরে ন্যূনপক্ষে ২৮০টায় পরিণত হইবে উহার মূল্য ৪৲ হিঃ ১১২০৲ টাকা। খাসমহালের চড় অঞ্চলে গোর কাঠী নামে একটা কর প্রচলিত আছে—একাজে ঐ কর বৎসরে ১০।১২৲ টাকার বেশী নয়। ৭০টা ভেড়ার মূল্য ৪৲ হিসাবে ২৮০৲ টাকা মোট ৫০০৲ মূল ধনে মাসিক ৪০৲ বেতনের চাকুরী হইতে অনেক ভাল। দুই তিন বৎসর পর এ কারবারে মাসিক ১৪০৲ ১৫০৲ আয় হইতে পারে। যুবকগণের এ কাজে উৎসাহের সহিত নামা উচিত। এ কাজে পুষ্টিকর খাদ্য মাংসের অভাব দূর হয়। ভেড়া ছাগলের লোমে ব্রাস, কম্বল আসন প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পারে ইহার প্রতি মণের মূল্য ২০।২৫৲। টাকা চড় অঞ্চল এ কাজের প্রশস্ত স্থান।

হাস মোরগের কারবার।

কোন লোক দেড় শত হংসী বা মুরগী আর ৫০টা হংস বা মোরগ লইয়া যদি চড় অঞ্চলে কোন খাল, বিল, নালার নিকট কারবার খুলে

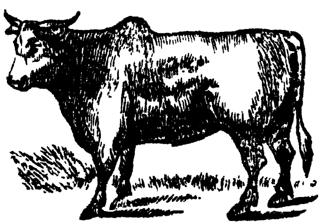


তাহাও প্রথম বৎসর ৪০।৫০৲ টাকা মাসিক উপায়ের একটা প্রশস্ত পথ এবং এ কারবারে ও ৩।৪ বৎসর পর মাসিক ১০০৲ ১৫০৲ টাকা উপায় হইতে পারে। বিশেষতঃ যত পুরাতন হইবে এ কাজে ততই লাভ দাড়াইবে। নূতন চড় অঞ্চলে পাতিশিয়াল বাগডাসা, লেজ্যা প্রভৃতি হাস মোরগের রিপু থাকে না বিশেষতঃ চড় অঞ্চলে খাল—নালার গুণে হউক বা খোলা আবহাওয়ার দরূণ হউক তথায় বার মাস সমানে ডিম দিবে ইহা ধ্রুব সত্য। দেশে ছয় মাসের বেশী হংসী ডিম পাড়ে না। চড় অঞ্চলে শস্যাদি অপচয় করার আশঙ্কা কম থাকে। দুই শত হাসের মূল্য গড়ে একশত টাকা কিন্তু যদি কোন লোক ডিম ফুটাইয়া এ কাজে প্রবৃত্ত হয় তাহা হইলে ২০।২৫৲ টাকার বেশী খরচ পড়ে না। ডিম ফুটাইতে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন যে হংসীর সহিত হাসা বাস করেনা সে হাসীর ডিমে বাঁচ্চা হয় না। হাসীর উমে

ডিম তা না দিয়া মুরগীর উমে ডিম তা দেওয়া ভাল, তাহাতে শীঘ্র বাচ্চা বাহির হয় ও বাচ্চা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে, সামান্য পুঁজিতে নিজ যত্ন, চেষ্টায় এমত লাভজনক সুন্দর কাজ অতি কম। আমেরিকায় বড় ধনী রথ চাইলড্ রাস্তায় রাস্তায় পত্রিকা ফেরি করিতেন। ব্রক ফেলার দপ্তরী দোকানের চাকর ছিলেন। এ কাজে অপমান কি? এ ত পরের চাকুরি নহে, স্বাধীন কাজ। জাপানের বড় বড় ধনীরা নৌকায়, মরা খাল, নদীর হ্রদের মধ্যে হাস মোরগের কারবার করে। নৌকায় এ কাজ আরও সুবিধা, খরচ পত্র ও কম। ছোট ছোট নৌকাদ্বারা একজন লোকে অনায়াসে এ কারবার করিতে পারে। আমাদের দেশে জাপান হইতে মরা নদী, খালের সংখ্যা বেশী এ কাজে বহু লোক নামা উচিত।

গো মহিষের কারবার।

গো মহিষ পালা একটা বড় রকমের লাভজনক কারবার। ইহা জন শূন্য বিস্তীর্ণ মাঠ বা চড় অঞ্চলে করা লাভজনক। ইহা দ্বারা দেশে গো



মহিষ বৃদ্ধি পায় ঘৃত, দুধ, দধি, মাখম, ক্ষির, ছানা প্রভৃতির অভাব দুর হয় অথচ প্রচুর লাভ হয়। একাজ অপমানজনক নহে, আমাদের পিতৃ পুরুষগণ

হল চাষ ও গোপালন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। আদর্শ নূতন সভ্য জগতের কোন লোক ইহাতে অপমান বোধকরেনা, দেখ স্বাধীন দেশের লোকেরা তোমাদের পাদুকা প্রস্তুত করিয়া দিতেছে। গো মহিষ পালার কাজে ক্ষতির আশঙ্কা কম। ইহা বড় দরের ভাল কাজ।

৫০৲ ৬০৲ টাকা পূজির কাজ।

নিজ যত্ন চেষ্টাও পরিশ্রমে পাহাড়ে ছাতির বাট, বেত, গর্জ্জন তৈল মুলীবাস ইহার যে কোন কারবার অতি সামান্য পুজিতে চলে ও মাসিক ২৫।৩০৲ আয়ের পথ হয়।

প্রদীপে জ্বালিবার তৈল ।

আমাদের দেশে রণা, পুন্যাল, কেঙ্গা, ধঙ্গা, ভেরেণ্ডা প্রভৃতি দ্বারা পূর্ব্বে তৈল প্রস্তুত হইত তাহা জ্বালান কাজে লাগিত। তখন কেরোসিনের জন্য লোকে এত পয়সা খরচ করিত না। কেরোসিন তৈলে চক্ষুর জ্যোতির হানি করে। পূর্ব্বে কেরোসিন শিখা হৃদপিণ্ডে উপস্থিত হইয়া লোকের এত কফ, কাসি, ক্ষয় রোগ জন্মাইত না এবং ঘর দরজা জিনিস পত্রে ময়লা পড়িত না। কেরোসিনের আগমনে দেশের ঐ সকল বীজ মাটীতে পড়িয়া মাটী হইতেছে। প্রতি গ্রামেই ঐ সকল বীজ কুড়াইয়া অনায়াসে এক একটা তৈল প্রস্তুতের কাজ চলিতে পারে, ইহাতে দেশের বহু অর্থ বাঁচিয়া যায় এবং অপরদিকে বাড়ী বসিয়া ২০।২৫৲ মাসিক উপায়ের পথ হয়।

শঠীর পালো।

আমাদের দেশে রাস্তায়, ঘাটে, ঝোপে, জঙ্গলে শঠী গাছের অভাব নাই। বরিশাল অঞ্চলে শঠীর পালো বিস্তর প্রস্তুত হয়। শঠী চূর্ণ করিয়া জলে ভিজাইলে নীচে যে সাদা অংশ পড়ে তাহার নাম পালো। আর উপরের অংশ রং মিশাইয়া আবির প্রস্তুত হয়। শঠীর পালো অনেক বিলাতি ফুড্ হইতে উৎকৃষ্ট ও বলকারী—মিষ্টান্ন, পিঠা, পায়াস মোহনভোগ রুটি, বরফি শঠীতে প্রস্তুত হয়। ইহা লঘু পথ্য বলিয়া এরারুট ও বার্লি প্রভৃতির ন্যায় রোগীর পথ্য। যাহারা পূজি শূন্য তাহারা ও যাহারা পাঠ্য অবস্থায় আছে তাহারা অল্পে অল্পে ইহা দ্বারা পুজি সংগ্রহ করিতে পারে, রীতিমত ২।১ ঘণ্টা খাটিলেও ॥০ আনা দৈনিক উপায়ের পথ হয়।

আড়তদার বা কুঠিয়াল।

কলিকাতা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই, রেঙ্গুণ, ঝালকাঠী নলচিঠী, ভৈরব, আকিয়াব প্রভৃতি বড় বড় সহর বা গঞ্জে বড় বড় ধনী ও কুঠিয়ালেরা আড়তদারী কাজ করে। আড়তদার নিজে কোন মাল খরিদ বিক্রী করে না। নানা দেশ বিদেশ, বাজার, হাট ও উৎপন্ন স্থান হইতে তথাকার কারবারীরা মাল কিনিয়া আড়তদারের ঘরে পাঠায়। কুঠিয়াল বা আড়তদার ঐ মাল তথাকার বাজার দরে বিক্রী করিয়া তাহার উপর একটা আড়তদারী পায়, কোন কোন আড়তদার ঢাল নাই, তরাল নাই, নিধিরাম সর্দার, তাহারা টাকা পয়সা ধূলধন কিছুই খাটায় না, ইহারা

লাভের মালীক, ক্ষতির জন্য দায়ী নহে। আমাদের দেশে কথায় বলে পরের চাউল, পরের কলা, বর্ত্ত করেন রাম কলা ইহাদের কারবারও তদ্রূপ ইহাদের সম্পত্তি ঘর, পালাও ডাণ্ডি ও কর্ম্মচারী। রাম কোন স্থান হইতে ১০০ মণ চাউল পাঠাইল, রহিম কোন স্থান হইতে ২০০ মণ খেসারী পাঠাইল, যদু কোন স্থান হইতে ৫০০ মণ লঙ্কা পাঠাইল তাহা বাজার দরে বেচিয়া আড়তদারী বাদ বক্রী টাকা প্রেরককে দিল। কিন্তু কুঠিয়াল আড়দার সেরূপ নহে ইহারা বহু টাকা খাটাইয়া কাজ করে ইহাদের কাজ ভিন্ন প্রকারের। মনে কর, কলিকাতা নন্দী বাড়ী হরি কুঠিয়াল, আড়ত দার তুমি ঢাকার কোন স্থান হইতে ৫০০ মণ সুপারী জাহাজে পাঠাইয়া বিলঅফ লেডিং কুঠিয়ালের নামে পাঠাইলে, কুঠিয়াল ঐ রসিদ পাওয়া মাত্র তোমার খরিদা ৫০০ মণ সুপারীর খরিদদাম পাঁচ হাজার টাকা হইলে কলিকাতায় বাজার দর দেখিয়া তোমার নিকট ঐ পাঁচ হাজার টাকাই পাঠাইয়া দিবে অবস্থা বিশেষ ৪৫০০ টাকা ও পাঠাইতে পারে। তুমি ক্রমশঃ ঐরূপ টাকা হাতে পাইয়া যত সুপারী পাইতেছ কিনিয়া চালান দিতেছ। কুঠিয়াল ও প্রতিবিল পাওয়া মাত্র ঐ ভাবে টাকা পাঠাইতেছে এমন কি কুঠিয়াল তোমাকে বিশ্বাসী কারবারী জানিলে, অগ্রিম ও ৫।৭ হাজার টাকা পাঠাইয়া দিয়া লিখিতে পারে যে, তুমি বাজার চারি আনা বৃদ্ধি করিয়া যত পার ঐ মাল পাঠাও, সময় বিশেষে টেলী দিয়া মাল কিনা বন্ধ করিতে লিখিবে। বাজার উঠতি পড়তি অনুসারে লাভের সময় তেজে খরিদ করিতে লিখিবে। ক্ষতি জনক দেখিলে টেলী দিয়া খরিদ বন্ধ করিবে।

তুমি ঐ ভাবে যত মালই কুঠিয়ালের নিকট পাঠাও না কেন তোমার ঐ সমস্ত মাল তোমার অনুমতি ব্যতীত বিক্রী দেওয়ার ক্ষমতা

তাহার নাই, কুঠিয়ালের টাকা বেশী দিন যাবত খাটিতেছে, সেজন্য সে শতকরা মাসিক ১৲ এক টাকা ব্যজ পাওয়ার মালীক। তোমার বিনানুমতিতে মাল বিক্রী দিতে পারিবে না। তোমার যদি এরূপ আদেশ থাকে যে, আপনি আমার মাল প্রতি মনে আট আনা মুনাফা পাইলে বিক্রী দিবেন তাহা হইলে ঐ মুনাফায় বিক্রী দিতে পারে। এরূপ কারবার না থাকিলে মফস্বলের ক্ষুদ্র কারবারী ক্ষুদ্র তহবিলে বহু টাকায় মাল লেনা দেনা করিতে পারিত না।

মফস্বল হইতে যাহারা ঐরূপ কাজ করে তাহাদের একজন লোক আড়তদার মোকামে রাখা উচিত। তাহা না হইলে প্রতারিত হওয়ার বিশেষ আশঙ্কা থাকে। কারণ তুমি ৬৲ মণ দরে যে মাল চালান দিয়াছ তাহা কলিকাতায় পহুছিবার দিন দর ছিল ৭৲ তৎপর দিন ৭॥০, তৎপর দিন ৮৲ কুঠিয়াল ৮৲ আট টাকা দরে বিক্রী দিয়া তোমার নিকট ৭॥০ টাকা লিখিল তুমি বহু টাকা ঠকিয়া গেলে।

রাম রহিম দুইজনে প্রত্যেকে হাজার মণ করিয়া তিসি চালান দিয়াছে রামের মোকামী আছে রহিমের মোকামী নাই। আড়তদার চিঠী দিল তিসির বর্ত্তমান দর ৭৲ আপনাদের খরিদ ৬৷৵০ টাকা এখন শীঘ্রই তিসির বাজার আরও নামিয়া যাইবে। রাম রহিম দুইজনের তিসি বিক্রীর জন্য চিঠী দিল।

রামের মোকামী তিসিক্রেতা সাহেবদের নিকট যাইয়া জানিল এখুন তাহাদের হাতে খরিদ নাই ৫।৬ দিন পর খরিদ বসিবে। রামের মোকামী রামের তিসি বিক্রী করিতে দিল না ৫।৬ দিন পর তিসির মণ ১২৲ হইল তখন বিক্রী দিল, রহিমের মোকামী থাকিলে রহিম ঠকিত না।

রাম রহিম যদু মধু চৌমুহুণী মোকামে কাপড়ের কাজ করে মধুর

মোকামী আছে অপর তিনজনের মোকামী নাই। মধুর মোকামী জানিল যে, আগামী কল্য বিলাত হইতে যে লার্ড্ মার্কা ধুতি আসিয়াছে তাহার দর ৩৲ স্থলে ৬৲ টাকা হইবে। সে তৎক্ষণাৎ মধুর নিকট টেলী দিল মধু টেলী পাইয়া রাম, রহিম যদুর ঘরে যত লাড্ড্ মার্কা ধুতি ছিল বাজার দরে কিনিয়া আনিল। তাহাদের মোকামী থাকিলে এরূপ ঠকিত না ইত্যাদি।

কারবারে দেশের পশু, পক্ষী মানুষ গাছলতা মাটী, খাল কে সমভাবে উন্নত করিয়া শক্তিশালী করে।

খেলনা, রুল, হেণ্ডেল, কলম দান, আলমারী, সিন্দুক, বাকস, ক্যাশ বাক্স, চোকাঠ, বিম, বরগা, কবাট, রেকাবী, থালা, ঘট, বাটী নৌকা, বোট, দ্বার, বৈঠা, গোগাড়ী, জলই, শিকল, দাও, কুঠার, খন্তা হাড়ী, পাতিল বহু নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিসের ভার আমরা জাতি বিশেষের উপর ন্যস্ত করিয়া আরাম কাদিরায় বিশ্রাম করিতেছি। ইহা তাহাদিগের জাতি গত বিদ্যা, আমরা সে বিদ্যায় তাহাদের নিকট অ শিক্ষিত। তবে একথা স্পষ্টাক্ষরে বলিতে পারি যে, কর্ম্মঠ জাতিকে সেই উন্নত বা মার্জ্জিত করিতে বা নিজে সে কার্য্য দ্বারা উন্নত হইতে চেষ্টা করি নাই। ভারতের কোন বিশিষ্ট লোক কি ইহা অস্বীকার করিতে সক্ষম? জগতের প্রত্যেক জীব জন্তু, বৃক্ষ, লতা, গ্রহ, নক্ষত্রাদির নিকট সম্বন্ধ বিজ্ঞানাচার্য্য সার জগদীশ চন্দ্রবসু মহোদয়ের অনুগ্রহে জগতের লোকে উপলব্ধি করিতে সক্ষম

হইয়াছে। কিন্তু সূত্রধর, কামার, কুমার প্রভৃতি ভ্রাতাদের সহিত আমাদের উন্নতির নৈকট্যের জলন্ত দৃষ্টান্ত আমরা চাক্ষুস দেখিয়াও অন্ধ যদি ভিন্ন দেশের খৈলনা হেণ্ডেল প্রভৃতি যে কোন শিল্প জিনিস আমরা ঘরে স্থান না দিতাম বা খরিদ করিয়া আমাদের ভ্রাতার জিনিসে অবজ্ঞা না করিতাম, তাহা হইলে আমাদের অর্জ্জিত টাকা সাত সমুদ্র তের নদীর পাড় স্থান পাইত না। হইতে পারে তোমার ভ্রাতার জিনিস মজবুত কম চাক চিক্য নাই দর বেশী ইত্যাদি। তুমি সে জিনিস সস্তা ও সুন্দর চাকচিক্য মজবুত করিতে তাহাকে সাহায্য করিয়াছ কোথায়? তোমার কৃত কার্য্যে এ যাবত তাহারা যে প্রাণে বাঁচিয়াছে, ইহাই তোমার যথেষ্ট মনে করিতে হইবে। একবার ভাবিয়া দেখ তাহাদিগকে উন্নত করিতে পারিলে পক্ষান্তরে উহা দুলভ হইতে মহা সুলভে পরিণত হইত। যে জিনিস যেখানে যত বেশী প্রস্তুত হয় সে জিনিস সেখানে তত সুলভ ও মজবুত। প্রথম প্রথম জাপান হইতে যে সকল জিনিস বাহির হইয়াছিল তাহা অতি অকর্ম্মণ্য হালকা জিনিস ছিল তাহাও সস্তা দর বলিয়া সকলে আদরে খরিদ করিয়াছে। এখন তাহারা ইউরোপীয় সভ্য জগতের সম কক্ষ মেচ, গঞ্জি, সিমেণ্ট কাঠ পেন, হোলডার প্রভৃতি নানাবিধ জিনিস ইউরোপ খণ্ড হইতে সুলভে দিতেছে কাটতি না হইলে প্রথম সময়েই লয় পাইত। তোমার ভ্রাতার অর্থ হইলে তদ্বারা নৌকা, বোট প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া বাণিজ্যের উন্নতি করিত, কত পরের টাকা ঘরে আসিত। আবার পরোক্ষে দৃষ্টিপাত কর তোমার কৃতকার্য্যে তুমি ভিন্ন দেশের খেলনা, রেকাবি প্রভৃতি কিনিয়া কত ঘরের টাকা পরকে দিতেছ। বলত তোমা হইতে শিক্ষিত ভদ্রলোক কে?

দুর্ভিক্ষে জননী অনশনে মৃতা, তাঁহার দুগ্ধ পোষ্য শিশু মৃত মাতার স্তন টানিয়া ভারতে পৈচাশিক নৃত্য দেখাইতেছে কেন? তোমার মাতা, ভগ্নী, শাশুরী, পুত্র বধূ সহস্রছেড়া পুরাতন বস্ত্র পরিধানে ভাঙ্গা ঘরের

আড়ালে লুক্কায়িত কেন? অসহ্য অনশনযন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া গৃহ লক্ষ্মী কলাবতী ললনাগণ মুষ্টি ভিক্ষা তরে দ্বারে দ্বারে কেন? কৈ তাহাতে ও ত জঠরানল নিভিতেছে না। তোমার কৃতকার্য্যে তোমার ভ্রাতা ভগ্নী ভাত পায় না, রোগে ঔষধ পায় না, শীতে বস্ত্র পায় না তোমার দেশ ত মরু ভূমি নহে, তোমার দেশের নদী ত বরফ হয় নাই।

ঐ দেখ তুমি ভিন্ন দেশের ছুরি, কাচি, ক্ষুর, লোহা লক্কর কত কি বিদেশের ছাই ভস্ম প্রভৃতি কিনিয়া কর্ম্মকার ভায়াদের জীবিকার পয়সা পৃথিবীর কত অপরিচিত স্থানে, ভিন্ন রাজার দেশে, ঝোপে জঙ্গলে, মহাসমুদ্রে ফেলিয়া দিতেছ। যদি তোমাব কর্ম্মকার ভায়াকে অর্থশালী করিতে তবে গাড়ীর, হালের, ঘরের নিত্য ব্যবহার্য্য লোহালক্কর কাটতি বেশী হইয়া কত সস্তা হইত। যত অধিক টাকার জিনিস প্রস্তুত ও বিক্রী হইত পড়তা তত কম পড়িত। কর্ম্মকার যদি লাঙ্গল, খন্তা, দাও, কুঠার, নিরাণী প্রভৃতি কৃষি কাজের জিনিস সুলভে বিক্রী করিতে পারিত, তদ্দারা কৃষকের ধান, চাউল, তরি, তরকারী ডাইল শস্যের পড়তা কম পড়িত। গোগাড়ী কম খরচে প্রস্তুত হইলে শস্যের ভাড়া ঐ হারে কম লাগিত ঐ কমের অংশ তুমি পাইতে, এখন দেখা যায় তুমি ভিন্ন ভিন্ন রাজার দেশের ছুরি, কাচি ক্ষুর প্রভৃতি খরিদ করিয়া তোমার ভ্রাতা ভগ্নীর খাদ্য চাউল, ডাইল, তরকারীর মূল্য তুমিই বাড়াইয়া দেশে দুর্ভিক্ষ আনিয়াছ। এখন দেখ দেখি তোমার অর্জ্জিত টাকা দিয়া সূত্রধর ও কর্ম্মকার ভায়াদের যে জিনিস খরিদ করিতে তাহার ফল ভোগী তুমি বা তোমরা কিনা?

তোমার দেশে বনে উপবনে রাস্তার এ পাশে ও পাশে পাহাড়ে পর্ব্বতে ঔষধের গাছ গাছরা পরিপূর্ণ। তোমার দেশের চিকিৎসক ত সব ঔষধ ই চিনিত। তোমার চিকিৎসককে উন্নত করিতে তুমিযত্ন

কর নাই বরং অবহেলা ভাব প্রদর্শন করিয়াছ। যদি বল চিকিৎসায় ফল পাই নাই, তাহা হইলে আমি বলিব তুমি তাহাকে মুক্তা দেও নাই, সে তোমাকে মুক্তা ভস্ম কোথা হইতে দিবে, ঝিনুক ভস্ম দিয়াছে। সোনার মূল্য না দিয়া স্বর্ণ পটপটী খাইয়াছ কাজেই কাঁচা হরিদ্রার প্রস্তুত স্বর্ণ পটপটী পাইয়াছ। তোমার দেশের গাছগাছরাকে তুমি অবজ্ঞা করিয়াছ, তাহা না হইলে যজ্ঞ ডুমুর সিরাপ অফ ফিগস্ উপাধি নিয়া তোমার দ্বারে কেন? মৃগনাভী মস্ক উপাধি পাইল কেন? তোমার দেশের লতাপাতা জামেকা প্যারিলারূপে তোমার দ্বারে কেন? তুমি ত এত তুচ্ছ তাচ্ছীল্য করিয়াও তোমার ভ্রাতা চিকিৎসকের অস্তিত্ব লোপ করিতে সক্ষম হও নাই, তুমিত তোমার চিকিৎসক ভ্রাতার প্রতি যত্ন নিলে সে মৃত সঞ্জীবনী ঔষধ প্রস্তুতে সক্ষম হইতে? এখন দেখ দেখি প্রত্যেক পরিবার ভিন্ন দেশের ভিন্ন রাজার ঔষধ কিনিয়া কত টাকা দিতেছে ও দিতেছ? দেশে সমস্ত ঔষধ প্রস্তুত হইলে কত লোকের চাকুরি জুঠিত দেশের বন উপবন স্বার্থকে লাগিত? বিশিষ্ট গাছ, লতা, পাতা আর এত অযত্নে মাটী হইত না ঐ সমস্ত ঔষধ বিক্রয়ে যে টাকা হইত তাহাতে পরোক্ষে তোমার আমার অংশ থাকিত। ভিন্ন রাজার, ভিন্ন দেশের ঔষধ কিনিয়া প্রত্যেক পরিবার প্রতিদিন যত টাকা দিতেছে, এত টাকা দেশে থাকিলে অর্থাভাব কমিত, অর্থাভাব কমিলে এত খাদ্যাভাব ঘটিত না, খাদ্যাভাব না হইলে যক্ষা, সন্যাস, বহুমূত্রে এত ভ্রাতা ভগ্নীর অকাল মৃত্যু হইত না।

এবার এদিকে দৃষ্টিপাত কর। দেশের ষাড় বলিষ্ঠ হইলে গাড়ীতে শস্য বেশী টানিত। বলিষ্ঠ ষাড় হাল জোড়ে টানিত চাষ বেশী ও ভাল হইত, চাষ বেশী ও ভাল হইলে ধান, চাউল, তরকারী বেশী হইত, বলিষ্ঠ ষাড়ের দ্বারা বলিষ্ঠ গাভী জন্মিত; গাভী বলিষ্ঠ হইলে ঘৃত, দুধ, দধি, মাখন, ছানা ক্ষির প্রভৃতি বলকারী খাদ্য বেশী জন্মাইত, যে জিনিস যত বেশী জন্মে

তাহার দর তত সুলভ হয়। তোমরা ঐ সকল জিনিস সুলভে পাইলে তাহা আহারে বলশালী হইতে,বলশালী হইলে ব্যারাম কম হইত, কার্য্যক্ষম হইলে কত বেণী কাজ করিতে সক্ষম হইতে তোমার দাত খোচানী দণ্ড কাষ্ঠ ভিন্ন দেশ হইতে আসিত না ইত্যাদি। আবার দেখ হাস বলিষ্ঠ হইলে ডিম বলিষ্ঠ হইত,বলিষ্ঠ ডিমে পুষ্টিকর ভাগ বেণী থাকিত তাহা খাইয়া তুমি ও শক্তিশালী হইতে,হাস বেণী জন্মিলে পাখা বেণী জন্মিত.পাখা বেণী জন্মিলে হাসের পাখের কলম বেণী হইত তাহা হইলে তুমি ভিন্ন রাজার দেশের এত নিভ্ হেণ্ডেল খরিদ করিয়া এত পয়সা দিতে না। এমন কি দেশের বিড়াল টাকে শক্তিশালী করিলে ইন্দুর বেণী মারিত তোমাদের ধান, চাউল গৃহের জিনিসাদি কম অপব্যয় হইত। আগাছা ফেলিয়া মাটিতে সার দিলে ভূমি উর্ব্বরা হইত খাল নালা পরিষ্কার থাকিলে বানিজ্য দ্রব্য ও তোমাদের চলা ফেরা সুলভে হইত ইত্যাদি। দেশের তৃণ পর্য্যন্ত শক্তিশালী হইলে পরোক্ষে তোমার শক্তি বৃদ্ধি পায়। এখন বুঝিয়া লও দেশের মানুষ. পশু, পক্ষী, গাছ, লতা, পাতা, মাটী. খাল, নালা প্রভৃতির উন্নতি হইলে সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের উন্নতি। ঐ উন্নতির মূলে অর্থ, অর্থের মূলে কারবার। কারবারের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের ও দশের উন্নতি আপনা হইতে হইবে।

কৃষক, কামার, কুমার, ঝালো, নাপিত, সূত্রধর প্রভৃতি জাতি নিজ নিজ কাজে যাহাতে বেণীরূপ পারদর্শী হয় তজ্জন্য তাহাদের সাহায্য করা প্রয়োজন। আর মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত, তালুকদার, জমিদার ইহারা দেশের কাজে সম্পূর্ণ অমনোযোগী ; রাজা চরিত্রহীন, অত্যাচারী, অর্থশোষক, অমিতব্যয়ী হইলে প্রজাগণ তাহাকে বিনীতভাবে উপদেশ দিবেন। ন্যায়সঙ্গত উপদেশ রাজা মানিতে বাধ্য। প্রথম স্বদেশের জিনিস ব্যবহার ; পরে নিজ রাজার দেশের জিনিস ব্যবহার করা সঙ্গত। ভিন্ন রাজার দেশের জিনিস ব্যবহার পাপ মনে করিবে। দেশের উল্লিখিত মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত শ্রেণীর

লোক, দেশীয় শিল্প, কৃষি, বানিজ্যে মনোযোগ নেন না। উক্ত শ্রেণীর মধ্যে তুমি আমি বাদ নই, এই তুমি আমিই দেশের শত্রু! আগে ঘরের শত্রুকে মিত্র কর।

অসংখ্য পথে অসংখ্য উপায়ে শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি কারবারে নামিয়া পড় শারীরিক মানসিক শ্রম দ্বারা দিন দিন উন্নত হও। মান অপমান ভুলিয়া যাও, কারবারে দৃঢ় শক্তি জাগরূক কর?—জর্ম্মাণ দেশের সম্ভ্রান্ত পরিবারের কোন ভদ্রলোক নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া ইংলণ্ডে উপনীত হন। তথায় তাহার জুতা ও কাপড়ে রং দেওয়ার জন্য নীলের প্রয়োজন হয়। তিনি প্রথমে জুতার দোকানে প্রবেশ করিলেন। জুতার দোকানদার সমভ্রান্ত লোক দেখিয়া বহু মূল্যের ভাল ভাল জুতা দেখাইতে লাগিলেন। দোকানদার যত ভাল জুতা দেখাইলেন, তাহার কোন জুতাই ভদ্রলোক-টীর পছন্দ হইল না এরূপে দুই তিন দোকান ঘুরিয়া চতুর্থ দোকানে উপস্থিত হইলেন, তথায়ও নানারূপ ভাল ভাল জুতা দেখাইলে ভদ্রলোক কোন জুতাই পছন্দ সই বলিলেন না, এবার দোকানদার রাগ করিয়া বহু দিনের পুরাতন ড্যামিজ এক জোড়া জুতা দেখাইয়া বলিলেন, ইহা হইতে ভাল জুতা বিলাতে নাই। ভদ্রলোকটী জুতা দেখা মাত্র বলিলেন ইহাই আমার পছন্দসই জুতা, এ জুতার দাম কত বলুন? দোকানদার মনে মনে ভাবিলেন, ভদ্রলোকটীর বোধ হয় মাথায় দোষ আছে। তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন এ জুতার দাম ২০ কুড়ি টাকা, ভদ্রলোকটী নগদ টাকা ফেলিয়া জুতা নিয়া প্রস্থান করিলেন। পরে নীলের জন্যও ঐরূপ ২।৩টা দোকান খুজিয়া নীল পছন্দসই না পাওয়ায়, চতুর্থ দোকানে নীল খুজিলেন, দোকান দার বহু নীল দেখাইতে দেখাইতে বিরক্ত হইয়া পরে একটা খারাপ নীল দেখান মাত্রই ভদ্রলোকটী বলিয়া উঠিলেন ইহাই আমার পছন্দসই নীল ইহার দাম বলুন? দোকানদার বুঝিলেন ভদ্রলোকটীর মাথায় নিশ্চয়ই

দোয় আছে, প্রকাশ্যে প্রায় তিন গুণ বেশী দাম চাহিলেন। ভদ্রলোক নগদ টাকা ফেলিয়া নীল লইয়া প্রস্থান উদ্যত হইলে, দোকানদার বলিলেন মহাশয় আপনাকে ভারতবর্ষ জাত অকৃত্রিম ১নং নীল পর্য্যন্ত দেখাইলাম, তাহা পছন্দ না বলিয়া, জর্ম্মাণ দেশের কৃত্রিম নীল পছন্দসই বলার উদ্দেশ্য বুঝিলাম না। জর্ম্মাণ ভদ্রলোক বলিলেন,আমার হাতে যে জুতা দেখিতেছেন তাহাও দুই তিন দোকান তালাসে ঘটে নাই, এই জুতা আমার দেশের প্রস্তুত। আপনার ভারতবর্ষ জাত নীল খরিদ করিলে আমার দেশের কি লাভ? এই জুতা ও নীলের খরিদা মূল্যের কিছু অংশ আমি পাইব। এই-জুতা আমাদের দেশে ৭৷৮ টাকার বেশী নয়,আপনার দেওয়া নীলের দামও আপনার খরিদ তুলনায় অনেক বেশী। আপনারা অতিরিক্ত লাভ পাইয়া ঐরূপ জুতা ও নীলের জন্য আমাদের দেশে অর্ডার দিবেন। আমার দেশে আপনাদের আর্জ্জিত টাকা পাওয়ার মহা সুযোগ আর কি হইতে পারে দেশের ভ্রাতা ভগ্নী ছালী দিলেও সোনা জ্ঞান করি, আমাদের দেশের সকলেরই এরূপ মাথায় দোষ আছে।

পাটের কারবার।

ইউরোপ খণ্ডে পাট অতি কম জন্মে। ভারতের পাটে সমস্ত জগতের অভাব ঘুচে। পাট দ্বারা জিনিস প্রস্তুত করিয়া বিক্রী দেওয়া সহজ।

বর্ত্তমানে যে দরে পাট বিক্রী হয়, তাহাতে জমিতে পাট দেওয়া কিছুতেই সঙ্গত নহে। পাটের জমি চাষ বেশী দরকার, ফাঁস বেশী দরকার, পাট গাছ জন্মের তারিখ হইতে, পাট কাটা পর্য্যন্ত সমস্ত সময়ই কৃষকের খাটুনী অত্যন্ত বেশী। জমি প্রস্তুত, পাটের বীজ বপন

হইতে পাট প্রস্তুত পর্য্যন্ত যে খাটুনী, তাহার হিসাব করিলে, আজ কাল ক্ষতির ভাগ অত্যন্ত বেশী। এ খাটুনী ধান, আলু, ডাইল প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্যের জন্য খাটিলে শ্রম সার্থক হয়। কৃষকের উপার্জ্জন বাড়ে। পাটের কাজ একটা জঘন্য কাজ। পাটের কারবারে যেরূপ অসততা এরূপ অসততা জনক কাজ জগতে দ্বিতীয় সৃজন হইয়াছে কিনা জানিনা। এ কারবারের পাচক ভারত সন্তান, ভোক্তা শ্বেতদ্বীপ বাসী ভিন্ন ভিন্ন দেশের অধিবাসী। তুমি বা তোমরা নিজ খরচ দিয়া, হাড় ভাঙ্গা খাটুনী খাটিয়া, ভাল ভাল মোসল্যা দিয়া ভাল ভাল খাদ্য প্রস্তুত কর। আমরা পরিপাটী মত যোল কলার উদর পূর্ণ করিব। ভোক্তা-বশিষ্ট কাটা, হাড় তুমি চিবাও।

"নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত হাতিয়া দ্বীপে রহিমদ্দি নামক এক পাগলের বাস ছিল,পাগলটা লোকে ইক্ষু চিবাইয়া, যে ছাবা ফেলাইত তাহা রাস্তা ঘাট হইতে উঠাইয়া পুনঃ চিবাইত। যে ছাবায় কিছু রস পাইত তাহা চিবাইয়া বলিত, এ লোকটা বড় দয়াল, আর যে ছাবায় রস পাইত না বলিত লোকটা ভারী কৃপণ। এ বেটা যেন জন্ম বয়সে ইক্ষু খায় নাই, ইক্ষু এমন চিবাইয়া খাইয়াছে, বাবু আমার জন্য একটু রস ও ফেলিয়া যায় নাই।" প্রকৃত পক্ষে পাটের ক্রেতা সাহেবেরা, আমাদের কৃষক ভায়াদের জন্য তদ্রূপ ব্যবস্থাই বেশী কয়েন। বেশীর ভাগ পাটের লাভ পাট সলমী।

ইহার ইংরেজী নাম জুট বাঙ্গালা ঝুট শব্দ হইতে জুট শব্দের উৎপত্তি কিনা জানিনা। পাটের ওজন সম্বন্ধে নির্দ্ধারিত কোন নিয়ম নাই ৮০।৮২।৮৪।৯০ যখন যাহা খুসী তাত মাপিবেই। ইহার খরিদ বিক্রী দুইই সমান। তাহার উপর ডাণ্ডি পালার ঝোক ঝাক আছেই। তারপর যাচাই ১।২।৩।৪ নং তৎপর রিজেক্ট তাহাও মফস্বলে খাম খেয়ালির মত ১নং ৩ নম্বরে, ৩নং রিজেকেট যাওয়া অসম্ভব নয়, তারপর অনেক সময়

হেড্ আফিস হইতে দর আসিলে পাট খরিদ হয়। সে দরে ফকির ও হইতে পাড়, অদৃষ্টে থাকিলে দু পয়সা পাইতেও পাড়। আর এক প্রকার পাটের কারবার আমাদের দেশে প্রচলিত জর্ম্মান, ইতালী, গ্রীস ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে যেখানে যাহার যত মণ পাটের প্রয়োজন হয়, ছয় মাস এক বৎসর পূর্ব্বে ভারতের মহাজন বর্গের সহিত খরিদ বিক্রী পাকা হয়। বলিতে কি ভারতে মহাজন বলিতে ভারতবাসী মহাজন নাই বলিলেই চলে। এই খরিদ বিক্রী পাকা হওয়ার পর দেশীয় দালাল যোগে মফস্বলের আমাদের সহিত পাটের কারবারীর খরিদ বিক্রী পাকা হয়। মনে কর তুমি সাহেব বিলাতের দশ লক্ষ মণ পাট ২৫৲ মণ দরে আশ্বিন মাসে দেওয়ার অঙ্গীকারে খরিদ বিক্রী পাকা করিলে, আমি মফস্বলের বাঙ্গালী বা সাহেব তোমাকে ৫৲ দরে দশ হাজার মণ পাট দেওয়ার খরিদ বিক্রী পাকা করিলাম। আমার মত মফঃস্বলের বহু লোক আমার দরে বা বেশী কি কম দরে ঐ দশলক্ষ মণের খরিদ বিক্রী পাকা করিয়াছে। তাহা আষাঢ় মাসে কলিকাতা সাহেবের আফিসে বুঝ দেওয়ার চুক্তি। যদি আষাঢ় মাসে ৪৲ মণ দর উঠে তবে আমি মণে ১৲ লাভ পাইব। আর যদি ঐ আষাঢ় মাসে ১০৲ দর হয় প্রতি মণে ৫৲ টাকা হিসাবে দশ হাজার মণে ৫০,০০০৲ টাকা নিজ হইতে দিয়া সাহেবের পাট খরিদ করিয়া দিতে হইবে। না হইলে সাহেবের খরিদ ২৫৲ মণ হওয়ায় ঐ দরে দশ হাজার মণ পাটের দাম ও তাহার ক্ষতি পূরণ আমার অবশ্যই দিতে হইবে। তবু ও পাকা কারবারী কিছু লাভ পাইতে পারে কিন্তু খুচরা মফস্বলের কারবারী অসততা ব্যতীত পাটের কাজ করিতে পারে না। এ কাজে শিক্ষিত সৎলোক কারবারী হইলে অসততা কমিয়া যায়।

সুগন্ধি জিনিষের কথা।

আমাদের দেশের আতর, ফুল তৈল প্রভৃতি সুগন্ধি জিনিসের মত জিনিস পৃথিবীর অন্য কোন দেশে জন্মায় না। বিদেশ হইতে এল কোহল ঘটিত নানারূপ সুগন্ধি জিনিস আসিয়া বাজার পূর্ণ করিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে ভারতজাত সুগন্ধি জিনিষের তুলনায় ইহাদের আসন বহু নীম্নে অবস্থিত। অপরিচিত ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় জিনিসের উপর আমাদের যে ঝোক পড়িয়াছে, তাহাতে বিদেশী পচা ঘ্রাণ ও যেন মহাসুগন্ধি বলিয়া অনুভব হয়। আমাদের দেশে গোলাপ জুই, বেলী, চম্পক জাফ্রাণ, আম্র, মতিয়া কেওরা, খসখস, চন্দন, অমবর, খসখস অমবর, লেবু, কাগজি, ওল দাউলি, আগড়, পলাদি, হেনা, চামেলী, মবসালী, মেহেদি, বকুল সেফালিকা প্রভৃতি ফুল হইতে আতর ও সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত হয় এই সকল তৈল ও আতর প্রস্তুতের উৎকৃষ্ট শিক্ষার স্থান আমাদের গাজিপুর, জৈনপুর, কনৌজ। গাজিপুরে এখন আর পূর্ব্বের মত ভাল জিনিস প্রস্তুত করেনা। কনৌজের জিনিস এখন সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। খাস কনৌজে এখন আর পূর্ব্বের মতন ফুলের চাষ ও প্রস্তুত কারখানা নাই। যাহারা শিক্ষার্থী তাহারা জলেশ্বর রোড্ রেল ষ্টেসন হইতে ৮ মাইল দূরে বারমণি নামক গ্রামে যাইবেন। তথায় অপর্য্যাপ্ত রূপে ফুলের চাষ হয় এবং মাঘ মাসে সরস্বতী পূজার দিন হইতে আতর ও সুগন্ধি তেল প্রস্তুতের কারখানা বসে ৩০শে চৈত্র পর্য্যন্ত তথায় কারখানা থাকে। ১লা বৈশাখ হইতে কারখানা বন্ধ হয় ঐ সমস্ত প্রস্তুতি মাল তখন খাস কনৌজে যায়। এখন তৈল ও আতর প্রস্তুত সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার জন্য কিছু আভাস দিতেছি। আতর তিন প্রকার প্রথম, রু আতর, দ্বিতীয় চন্দন তেলের আতর, তৃতীয় বেলু জমিনের আতর,

আসল খাটী জিনিস রু আতর ইহার তোলা ৬৲ হইতে ৮০৲ টাকা পর্য্যন্ত। আদত চন্দন তেলের মণ ২২৲ টাকা। তোমরা এ মূল্যবান কথাটী স্মরণ রাখিও চন্দন তেলে যখন যে ফুল চুয়াণ হয় তাহাই সেই ফুলের আতর প্রস্তুত হয়। এবং সেই সেই জিনিসই সেই সেই ফুলের আতর বলিয়া বাজারে প্রসিদ্ধ। ইহার তোলা ।০-।৵০-৷৷০ কনৌজে বিক্রয় হয়।

বেলুজমিনের আতর কেরোসিন তৈল সংযোগে প্রস্তুত হয়। ইহার মণ ৭৲৮৲ টাকা এই বেলুজমিনের দ্বারা আবার যে যে ফুল চুয়ান হয় তাহাতে সেই সেই ফুলের আতর প্রস্তুত হয়। এই বেলুজমিনের আতরের প্রতি সের ১০৲ ১২৲ টাকা মাত্র। তৃতীয় রু আতর কম প্রস্তুত হয়। ইহা সকল দোকানে রাখে না। বেলুজমিনের আতর হাতে মাখিয়া মুছিয়া ফেল গন্ধ থাকে না। চন্দন আতরের গন্ধ ২।৩ দিন থাকে। রু আতরের গন্ধ ৬।৭ দিনে যায় না। রু আতর হাতে প্রথম দিয়া আর যত আতর দিবে সকলই তোমার নিকট ভাল লাগিবে। আতর ব্যবসায়ীরা লোক ঠকাইবার জন্য ইহা হাতে মাখায়। ব্যবসার জন্য কনোজের বড় বড় মহাজন হইতে মাল আনা ভাল তাহারা লোক ঠকায় না।

কম্বল।

ভাগলপুর, আরঙ্গাবাদ, মুঙ্গের, পাটনা, বেনারস, গয়া, আগরা, দিল্লি, পাঞ্জাব, দারভাঙ্গা, সমস্তিপুর, এলাহাবাদ, নেপাল ধারোয়াল, কাণপুর প্রভৃতি স্থানে কম্বল প্রস্তুত হয়। আমাদের দেশের ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি পশুর লোম কোন কাজে লাগিতেছেনা। ছেলেরা উপর লিখিত স্থানে কম্বল প্রস্তুত কার্য্য শিক্ষা করিয়া আসন, টুথব্রাস, বোতল ধোওয়া ব্রাস, কম্বল প্রস্তুত করিতে পারে। একাজে বেশী মূলধনের দরকার করেনা।

সতরঞ্জ।

বাকীপুর, বকসার, বেনারস, কাণপুর, আগরা, আলীগড়, ঝান্সি, মিরাট, নাগপুর, কটক, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে যাইয়া সতরঞ্চি, গালিচা, আসন প্রস্তুত শিক্ষা করা যাইতে পারে। যদিও বিদেশ হইতে বহু গালিচা সতরঞ্চি আমদানী হউক তাহা আমাদের দেশীয় জিনিসের তুলনায় অতি তুচ্ছ। পশ্চিম বঙ্গ হইতে শিক্ষা করিয়া একাজে নামা উচিত।

পিতল কাঁসের বাসন।

বাকুড়া, বিষ্ণুপুর, রাণীগঞ্জ, মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত খাগড়া, রাম জীবনপুর, মিরজাপুর, বেনারস, কটক, গয়া, দিল্লি মুরশী দাবাদের অন্তর্গত খাগড়া, পাটনা প্রভৃতি স্থানে এ কারবার আছে, ঐ সকল স্থান হইতে কাজ শিক্ষা করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে বহু কারবার খোলা যাইতে পারে। তিন ভাগ তামা একভাগ পিতল মিশ্রিত করিলে উত্তম কাসা প্রস্তুত হয়।

কলার বাগান।

কলাগাছের বাকল জলে ভিজাইয়া কিছুদিন পর ধোত করিলে উপরের আবর্জ্জনা যাইয়া এক প্রকার সূতা বাহির হয়। কলাগাছের খোল বাকলাদি পুড়িয়া ক্ষার প্রস্তুত হয়,উহা কাপড় ধৌত কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। পাকা কলার মধু ও এসেন্স প্রস্তুত হয়। কলার এসেন্সে লিমুনেড প্রস্তুত হয়। বিষ্ণুপুরি তামাকে কলার এসেন্স লাগে। কাঁচাকলার মধ্যের অংশ শুকাইয়া গুরি করিলে রুগীর পথ্য প্রস্তুত হয়। ইহার রুটী লঘু পথ্য সুখাদ্য। ইহাদ্বারা বার্লির ন্যায় পেটেণ্ট প্রস্তুত করিয়া কারবার চলিতে পারে।

সাধারণতঃ কলাগাছ যে স্থানে রোপণ করিবে তথায় সেই গাছটী ফল পাকামাত্র মূল সহিত খনন করিয়া এমন ভাবে ফেলিবে, যেন মাটীর নীচে ঐ গাছের কোন অংশ না থাকে। তৎপর মাটী দিয়া গোরা উচু করিয়া দিবে। কলার চাষ অতি লাভজনক কাজ, ভাল মত জমি হাড়া করিয়া ৮ হাত অন্তর কাতার দিয়া ষ্টেট লাইনে রোপণ 'করিবে। এ সম্বন্ধে

খনার বচন মত কাজ করা উচিত, খনা বলেন সাত হাত তিন বিঘতে, কলা পুতবে মায়ে পুতে॥ কলা লাগিয়ে না কাটবে পাত' তাতেই কাপড় তাতেই ভাত॥ ডাক দিয়ে বলে বারণ, কলা রোবেনা আষাঢ় শ্রাবণ॥ তিনশত তিন ঝাড় কলা রুয়ে, থাক যেয়ে ঘরে শুয়ে॥ কলা রুবি বটে খাবিনে, কলা তলায় যাবিনে॥ কলা পরবে শুয়ে, লেগে যাবে ভূঁইয়ে॥ ফাগুণে মাটী এটে, গোরে দেও কেটে॥ বেধে যাবে ঝাড়কে ঝাড়, কলা বইতে ভাঙ্গাবে ঘাড়॥ এক হাত এক মুঠমে কলা পোত, তবে দেখবি কলার গোট॥ আগে পুতে কলা, বাগ বাগিচা ফলা॥" কলার চাষ উঠিতে ছয় মাস লাগে। কলাগাছের গোরে মাটী আলগা না হইলে কলা ভাল হয় না।

রেশমি পশমি কাপড়।

মুরশীদাবাদ শিল্ক, আসামের এণ্ডি, কাণপুর, ধারোয়াল, অমৃতসহর, লুধিয়ানা, বিষ্ণুপুর, বেনারস প্রভৃতি স্থানে রেশমি ও পশমি কাপড় প্রস্তুত হয়। ইহা দ্বারা দেশের অভাব দূর হয় না। বিদেশ হইতে পাট, শণ, তুলা প্রভৃতি ভেজাল দিয়া পশমি কাপড় আসিয়া বিস্তর বিক্রী হইতেছে। এ কাজে বহু লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত। আমাদের দেশে মাঝে মাঝে আম, কুল প্রভৃতি গাছে গুটী পোকা পাওয়া যায়। আসাম, নাগপুর অঞ্চলে এই পোকা পুষিয়া আম, কাঠাল প্রভৃতি গাছে ছাড়িয়া দেয়। ইহাদের আহার ভেরেণ্ডা, কাঠাল প্রভৃতি গাছের পাতা। ঐ পাতা মল দ্বার দিয়া সূত্ররূপে নির্গত হয় তাহা দ্বারা ইহারা বাসগৃহ প্রস্তুত করে। এক একটা বাসগৃহ এক একটা রেশমী সূতার পিণ্ড বিশেষ, এ কাজে বহু যুবক ব্রতী হওয়া উচিত।

কৃষি কাজ।

ইতিপূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট কৃষিকারী প্রজা অর্থাৎ কৃষক ব্যতীত খাসমহলের জমি বন্দোবস্ত দিত না। বর্ত্তমানে যদি কোন হিন্দু কি মুসলমান ভদ্র-লোক খাসমহলের জমি চাষ আবাদ জন্য প্রার্থনা করে এবং ঐ প্রার্থনা পত্রে তথায় যাইয়া বসবাস করিয়া চাষ আবাদ করিতে স্বীকার করে। সেস্থলে আজ কাল খাসমহাল জমি বন্দোবস্ত পাইবে। দুই তিন মাস হইল গবর্ণমেণ্ট এরূপ নিয়ম করিয়াছেন। খাসমহাল চরে সাধারণতঃ ৩০ বিঘা জমির বার্ষিক খাজানা ২৪৲ টাকার উপর নয়। ৩০ বিঘা জমিতে এক ফসল ধান করিলে ন্যূন সংখ্যা ১২০ মণ ধান উৎপন্ন হয়। ২০০৲ টাকা এক জোড়া মহিষ খরিদ করিলে ৭।৮ বৎসর ঐ পরিমাণ জমি চাষ চলে। প্রথম বৎসর ৬০০৲ টাকা মূল ধন নিয়া কাজ করিলে প্রথম ধান পরে বরি শস্য খেসারী, মুসরী, লঙ্কা, আলু প্রভৃতি উৎপন্ন করিয়া ক্রমে তিন চার বৎসর পর মাসিক ১০০৲ আয়ের পথ হয়। এ কাজে জমির অভাব নাই। যত লোক ব্রতী হইবে ততই জমি পাইবে। দেশের পক্ষে ইহা হইতে উন্নতি জনক কাজ আর কি হইতে পারে।

দালালী।

ইংরেজ, বোম্বাই, পার্শি, ইহুদি, মাদ্রাজী, বাঙ্গালী প্রভৃতির বড় বড় কারবার মাত্রেই দালাল ব্যতীত চলিতে পারে না। বড় বড় কারখানা কাপড়ের কল, মেচ, সিগারেট, পেপারমিল প্রভৃতি কল কারখানারই এক বা বহু দালাল আছে। বড় কারবার মিল হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট খুচরা বিক্রেতা মুদি, কাপড়, শাক, মাছের দোকান পর্য্যন্ত দালালের হাত ছাড়া হইতে পারে না। ইহারা পুঁজি শূন্য বড় বাবু ইহাদের পুঁজি খালী হাত, খালী পাও ও শিক্ষা। এ কাজে অসততা নাই। ধনি, জমিদার, কুঠিয়াল, ক্রেতা, বিক্রেতা সকলের নিকটই ইহারা সম্মানিত। ইহাদের মনিবের মস্তকও ইহাদের নিকট নত। ইহা সুন্দর কাজ।

ইহারা নির্দ্দিষ্ট দরে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে বহু পাইকার পত্র জুটাইয়া মাল বিক্রী করে। ধারে বিক্রী পর্য্যন্ত ইহাদের মত ছাড়া মহাজন চলিতে পারে না। ইহারা কোনস্থলে যে পরিমাণ মাল বিক্রী করিতে পারে তাহার কমিশন পায়, আর কোনস্থলে তাহার জ্ঞাত অজ্ঞাতসারে মহাজন যত মাল বিক্রী করুক না সমস্ত মালেরই কমিশন বা দালালী পায়।

বড় বড় দালাল এক একজন বড় বড় আমির। ইহাদের অনেকে বাৎসরিক ৪।৫ হাজার টাকা আয় করে। মধ্যম রকমের দালাল বাৎসরিক ৫।৭ হাজার হইতে ২০।২৫ হাজার টাকা আয় করে। এক প্রকার দালাল আছে তাহারা বড় বড় ধনির টাকা লাগিত করে। বড় কুঠিয়াল মহাজন, রাজা, জমিদার টাকার ঠেকা পড়িলে ইহাদের স্মরণাগত হয় ইহারা খোজ রাখে কাহার নিকট কত সুদে উপস্থিত সময় টাকা ধার পাওয়া যাইবে। কৰ্জ্জ পাওয়ার জন্য যেরূপ ইহাদের নিকট লোক যায়।

কর্জ্জ লাগাইবার জন্যও ইহাদের কাছে লোক যায়। ইহারা দাতা গৃহিতা উভয়ের নিকটই দালালী পায়। আর এক প্রকার দালাল আছে, ইহারা কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, রেঙ্গুন প্রভৃতি বড় বড় সহরে জাগা জমি বাড়ী ঘর বিক্রীর দালালী করে ইহারাও বিক্রেতা ক্রেতা উভয়ের নিকট দালালী পায়। কোথায়, বর্ত্তমান সময়ে, কত মূল্যে, কোন স্থান, কোন বাড়ী ঘর ইত্যাদি বিক্রয় হইবে ইহাদের নিকট তাহার লিষ্ট ও নক্সা আছে। একপ্রকার ছোট দালাল আছে তাহারা মফস্বল হইতে কোন লোক কোন জিনিস খরিদ বিক্রী করিতে দেখিলেই তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করে এবং তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা পরিচয় হউক বা না হউক, যে কোন কারবারে উপস্থিত হয়, একবার দেখা দিয়া চলিয়া আসে। দোকানদার জানে উহাদের সহিত যে খরিদ বিক্রী করিবে, তাহাতে তাহার দালালী দিতে হইবে। এক প্রকার দালাল আছে তাহারা পূর্ব্বেই আসিয়া গোপনে বলিয়া যায়, আমি গ্রাহক নিয়া আসিব, আমার দালালী রাখিবেন। ইহারা নীচ শ্রেণীর দালাল, পূর্ব্বেই বলিয়া রাখে, মহাশয় আমি অমুক জিনিসে এত টাকার কম দালালী নিব না আপনাদের খরিদ মুনাফা আমার দালালী ধরিয়া তাহা হইতেও এত বেশী চাহিবেন আমি এত টাকার মধ্যস্থ হইয়া নিষ্পত্তি করিয়া দিব। এরূপ দালালী ঘৃণিত। এক প্রকার নীচ শ্রেণীর দালাল ও ব্যবসাদার আছে। তাহাদের ব্যবসা ঠিক দালালী নহে। মনে কর রহিম রাজ কাম করে। খুব বড় একটা দালান উঠিতেছে হরি এই দালান উঠায়, রহিম রাজ নিযুক্ত হইল। ঐ দালানে চূণ, সুরকী, ইট, সিমেণ্ট, ভিম, বরগা প্রয়োজন। রহিম ঐ সকল জিনিস খরিদ করিবে বলিয়া ঐরূপ প্রত্যেক জিনিসের এক একজন দোকানদারের সহিত গোপনে ঠিক রাখিল। চূণ বেচাইয়া দিলে ২০০ শত ইট বেচাইয়া দিলে ৪০০ শত, সিমেণ্ট বেচাইয়া দিলে ১০০৲, সুরকী

বেচাইয়া দিতে পারিলে ৫০৲ টাকা, আমাকে দিতে হইবে। কর্ত্তা হরির সহিত কোন কথাবার্ত্তা নাই, হরি এক দোকান হইতে ইটের নমুনা রাজ রহিমকে দেখাইল, রহিম বলিল এই ইট ফাষ্টক্লাশের মত দেখায় বটে, ইহা দ্বারা কাজ করিলে কাজ পাকা হইবে না এইরূপ চূণা আনিলে বলিবে ইহা খারাপ জাতীয় সিমেণ্ট খারাপ জাতিয় ইত্যাদি কর্ত্তা ভাবিলেন রাজের কোন স্বার্থ নাই, সে ভাল জিনিস কে খারাপ বলিবে কেন? ক্রমে অন্যান্য ঘরের জিনিস না পছন্দ করিয়া গোপন ঠিক করা, ঘরে মাল কিনিল দালালী পাইল।

দোকানদার জানে যে, এইরূপ দালালী না দিলে, আমার জিনিস যত ভাল হউক না কেন, এখানে বিক্রীর আসা নাই। টীন,কাঠ, চূণা, সিমেণ্ট প্রভৃতি কাজে সূত্রধর ও রাজের দালালী এইরূপ দিতে হয়।

আর এক প্রকার দালালী আছে,মনে কর তুমি বড় কুঠিয়াল। বিলাত দশ কোটি টাকার টীন বৈশাখ মাসে ১০৲ হন্দর, দরে ভাদ্র মাসে ৯০ দিনের ডিউতে কলিকাতা জেঠীতে পহুছানী খরিদ, বিলাতের সহিত পাকা করিলে তাহার ঐ ডিউমত সমস্ত টাকা দিতে হইবে। তুমি দালাল রাখিলে দালাল মফস্বলে যাহারা টীনের কারবার করে, তাহাদের নিকট যাইয়া দেশে দেশে ঐ টীন কেহ সত্তর হাজার, কেহ আশি হাজার, এইরূপে দশ কোটী টাকার টীন ১০॥ হন্দর দরে ৪৫ দিনের ডিউতে বিক্রী ঐ কলিকাতা জেঠী হইতে ডেলিভারী নেওয়ার করারে বিক্রী করিয়া আসিল। ধনির দশ কোটি টাকা ডিউ মতে তাহার ঘরে আসিল। এক পয়সাও ঘর হইতে খাটিল না। দালাল তাহার দালালী পাইল। বড় বড় ধনিরা এ প্রকারে সকল সময়ই এরূপে পরের মাথায় কাঠাল ভাঙ্গিয়া খায়। দালালী কাজ—ধান, পাট, খেসারী, মুসরী, সুপারী, মাছ, তরকারী এইরূপ কত প্রকার আছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

ইট প্রস্তুত কারবার।

আমাদের দেশে দুই প্রকারে ইট কাটা হয়। বুল ভাটা ও বাঙ্গালা ভাটা। বুল ভাটায় ইট প্রস্তুতে ইট নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা কম কিন্তু খরচা বেশী। বাঙ্গালা ভাটায় খরচ কম কিন্তু বুল ভাটার মত ইট ভাল হয় না। ইট কাঠ দিয়াও পোড়ান যাইতে পারে। আজ কাল কাঠের মূল্য বেশী এ জন্য কয়লা দ্বারা ইট পোড়ান সুবিধা। পাথর কয়লা সাধারণতঃ দুই প্রকার-ষ্টীম কয়লা ও বারল কয়লা। বারল কয়লা গুড়া তেজ কম। ষ্টীম কয়লা ছোট ছোট করিয়া ভাঙ্গিয়া ইট পোড়ান হয়।

মাটী যত আঠাল ও লবনের অংশ ক ়, সে মাটী তত ইট প্রস্তুতের উপযোগী। লবন সংযুক্ত আঠাল মাটীর ইট দেখিতে সুন্দর হয় বটে কিন্তু সহজে লোনায় ধরে। ইটের খরমা সাধারণতঃ ১০"×৩"×৬" খরমাতে যে নম্বর খোদাই হয় তাহা পাতলা না হইলে ইট খারাপ হয়। খরমা ও পাটলী খুব পালিস না হইলে ইট দেখিতে সুন্দর হয় না। ইটের মাটি খুব ছানিয়া লইবে, ভাল ছানা না হইলে ইট ভাল হয় না। ইট কাটার-বালী পরিষ্কার ছোট দানা ও শুষ্ক হওয়া চাই। ইট প্রস্তুত মাত্র তাহা রাখিবার জন্য আট রোদ বিশিষ্ট সমতল ক্ষেত্রের প্রয়োজন তথায় কিছু শুকাইলে পরে সমতল ক্ষেত্রে একখানার উপর একখানা এরূপে দশ ইটের ঝাঝড় প্রস্তুত করিতে হয়। ইট যত ভালরূপ শুকাইবে ইট তত ভাল হইবে। জলীয় ভাগ বেশী থাকিলে ঝামা, আমা হইবে। —

ইট প্রস্তুত অপেক্ষা বাঙ্গালা ভাটায় সাজান বিশেষ দক্ষতা। প্রথম সাজান স্থান সমতল হওয়া আবশ্যক ভাটার নীচে পুরাতন পোড়া ইট দিয়া তাহার উপর কাঁচা ইট সাজাইতে হয়। নীচের খুবরী খুব বড় দিয়া কয়লা বেশী দিবে পরে পাচ ইট সাজান পর্য্যন্ত সামান্য সামান্য কয়লা দিয়া

পুনঃ ঐরূপ দ্বিতীয় খুবরী দিবে। প্রত্যেক পাঁচ ইট অন্তর ঐরূপ খুবরী দিতে দিতে উপর দিকে উঠাইবে। নীচ হইতে ক্রমশঃ কাটতি দিয়া ইট সাজাইবে নতুবা পাজা ভাঙ্গিয়া পড়িবে। থাজূরী গাথুনীই ভাল ইহাতে ইট ঝুকিয়া পড়ার আশঙ্কা কম। এরূপে সাজাইতে ৩০০ মণ ষ্টীম বা ৪০০ মণ রাবল কয়লায় এক লাক ইট পোড়ান হয়। ইট সাজান শেষ হইলে তাহার উপর ভাঙ্গা ইট মাটী দিয়া চাপিয়া পাজা সম্পূর্ণ লেপিয়া দিবে। তৎপর আগুণ দিবে। ইট প্রস্তুত প্রণালী বাঙ্গালা ও বুল ভাটার কোন প্রভেদ নাই। তবে বুল ভাটায় ইচ্ছা মত ইট প্রস্তুত হয় আর বাঙ্গালা ভাটায় ভগবানের হাত। পোড়ান ইটকে তিনটী ক্লাস করা হয়। ফাষ্ট ক্লাস, সেকেন ক্লাস, থার্ড ক্লাশ ইহা বাদে বক্রী ঝামা, আমা, বারিস। বাঙ্গালা ভাটায় সাধারণতঃ ২৫ হাজার ফাষ্ট ক্লাশ ২০ হাজার সেকেন ক্লাশ ২০ হাজার থার্ড ক্লাশ হয় বক্রী ঝামা, আমা, বারিস। যে পাজায় ফাষ্ট ক্লাশ ইট বেশী হয় সে পাজায় ঝামা বেশী হইবে। কয়লার ভাগ বেশী পড়িলে ফাষ্ট ক্লাশ ও ঝামার ভাগ বেশী হইবে। আর কম দিলে থার্ড ক্লাশ ও আমার ভাগ বেশী হইবে কণ্ট্রা কটারী কাজে প্রয়োজন মত কয়লা বেশী ও কম দিয়া ঝামা, ফাষ্ট ক্লাশ, আমা বেশী জন্মায়। নেহাত দুঃর্ভাগ্য না হইলে এ কাজে দণ্ড হওয়া অসম্ভব। এক লাক ইটে ১।২।৩ ক্লাশ, আমা, ঝামা বারিস, খোওয়া সুরকীতে ন্যুন পক্ষে ১৫০০৲ টাকার বিক্রয় হয় প্রস্তুতে এক লাক ইটে ৭০০৲ ৭৫০৲ টাকার বেশী খরচা পড়ে না।

ভগ্ন কাচের কারবার।

আমাদের দেশে কাঁচ বিক্রীর দোকানে মফস্বলে, বহু কাঁচ ভগ্ন অবস্থায় পড়িয়া থাকে। ঐ ভগ্ন কাচ সংগ্রহ করিয়া কেরোসিন কুপী, হুক শিশি, কাচের নল, গম রাখার শিশি, দোয়াত প্রভৃতি প্রস্তুত করা সহজ। যে জিনিস প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহার লোহার সাচ প্রস্তুত করিতে হয়। কাচ গলাইয়া একটা ছিদ্র বিশিষ্ট লোহার ডাণ্ডার ঐ গলান কাচ জড়াইয়া সাচের মধ্যে রাখিয়া ফু দিলে সাচ অনুরূপ জিনিস প্রস্তুত হয়। সমস্ত কাচ অল্প উত্তাপে গলে না কলিকাতা বড় বাজার যাইয়া প্রস্তুত প্রনালী শিক্ষা করিয়া আসা প্রয়োজন।

চাউল ধানের কারবার।

ঝালকাঠী, নলচিঠী, কাউখালী, দৌলতগঞ্জ কুমিল্লা, আকিয়াব, রেঙ্গুণ, চট্টগ্রাম, মগরা হাট, বাস্থন ডাণ্ডা, মাতলা প্রভৃতি স্থান ধান চাউলের কারবারের জন্য প্রসিদ্ধ. কারবারীরা তিন প্রকারে এই কারবার করে। ১ম বাজারে দরে খরিদ করিয়া যখন তখন বিক্রী করা। ২য় উৎপন্ন হওয়ায় পর বহু আমদানীর সময় রাখীকরা। ৩য় অগ্রিম খরিদ বা ফরওয়ার্ড শেল। প্রথম প্রকারের কারবার প্রায় সকল স্থানেই আছে। দ্বিতীয় প্রকারের কারবার বগা, বেলেঘাট, মগরা, বাস্থনডাঙ্গা মাতলা, আকিয়াব, চট্টগ্রাম, রেঙ্গুণই বেশী। তৃতীয় প্রকার কারবারের জন্য রেঙ্গুণ, আকিআর কোচিন প্রসিদ্ধ। চট্টগ্রাম ও নেহাত কম নয় ইহারা উল্লিখিত স্থান হইতে আনিয়া ঐরূপ অগ্রিম বেচা কিনা করে। রেঙ্গুণ আকিয়াব বহু চাউল

প্রস্তুতের কল আছে। সাহেব কোম্পানীই বেশী। এই চাউল প্রস্তুত কল সাধারণতঃ দুই প্রকার স্মল মিল ও স্পেসিয়েল মিল। স্পেসিয়েল মিল বলিতে পাঠক বুঝিবেন ইহাতে খুব বেশী চাউল প্রস্তুত হয়। ইহাতে বহু ধানের প্রয়োজন। এ মিলের চাউল স্বভাবতঃ ভাল হইতে পারে না। কারণ এত বেশী ধান ক্রয় করিতে ভাল মন্দ বাছিয়া কিনিবার জো নাই। স্মল মিলে এত বেশী চাউল প্রস্তুত হয় না, বলিয়া ধান কিনিতে দেখিয়া শুনিয়া কিনা যায় এ মিলের চাউল ভাল হওয়ার কথা। মিলে দুই প্রকার চাউলই প্রস্তুত হয় আতপ ও বয়েল। মিলের বয়েল চাউলে কিছু না কিছু দুর্গন্ধ থাকিবেই। মিলের চাউল মধ্যে সুবাস মিলের চাউল উৎকৃষ্ট। মিদং চাউলের ভাত মধ্যম।

ইহার খরিদ বিক্রী "রাম না জন্মিতে রামায়ণ প্রস্তুতের মত" কোন কোন মিল বিক্রী পাকা করিয়া ধান খরিদ আরম্ভ করে। কোন মিল ধান কিনিয়া মজুত রাখে পরে বিক্রী পাকা করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে চাউল প্রস্তুত করিয়া দেয়। এই সকল মিলে প্রায়ই অগ্রিম বেচা কিনা করে। ছয় মাস আট মাস পূর্ব্বে বিক্রী পাকা করে, পরে নির্দ্দিষ্ট সময়ে চাউল রপ্তানী করে। ইহাদের বেচা কিনা পাউণ্ডের ওজনে। খরিদদারের ইচ্ছা মত অর্ডার দিয়া কেহ ১৫৮৲ কেহ ১৬০ কেহ ১৬৪ ওজনে বস্তা বোঝাই করে। মফস্বলে প্রায়ই, বস্তার ওজন হয় না এজন্য মহাজনের কম পাউণ্ডে বোঝাই করে। এরূপ খরিদ বিক্রীতে লাভ ক্ষতি কপাল বাজি, বাজারে যাহার ক্রেডিড্ আছে সে বিনা মূল ধনে এ কারবার করিতে পারে। বালাম চাউলের কারবারের জন্য বগা প্রসিদ্ধ ইহারা ৪।৫ শত মণ চাউল বিক্রীর জন্য কাটা বসায় না। এ গুলি যৌত কারবার কমিটির মত নিয়া বেচা কিনা করে। রাখির জন্য পোষ মাঘ মাসের চাউল প্রসস্ত।

ফইরামী বলিয়া চাউলের এক কাজ আছে তাহা মন্দ নয়, ইহারা যেখানে খরিদ সেখানে বিক্রী করে। ইহা একটা ভাল কাজ। আড়ত দারী ধান চাউল বিক্রীর কাজ প্রায় মোকেমেই আছে। ইহারা মোকামে ঘর, স্থান, লোক জন রাথে। নৌকাতে গাড়ীতে, জাহাজে, রেলওয়ে যোগে বহু স্থান হইতে ধান চাউল আনিয়া দেয়। আড়তদার তাহা বাজার দরে বিক্রী করিয়া মজুত দারকে সমস্ত টাকা বুঝাইয়া দেয়। লাভের মধ্যে একটা কমিশন বা আড়তদারী পায়। ইহা অতি ভাল কারবার। চটীর কাজ বলিয়া ধান চাউলের এক প্রকার কাজ আছে। ইহারা হাটে হাটে যাইয়া চটি অর্থাৎ হোগলা বিছাইয়া বসে বাজার দরে চাউল ধান কিনিয়া তথায় অথবা নিকটবর্ত্তী বড় মোকামে আনিয়া বিক্রী করে ইহাও লাভ জনক কারবার। চালানী কারবার নামে ধান চাউলের এক প্রকার কাজ আমাদের দেশে প্রচলিত ইহা খুব লাভ জনক কাজ। যখন যে মোকামে হইতে খরিদ করিলে কম দরে কিনা যায় এরূপ মোকামে যাইয়া, তথাকার বাজার দরে কিনিয়া, যে মোকামে ধান চাউলের দর বেশী তথায় নৌকা, রেল, ষ্টীমার যোগে মাল পাঠায় ও তথায় যাইয়া বিক্রী করা ইহাদের কাজ। এক প্রকার মফস্বলের কারবারী আছে তাহারা বড় বড় মোকামের দরদস্তর সর্ব্বদা চিঠী পত্র দ্বারা বড় বড় কুঠিয়ালের মত লইয়া লাভ জনক হইলে সে মোকামে কুঠিয়ালের নিকট রপ্তানী দিতে থাকে এ সন্ধন্ধে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

রেঙ্গুণ আকিয়াব অঞ্চলে বহু স্থানীয় লোকের বিস্তর জমি জমা আছে তাহারা জমি, গরু, হাল, বীজধান রাখিয়া দেয়। পরে নানাস্থান হইতে কৃষি কাজ জানা লোক উপস্থিত হইলে, তাহাদের সহিত চুক্তি হয়, সে নিজে লোক জন খাটাইয়া নিজে ধান উৎপন্ন করিয়া দিবে। টাকা পয়সা হাল, গরু, খরচ পত্র, বীজ ধান, ইত্যাদি সমস্ত খরচ চালাইবে নিট

উৎপন্ন ধানের ½ কি ⅓ ভাগ অংশ তাহার খাটুনী বাবদ পাইবে। পূর্ব্বে বঙ্গের বিস্তর লোক এভাবে ধান চাষের কারবার করিয়া বিনা মূলধনে বহু টাকা রোজগার করে। ইহার কারবার আমাদেয় দেশেয় বর্গা ধানের মত, ধান চাউলের কাজ আকিয়াব রেঙ্গুণই বিশেষ লাভ জনক।

গোমহিষের হাড় ও শৃঙ্গের কারবার।

আমাদের দেশে গোমহিষের হাড় ও মাঠে ঘাটে অযত্নে পড়িয়া নষ্ট হইতেছে। ভিন্ন রাজার দেশের কারবারিরা দেশীয় লোক দ্বারা উহা কুড়াইয়া নিয়াযায়। বিদেশের লোকদিগকে এরূপ ভাবে বিনা পয়সায় হাড় কুড়াইয়া নিতে দেওয়া ঠিক নহে। ইহারা আমাদের দ্বারাই বিনা পয়সায় হাড় কুড়াইয়া নিয়া, উহাদ্বারা আমাদের নিকট হইতে কাঞ্চন মূল্য আদায় করে, দুর্ভাগ্য দেশের শিক্ষিত যুবকগণ ইহা দেখিয়া শুনিয়াও অন্ধ। আমরা বিনা মূল্যে হাড় বিতরণ করিয়া, তাহা আবার পয়সায় ক্রয় করি, ইহা দ্বারা ও দেশের কম অর্থ বিদেশে যায় না। কৃষক সর্ব্বদা হাড়ের গুড়া কিনিয়া জমিতে ফাঁস দেয়। হাড়ের গুড়া এত ভাল ফাঁস যে, ইহা জমিতে দিলে জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ তিনগুণ ফসল উৎপন্ন করে। ধানের জালা ক্ষেত্রে, পাটের জমিতে অন্যান্য শস্য ক্ষেত্রে অল্প পরিমাণ হাড়ের গুড়া দিলে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়। হাড় দ্বারা চিরুণী, কৌটা, ছুরির বাট, বোতাম, হেণ্ডেল প্রস্তুত হয়।

হাবড়া জেলার অন্তর্গত লিলুয়া ষ্টেশনের পর বালী ষ্টেসনের উপর হাড় চূর্ণ করার কল আছে। প্রথম যে হাড় কুড়াইয়া নেয়, তাহা জলে

ভিজাইয়া চূণা দ্বারা পরিষ্কার করে। ভাল পরিষ্কার করিয়া, কলে চূর্ণ করা হয়। তথায় কেবল এই চূর্ণই বিক্রয় করে। ইহা আমরা অল্প পরিমাণ খরিদ করি, বাকী সমস্তই বিদেশে চালান যায়, তথায় এই চূর্ণ জ্বাল দিয়া যে চুয়াণ জল বাহির করে, তাহা চিনি পরিষ্কার কাজে ব্যবহৃত হয়। এই গুড়া হইতে ফস ফরাস, চিনামাটী ও এনামেল বাসনেব কলপ প্রস্তুত হয়।

আমাদের দেশে গো মহিষের শৃঙ্গ অতি সামান্য মাত্রায় কাজে ব্যবহৃত হয়, আর বাকী সমস্তই বিদেশে চালান যায়। কলিকাতা মাছুয়া বাজার, ঢাকা, উরিষ্যাতে মহিষের শৃঙ্গ দ্বারা খরমের খুটী, চিরুণী, হাতের বালা, খোপার চিরুণী, বোতাম প্রস্তুত করে। ইহারাও অকর্ম্মন্য চাঁচা অংশ বিদেশীয় লোকের নিকট বিক্রী করে। ইহাদের প্রস্তুত জিনিস খাটী ও মজবুত বটে কিন্তু ইহা দ্বারা দেশের অভাব দূর হয় না, ইহাদের জিনিসে বিদেশী খারাপ কৃত্রিম ক্ষণস্থায়ী জিনিসের মত চাক চিক নাই। বিদেশীরা ইহার সহিত গোটা পার্চ্চার মিশ্রিত করিয়া গলায় ও ঐ গলিত জিনিসে ইচ্ছামত লাল, নীল, হরিদ্রা প্রভৃতি রং মিশ্রিত করিয়া, তাহা দ্বারা হেণ্ডেল, কৌটা, চিরুণী, বোতাম প্রস্তত করিয়া আমাদের সখের জন্য পাঠায়, আমরা উহার চাক চিক দেখিয়া সখে পড়িয়া এই ক্ষণস্থায়ী চাক চিক বিশিষ্ট অদ্ভূত পদার্থ খরিদ করি। এই মাকাল ফলের উপরের রং নিয়াই আমরা মত্ত। কটক মহিষের শৃঙ্গ দ্বারা এক প্রকার লাঠী প্রস্তত করে, তাহার একখানার মূল্য ও ১০৲ হইতে ৩০৲ টাকা পর্য্যন্ত শৃঙ্গ গলাইয়া সাচে ঠালিয়া জিনিস প্রস্তুত করা কঠিন কাজ নহে একাজে ব্রতী হওয়া একান্ত আবশ্যক।

শিরিষ কাগজ প্রস্তুত।

কয়েকখানি শিরিষ জলে ৪।৫ ঘণ্টা ভিজাইয়া নরম হইলে একটা পাত্রে রাখিবে। পরে তাহা জ্বাল দিয়া গরম থাকিতে একখানা মোটা কাগজে মাখাও পরে তাহার উপর কাচ চূর্ণ মাখাও, পরে শুকাইয়া লও ইহাই উৎকৃষ্ট শিরিষ কাগজ।

সাদা সাবান প্রস্তুত।

সাজিমাটি ও নারিকেল তৈল বা পূণ্যাল তৈল একত্র করিয়া এবং তাহার অৰ্দ্ধেক পরিমাণ কলি পাথর চূণা একত্র জলে গুলিয়া আগুণের উত্তাপে ফুটাইয়া গাঢ় কর, তাহা যেরূপ সাচে ঢালিবে, সেরূপ সাবান প্রস্তুত হইবে।

গোলাপী সাবান প্রস্তুত।

একটা তামার পাত্রে যতটা আবশ্যক জল দিয়া ২০ আউন্স ভাল সাদা সাবান ও তত অলিভ অয়েল মিশাইয়া জ্বাল দিবে। রং করিবার জন্য যেরূপ ইচ্ছা রং মিশ্রিত করিতে পার, পরে একটুকু ঠাণ্ডা হইলে ১ আউন্স গোলাপী আতর, আধ আউন্স দারুচিনীর তৈল, আধ আউন্স লবঙ্গ তৈল মিশ্রিত করিয়া সাচে ঢালিবে।

কার্ব্বালিক সাবান প্রস্তুত।

১২ ভাগ সাদা সাবান, ১ ভাগ কার্ব্বলিক এসিড একত্র মিশাইয়া জ্বাল দেও গাঢ় হইলে সাচে ঢাল। ইচ্ছা করিলে কার্ব্বলিক এসিডের ভাগ বেশী করিতে পার। বাঙ্গালা সাবান প্রস্তুত ঢাকাই ভাল হয়। বেঙ্গল সোপ ফেক্টরীও লাখি সোপ ফাক্টরীতে ভাল ভাল সাবান প্রস্তুত হয়।

আমি ও আমরা

হিরা, মণি, মুক্তা, অভ্র প্রবাল, নীলকান্ত পদ্মরাগ, কুহিনূর আমার জন্য। আমার জন্য বনে কুসুম হাসে, গাছে সুমিষ্ট ফল ধরে, কামধেনু দুগ্ধ ধারা দান করে, আমার জন্যে তিব্বতের শাল, টার্কিব গালিচা, ইউরোপের মটরকার, সাইকেল, উড়ো জাহাজ, ডচনের জুতা, এসেন্স মাচ, মাংস, ঘৃত, দুধ, মাখম, থিন এরারুট, রাজভোগ আমার জন্য। আমি রেলে, জাহাজে, সভায়, দেশে, বিদেশে, প্রথম আসন পাই, আমি বেকুব হইলে ও বুদ্ধিমান, আমি মূর্খ হইলেও বিদ্বান আমার হুকুমে বুদ্ধিমান, বিদ্বান কত লোক খাটে। আমার শক্তি, রেল, জাহাজের ইঞ্জিনের শক্তি হইতে বৃহৎ, আমি রেল, জাহাজ প্রস্তুত করি। আমার মূল্য ইংলণ্ড, জাপান, আমেরিকা হইতে অনেক বেশী। আমার প্রাণ রাজ, রাজা, মহারাজার প্রাণ হইতে বেশী মূল্যবান। আমি সোণাকে ছালী করি, ছালীকে সোণা করি, সত্যকে মিথ্যা বানাই, মিথাকে সত্য বানাই। চুরি, ডাকাতি, খুন, জখমি, বদমাইসি, শঠতা বঞ্চনা, জাল, জুয়াচুরী, প্রতারণা আমি করি, আমি দেশে দুঃর্ভিক্ষ, মহামারি, অর্থাভাব,

খাদ্যাভাব, অভাব, অনটন, রোগ, শোক, দারিদ্রতা আনিয়া দেই, আবার সেই আমি পাচ তালা দালানে দুগ্ধ ফেননিভ ফুল শয্যায় সায়িত। সেই আমি বড় কুস্তিগির, কুটিপতি, রাজরাজেশ্বর, আমার গায়ের সুবাসে কত মধুকর গুণ গুণ করিয়া মধুপানে উন্মত্ত, আবার আমারই পঁচা দুঃর্গন্ধে মলয় বাতাস বিষাক্ত।—নিজের পচা গন্ধে নিজেই থুথু ফেলিয়া অস্থির।

এই আমি হইতে আমার, আমার হইতে আমরা শব্দের উৎপত্তি। আমরা হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিলে আমাদের অভাব ঘুচিবে না। এই আমি ও আমরার কৃতকার্য্যে দেশে অর্থাভাব, অন্নাভাব, দুর্ভিক্ষ খাদ্যাভাব ইত্যাদি। হাহাকার হৈচৈ, ডাকাডাকি, হাকাহাকি দ্বারা দেশের দশের অভাব ঘুচিবে না। স্বরাজ, সম্মান, অর্থ, খাদ্য ইহাতে পয়দা করিবে না। স্বরাজ, সম্মান, অর্থ, খাদ্য, শক্তি ভারতের পথে, ঘাটে, মাঠে, ছড়ান রহিয়াছে তাহা ভারতের বত্রিশ কোটি সন্তান তিল তিল করিয়া কুড়াইয়া লও। আপন পায়ে ভর করিয়া দাড়াও। পিতৃ পুরুষের মত কার্য্যদ্বারা জগতের আদর্শ স্থান অধিকার কর। রত্ন গর্ভা জননীর কৃপায় এক বৎসর মধ্যে তোমাদের সমস্ত অভাব অভিযোগ দূর হইবে।

প্রতি পরিবারে গোপালন, পশুপালন, পক্ষীপালন, কৃষি কাজ আরম্ভ কর।

দেশের স্ত্রীলোকের দ্বারা লেচ, মাজার বাইটা. কার. ফিতা প্রভৃতি ঘরে ঘরে প্রস্তুত কর. ৩।৪ কোটি টাকা বৎসরে আয় হইবে।

তিসি, পাট ভিন্ন রাজার দেশে চালান দিও না, তিসির তেল প্রস্তুত করিয়া চালান দেও, পাট দেশের প্রয়োজন মত প্রস্তুত কর। ভেলীরূপা, সোনা দেশে প্রস্তুত কর তৎপর তাহা দ্বারা জিনিষ প্রস্তুত কর। এজন্য ভিন্ন রাজার দেশের ছাই ভস্ম খরিদ করিও না এ জিনিস প্রস্তুত করা অপেক্ষা ইহার ব্যবহার দেশ হইতে তুলিয়া দেওয়া মন্দ নয়।

ঔষধ, পালো, জমাট দুধ, মলটেড্ মিল্ক দেশে প্রস্তুত জন্য যৌথ কারবার খুলিয়া দেও বৎসর ৫।৬ কোটি টাকা আয় হইবে।

মেচ, কাচ প্রস্তুত জন্য দেশে বহু যৌথ কাররার আবশ্যক।

বেঙ্গল পটারীওয়ার্কের মত আরও বহু কারবার দেশে আবশ্যক।

প্রত্যেক ভদ্র পরিবার বোঝা টানিবার জন্য ঠেলা গাড়ী, ছোট নৌকা, স্থান উপযোগী যাহা দয়কার, সে জিনিসের সংস্থান রাখিবে। গৃহপ্রস্তুত, মাটিকাটা, বাজার সদাই নিজ হস্তে করিবে তাহা না করিলে, সে পরিবার অশিক্ষিত নীচ বলিয়া সমাজে নিন্দা করিবে।

নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিসগুলি যথা সময়ে নিজ পরিবার দ্বারা উৎপন্ন করিতে চেষ্টা করিবে ইত্যাদি উপরি লিখিত বিষয়ে ৩২ কোটি ভারত সন্তানের সামান্য দৃষ্টি থাকিলে স্বরাজ, অর্থ, শক্তি, খাদ্য আপনা হইতে দেশে আসিবে, এখন এ সমস্ত জিনিস দেশে প্রস্তুত জন্য যত্ন কর। বাক বিতণ্ডার প্রয়োজন নাই।

প্রতি বাড়ীতে ৪০।৫০ টা কাপাস তুলার গাছ রোপণ কর। চরকায় সূতা কাট অন্ততঃ প্রতিদিন প্রত্যেক লোক এক ঘণ্টা কাল একাজের জন্য ব্যয় কর ৬৪ কোটি টাকা দেশে থাকিবে।

তোমার দেশের গো মহিষের চামরা পাকা করিবার জন্য যৌথ কারবার খুলিয়াদেও। কাচা চামরা বিদেশীকে দিওনা বৎসরে ২০।২৫ কোটি টাকা দেশে আসিবে। মৃত, গো, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, শেয়াল, কুকুর, সাপ, প্রভৃতি জন্তুর দেহ হইতে চর্ব্বি প্রস্তুত জন্য দেশের ঋষি যোগে যৌথ কারবার দেও বৎসর ১০।১২ কোটি টাকা দেশের আয় হইবে।

মৃত গো, মহিষের হাড় চূর্ণ করায় জন্য দেশীয় ঋষি যোগে যৌথ কারবার খুলিয়া দেও ৪।৫ কোটি টাকা অনায়াসে আয় হইবে।

গ্রামে গ্রামে রণা, ধঞ্চা, কেঞ্চা, ভেরেণ্ডা, পুন্যাল, বকুল, মান্দার,

প্রভৃতি যে কোন বীচি সংগ্রহ করিয়া জ্বালান তৈল নিজে সংগ্রহ কর কেরোসিনের ২০।২২ কোটি টাকা দেশে থাকিয়া যাইবে।

ঝিনুক, নারিকেল আঁচি, গোল আলু, শৃঙ্গ, হাড় কুড়াইয়া তদ্বারা চিরুণী নানা রঙ্গের বুতাম, চেইন, বালা, খোপার চিরুণী, খেলনা, হেণ্ডেল, কৌটা, খরমের খুটি প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য যৌত কারবার খোল ৫।৬ কোটি টাকা দেশে থাকিয়া যাইবে

চাকু, চাকুর বাট. তালা, পেরেগ প্রভৃতি প্রস্তুত জন্য ছোট ছোট যৌত কাজ দেশীয় কর্ম্মকার যোগে খুলিয়া দেও ইহাতেও দেশে ৩।৪ কোটি টাকা থাকিয়া যাইবে।

আকিয়াব, রেঙ্গুন. আসাম. কুমিল্যা, চট্টগ্রাম, তঙ্গু, মৌলমেন প্রভৃতি পাহাড় অঞ্চলে নৌকা. বোট, খুটী, তক্তা প্রভৃতি প্রস্তুত জন্য যৌত কারবার খুলিয়া দেও,দেশে প্রায় ৩০।৩৫ কোটি টাকা বৎসর আয় হইবে।

মুখে মুখে ঢোল বাজাইলে চলিবে না চাকরির সংঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া, উল্লিখিত কার্য্যে ব্রতী হও, ইহাতেই আমাদের চাকুরি জুঠিবে, অন্ন, বস্ত্র, শক্তি, স্বাস্থ্য আনায়ণ করিবে।

কাঠের পালিস প্রস্তুত।

আধা সের মিথিলীন স্প্রীটট্ সহিত আধ পোয়া ১ নং পাতলা চাচ মিশ্রিত করিয়া তাহাতে রঙ্ হওয়ার জন্য সিকি তোলা খুন খরাবৎ রঙ মিশ্রিত করিয়া বোতলে পুরিয়া সিপি আটিয়া দেও পরে ক্রমে ২।৪ দিন রৌদ্রে রাখ ইহা কাঠের উত্তম বার্নিস।

কাঁচ প্রস্তুত প্রণালী।

পরিষ্কার সাদা বালী, পরিষ্কার সাজি মাটি, সোরা ও কলার বাসনের ক্ষার একত্র সম পরিমাণ মিশ্রিত করিয়া জ্বাল দিলে কাচ হয়। মেটে সিন্দুর দিলে ঐ মিশ্রিত জিনিস সহজে গলিবে আর অল্প হরিতাল মিশাইলে কাঁচ স্বচ্ছ হইবে।

দেশলাই প্রস্তুত।

চিনি ৪ কাঁচ্চা, গন্ধক ৫ কাঁচ্চা, পটাশ অফ ক্লোরাইডের গুড়া ১৫ কাঁচ্চা, গদ আড়াই কাঁচ্চা ক্রমে ক্রমে অতি সাবধানে ছুরি দ্বারা মিশ্রিত করিবে। রঙ্ করিবার নিমিত্ত একটুক হিঙ্গুল দিতে পার। পরে সামান্য পরিমাণ জল মিশ্রিত করিয়া কাদার মত নরম কর পরে দেশলাইর কাঠী ও বাক্সের মত দেবদারু কাঠের কাঠী ও বাক্স প্রস্তুত কর। ঐ কাঠীর অগ্রভাগে ঐ কাঁদার মত জিনিস মাখাইয়া শুকাইয়া লও। আর গদের সহিত বালী মিশ্রিত করিয়া কাগজের উপর লাগাও,তাহা ঐ বাক্সের দুই পাশে দেশলাইর বাক্সের মত লাগাও। পটাস অফ ক্লোরাইড্ ভয়ানক জিনিস ইহা গুড়া নিজ হস্তে না করিয়া, যাহারা বাজি প্রস্তুত করে তাহাদের দ্বারা গুড়া করান ভাল। ছেলে পেলে না জানিয়া না দেখিয়া গুড়া করিতে নূতন ব্রতী না হয়। এ সকল গুড়া মিশ্রিত করাও বিশেষ সতর্কতার দরকার। গুড়াতে হঠাৎ কোন কারণে বেশী আঘাত লাগিলে জ্বলিয়া উঠিবে এবং ঐ মিশ্রিত করা জিনিসে শক্ত কোন জিনিস জোড়ে পড়িলে বন্দুকের গুলির ন্যায় এক দিকে ছুটিয়া প্রাণ হানী করিতে পারে।

নস্য প্রস্তুত।

ইহা অতি সোজা কাজ ভাল তামাক পাতায় গোলাপ জল, লেভেন-টার বা তৎতূল্য সুগন্ধি কোন জিনিস মাখাইয়া আগুণের উত্তাপে কড়া কর এরূপ ৩।৪ বার ঐরূপে সুগন্ধি জিনিসে ভিজাও ও শুষ্ককর তৎপর গুড়ি করিয়া কাপড় ছাকা কর ইহাই উত্তম নস্য।

নকল সোনা প্রস্তুত (Iusitation gold)

১৬ অংশ প্লাটিনম, সাত অংশ তামা ২১ অংশ দস্তা এই তিন জিনিস একটা মাটীর পাত্রে রাখিয়া চারিদিক কাদা দ্বারা আবদ্ধ কর। উহা কয়লার সাচে উত্তাপ দিয়া গালাও, এই মিশ্রিত ধাতুর রঙ্ সোনার মত উজ্জ্বল হইবে। অন্যান্য গুণেও সোনার মত হইবে।

ভেলী রূপা বা জর্ম্মান সিলভার।

রাঙ্গ ৭॥০ ভরি, তামা ৴২ সের একত্র গলাইলে কৃত্রিম রূপা হয়, নকল সোনা রূপার জিনিস হার বালা, অনন্ত, কেচলী, আংঠি প্রভৃতি বিস্তর জিনিস বিদেশ হইতে আমদানী হয়।

মিল্ক ফুড্ প্রস্তুত।

সোডা বাই কার্ব্ব অৰ্দ্ধ ড্রাম, ও জল আধা ছটাক একত্র মিলাও তাহাতে আধা সের চিনি, আধা সের দুধ মিলাইয়া একত্র জ্বাল দিয়া ঘন কর, পরে ঐ ঘন জিনিস ভিন্ন একটা পাত্রে ঢালিয়া কয়লার উত্তাপে শুকাইয়া লও। পরে গুড়ি করিয়া এমত পাত্রে রাখ যাহাতে বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে। ইচ্ছা করিলে সামান্য শঠির পালো ঐ জলীয় জিনিসের সহিত মিশ্রিত করিতে পার।

চূণা প্রস্তুত প্রণালী।

আমাদের দেশে চূণা দুইপ্রকারে প্রস্তুত হয়। ঝিনুক, শামুক পুড়িয়া যে চূণা প্রস্তুত হয় তাহার নাম ঝিনুক চূণা। ইহা পানের সহিত অধিক খাওয়া যায় মাঝে মাঝে দালানের হোয়াইট ওয়াস কাজে ব্যবহৃত হয়। অন্য প্রকারের চূণা পাথর পোড়াইয়া প্রস্তুত হয় পাথর চূণাও সাধারণতঃ দুই প্রকার কলি চূণা ও সাধারণ চূণা। কলি চূণা দ্বারা দালানের হোয়াইট ওয়াস ভাল হয় এবং উহা পানের সহিত খাওয়া চলে। সাধারণ চূণা ইট সুরকীর কাজে লাগে। পাথর দুইপ্রকারে পোড়াইয়া চূণা প্রস্তুত করা হয়, কয়লা দ্বারা ও কাঠদ্বারা ইহা পোড়ানের প্রণালী ইটের পাজা সাজানের মত সাজাইয়া আগুণ দিতে হয়। সকল পাথরে চূণা হয়না। পাথর বিশেষে চূণা ১নং ২নং ৩নং হয়। যে পাহাড়ের পাথর চূণার উপযোগী, সে পাহাড়ের গায়ে ছিদ্র করিয়া

ডেনামাইট লাগাইয়া পাহাড় ভাঙ্গিতে হয়। শিলেট অঞ্চলে এই প্রণালীতে চূণা প্রস্তুত হয়। রেল কোম্পানী পাকা ইটের চূলা করিয়া চূণা পোড়ায় তাহা ব্যবসায়ের জন্য সুবিধা নহে।

পূজি ও শক্তি সংগ্রহের প্রশস্ত উপায়।

স্বদেশী মুবমেণ্টের সময় দেশের গণ্যমান্য লোকে বহু যৌত করবার খুলিয়া ছিল। বহু শিক্ষিত যবক একাজে খাটিয়াছিল, সে সকল কারবার জীবিত থাকিলে, আজ দেশের মহা সুযোগ উপস্থিত হইত। কাঠ পেন কাচ, চিনামাটীর বাসন, খেলনা দোয়াত, নারিকেল রসি, মেচবাতি, ঔষধ, এসেন্স চর্ব্বিবাতি. চিরুণী, বোতাম প্রস্তুত, পশু, পক্ষী পালন, কাপড় প্রস্তুত, কৃষিকাজ আমাদের দেশে অনেকেই অভ্যস্ত। এ সমস্ত জিনিষ প্রস্তুত জন্য বহু কারবার খোলা আবশ্যক। পূর্ব্বেই তোমাদিগকে বুঝান গিয়াছে যে, কারবার শিক্ষা না করিলে কারবার চালান যায় না। কেবল যে মদ খাইলে নেশা হয় তাহা নহে। কাজ কর্ম্ম শিক্ষার ও একটা নেশা আছে এই নেশার মূলে সংকল্প। যে, যে বিষয় শিক্ষা করিবে, সে কাজের নেশায় আপনিই মত্ত হইবে। যে লোক গাথক, সে গানেব আড্ডা কোথায় খুজিবে। সাপুড়ে সাপের অনুসন্ধানে ছুটিবে। জোড় করিয়া আশক্তি আনা যায় না। আশক্তি আপনা হইতে জন্মে। কারবারের নিশা জন্মিলে, সে নিশার ঝোকে আপনি কারবারে ঢুকিবে। বহুদিন যাবত আমাদের নেশার ঝোক ছুটিয়া গিয়াছে।

জিনিস প্রস্তুত ও উৎপন্ন করা আর কারবার করা দুইটা জিনিষ। এ দুই বিষয়ই শিক্ষার বিষয়। হইতে পারে কোন জিনিস প্রস্তুত বা উৎপন্ন করিতে তুমি দক্ষ। তুমি উৎপন্ন ও প্রস্তুত কার্য্যে আদর্শ স্থান অধিকার করিতে পার। কিন্তু সেজন্য কারবারে আদর্শ হইয়াছ, কিছুতেই বলা যায় না। তুমি নিজে কাজ জান, বিশেষ যত্ন নেও প্রাণপণ খাট, ইহা যেমন তোমার কাজ শিক্ষার দক্ষতা। কারবার শিক্ষার সহিত ইহার নৈকট্য সমবন্ধ থাকায় কারবারে তোমার সেরূপ যত্ন চেষ্টা শিক্ষা ও দক্ষতা প্রয়োজন নতু তোমার সমস্ত শিক্ষা বিফলে যাইবে। তুমি মেচ প্রস্তুত করিতে জান। নিজে প্রাণপণ খাট কিন্তু খাটাইতে জানন। তুমি খাটিবে. একা. খাটাইবে দশজন, তাহাদের কাজ তোমা হইতে দশগুণ বেশী। নিজে খাটার মূল্য হইতে খাটানের মূল্য অনেক বেশী। তুমি দক্ষ হইয়া দক্ষতা মত দশজনকে খাটাও, অবশ্যই তোমার কাজের উন্নতি হইবে। মনেকর মাজিষ্ট্রেট একটা জেলার কর্ত্তা। পেস্কার সস্তাদার নাজির. একাউটেণ্ড, খাদাঞ্চি, পোদ্দার, কপিষ্ট, পিয়ন প্রভৃতি সকলেই ঐ একই কাজ সম্পাদন জন্য খাটিতেছে, এই উদ্দেশ্যের মূলে কর্ত্তা মাজিষ্ট্রেট। একটা পিয়নের অমনোযোগিতায় ফলও মাজিষ্ট্রেটের উপর বর্ত্তিবে। কারবারও ঠিক তদ্রূপ। অতএব দেখ কারবারের সফলতা আপনা হইতে হয় না। সম্মানের কাজ করিলে, সম্মান অবশ্য পাইবে। বন্দুকে ফাকা আওয়াজ করিলে বায়ুতে প্রতিধ্বনি হয় মানুষ, পশু. পক্ষী চমকিয়া উঠে কিন্তু ফাকা আওয়াজের অর্থ ভূঁয়া, এই ফাকা স্বদেশী আওয়াজ যে পর্য্যন্ত গিয়াছে, সে পর্য্যন্ত সকলেই যৌত কারবারের অংশ খরিদ করিতে নারাজ। সে দিন আর নাই।

এখন বন্দুক লইয়া বারুদ গোলা পূর্ণ কর, কেপ দেও, লক্ষ স্থির কর দুই একটা ঘু ঘু, শালিক শিকার কর, তুমি যে, শিকারী তাহা

প্রতিপন্ন কর। তবে তোমাকে দেশের লোকে বাঘ মারিতে সাহায্য করিবে। তুমি দেশের অন্ধ, আতুর, বিধবা ও দরিদ্রের কত অর্থ বা অংশ নিয়া তাহাদের আতে ঘা দিয়াছ, সে ঘার বেদনাত এখনও দূর হয় নাই। সেই বিদেশী জিনিস পূর্ব্ব হইতে দুই তিন গুণ বৃদ্ধি মূল্যে এখন তাহারা খরিদ করিতেছে। তোমাদিগের ত ধর্ম্ম ভয় নাই। তোমাদিগকে বিশ্বাস করা যায় না। তুমি যে যে কাজের যৌত কারবার খুলিতে ইচ্ছুক তাহাতে তুমি দক্ষ তোমার চরিত্র সৎ এ বিষয়ের তুমি কার্য্য দ্বারা প্রতিপন্ন কর অথবা তোমার দক্ষতার ও চরিত্রে দেশের গণ্যমান্য লোক তোমার জাবিন থাকাতে প্রস্তুত হয়। তাহা হইলে তোমাকে যৌত কারবারে দেশের লোকে সাহায্য করা উচিত। যৌত কারবার খুলিয়া যথা সমভব দৈনিক কার্য্য বিবরনী চেক করার অন্য অডিটার থাকা আবশ্যক। এবং যখনই ঐ কাজ ক্ষতিজনক মনে করিবে, তখনই তাহা বন্ধ করিয়া তৎপ্রতিকার করিবে। ডাক্তার উপযুক্ত হইলে ভাল ব্যবস্থা করিয়া ঔষধ দিলেই রোগ দূর হইবে। কাজেই সততা দক্ষতা, মিতব্যয়ীতা প্রভৃতি সৎগুণ না থাকিলে যৌত কারবারে ঢুকা উচিত নয় অথবা ঐরূপ লোক ঢুকিলেও তাহার সাহায্য করা উচিত নয়। এই সমস্ত বিষয়ে প্রাজ্ঞ হইয়া ১৲ ৷৷০ অংশ নিয়া নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুতের কারবারে প্রবৃত্ত হইবেন।

আমাদের দেশের ছেলেরা বিদ্যাভ্যাস করার সময় কোন সাংসারিক কাজ করিতে দেখা যায় না এটা মোটা ভুল। বাল্যজীবনে ভবিষ্যৎ জীবনের লক্ষ, অলক্ষে ঘটিত হয়। বিদ্যাভ্যাস সময়ে পূজি সংগ্রহের প্রশস্ত উপায়, এ সময় হাস মোরগ, কবুতর, ছাগল ভেড়া, গরু প্রভৃতি দুই চারিটা পালিয়া অথবা রণা, ধঞ্চা, কেঞ্জা, ভেরেণ্ডা প্রভৃতির তৈল প্রস্তুত করিয়া অথবা হেঞ্জেল প্রস্তুত, কালী প্রস্তুত, চরকায় সূতা প্রস্তুত, গোটিপোকা

পালিয়া রেশম সংগ্রহ প্রভৃতি ছোট ছোট কাজ করিয়া ৭।৮ বৎসরে সুন্দর পূজি সংগ্রহ করা যাইতে পারে। ইহাতে পয়সা জমাইবার প্রণালী সহজে অভ্যস্ত হয়, কষ্ট সহিষ্ণুতায় অভ্যস্ত হয়। পাঠ্য জীবন হইতে বাহির হইয়া পূজির জন্য ভাবিতে হয় না। গরিব ধনি সকল প্রকার অভিভাবকই নিজ নিজ পুত্রকে ঐরূপ সামান্য মূলধন দিয়া, সামান্য সামান্য পরিশ্রমে সামান্য উপার্জ্জনে প্রবৃত্ত করান কর্ত্তব্য। অভিভাবক কেবল কাজে প্রবৃত্ত করাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। চপলতা দ্বারা মূলধন নষ্ট না করে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন ইহাও দেশের শিল্প বাণিজ্য প্রস্তুতের ও কৃষিবিদ্যা উন্নতির একটা প্রধান সহায়।

অনভ্যাস ও অলসতার দরূণ আত্ম মর্য্যাদা ও শক্তি লয় পায়।

সভ্য জগতের ধোপা, নাপিত, কামার, কুমার সূত্রধর, চামার প্রভৃতির সহিত দেখা করিতে কার্ড দিয়া দেখা করিতে হয় এবং আদপ কায়েদার সহিত কথা বার্ত্তা বলিতে হয়। সভ্যজগতের কলেজের প্রফেচার সুযোগ পাইলে কুলির কাজ করে। সম্মানিত ব্যক্তি প্রত্যেক কাজে নিজ সম্মান বজায় রাখিতে সক্ষম। আমরা মাঁচ ধরা, ধানবানা, কাঠকাটা, জুতা শেলাই, মাটিকাটা, নিজের বোঝা টানা, নিজ বাজার সদায় নেওয়া, গোপালন, হাল চষা প্রভৃতি এ প্রকারের যে কোন কাজ মানের দায়ে করিতে নারাজ।

আমাদের কৃতকার্য্যে দেশে অর্থাভাব, অন্নাভাব দুঃভিক্ষ, দুর্ব্বলতা, অলসতা, অশান্তি, রোগ শোক, অকাল মৃত্যু পদার্পণ করিয়াছে। রাজা,

জমিদার, তালুকদার, মধ্যবিত্ত, অর্দ্ধ শিক্ষিত রায়ত প্রজা, চাকুরীজীবি প্রভৃতির জীবিকা কৃষিবিদ্যা দ্বারা উৎপন্ন ফসলের ও শিল্প কলকারখানার প্রস্তুত নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিসের ও কারবারের উপর নির্ভর করে। আমাদের শিক্ষিত সমাজ এ সমস্ত যেন জানিয়া শুনিয়াও কৃষি, শিল্প, কারবারের কাজে অপমান জ্ঞান করেন। এ সমস্ত কাজ অপমানজনক জ্ঞান করিতে করিতে এখন অপারগ হইয়া পড়িয়াছেন। অনভ্যাসে বিদ্যা হ্রাস পায় ইহা শাস্ত্রের বচন। চীন দেশের যে স্ত্রীলোকের পাও, যত ছোট তাহারা তত সুন্দরী। তাহারা পাও বড় হইতে দিতে নারাজ, লোহার জুতা পায় দিয়া, পাও ছোট করিতে করিতে, এখন বড় বড় সুন্দরীরা অপরের সাহায্য ব্যতীত নিজ পায়ে ভর করিয়া দাড়াইতে সক্ষম নহেন। বলিতে লজ্যা হয়, মানের দায়ে শিক্ষিত ভারত সন্তান. আজ নিজ পায়ে ভর করিয়া দাড়াইতে সক্ষম নহেন। কৃষক শ্রমজীবির মাংসপেশী, শরীরের গঠন, শক্তি, সাহস, উদ্যম আমাদের তুলনায় অত্যন্ত বেশী ইহার একমাত্র কারণ অঙ্গ চালনা।

কৃষক দম্পতি নিজ পুত্র, কন্যা, পরিজনসহ, মৃৎ পাত্রে মোটা চালের পান্তা ভাত, গোটা কত লঙ্কা পোড়া, লবণ দিয়া আগ্রহে উৎসাহে তারাতারী গলাধকরণ করিয়া, খালী পায়ে,খালী গায়,দিবানিশি, ঝড়, বৃষ্টি, জল কাদায় খাটিয়া পর্ণ কুটীরে সুস্থ সবল শরীরে সুনিদ্রায় রাত্রি যাপন করে আর আমরা স্ত্রীপুত্র, পরিজনসহ ফিলটার করা বিশুদ্ধ জল, ভাল মৎস্য, দুধ প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্য আহার ও স্বাস্থ্যকর স্থান বাস করিয়া ভাল গৃহে, গরম জামা কাপড় গায় দিয়া, সর্দ্দি, কাশি, উদরাময় প্রভৃতি রোগে দিনরাত্র জাগিয়া পূর্ণ অশান্তিতে ডাক্তারখানায় শিশি নিয়া দৌড়াদৌড়ি করি। বলতঃ আমাদের অপরাধ কি? একমাত্র অপরাধ অঙ্গ চালনার ত্রুটী।

কৃষক নিজ হস্তে নিজ ঘর দরজা বান্ধে, নিজ হাতে মাটী কাটে, আবর্জ্জনা ফেলায়, বাজার সদায় বেচে কিনে, বোঝা টানে। ধান জন্মায়, চাউল প্রস্তুত করে এবং যথা সম্ভব লঙ্কা, হরিদ্রা, তরকারী, নিজে উৎপন্ন করিয়া ভোগ করে। ইহাতেও তাহাদের কাজ শেষ হয় না। আবার আমাদের জন্য চাউল, ডাইল, তৈ—তরকারী প্রভৃতি প্রস্তুত ও উৎপন্ন করে। আমাদের বোঁঝা টানে, মাটি কাটে, ঘর দরজা প্রভৃতির কাজ সম্পাদন করে। তাহাদের অভাবে আমরা একদিন ও বর্ত্তমান অবস্থায় চলিতে সক্ষম নই। আমাদের ঘর দরজা দালান, বালাখানা, ঘৃত, দুধ দধি, চাউল, ডাইল, তৈ, তরকারী প্রভৃতি আমার মতে কৃষক ও শ্রম জীবির যৌতুক সম্পত্তি ইহাতে আমাদের কোন সত্ব সামিত্ব খুজিয়া পাইলাম না।

দেশের শিক্ষিত সমাজ যখন যে কাজে, যে ভাবে চলিবে, অশিক্ষিত সমাজ ও নিরাপত্তে সে অনুকরণে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইবে। আজ কাল কৃষি কাজ অপমান জনক, দেশী জিনিসে অনাদর ও চাকুরীতে সম্মান শিক্ষিত সমাজের লক্ষ। কাজেই জাতীয় আভরণ ত্যাগ করিয়া, বর্ত্তমাম যুগের অশিক্ষিত ভ্রাতাগণ তোমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে। ফলে আমাদের শিক্ষিত সমাজত কুশিক্ষা ও কুসংস্কারে বহু কাল যাবত কিমভূত কিমাকৃতি রূপ ধারণ করতঃ সভ্য জগতের নিকট দুর্ব্বল, অকর্ম্মণ্য, রোগা, সাহস, উদ্যম, বিহীন একটা নগণ্য জাতিতে পরিণত হইয়াছেন। আমাদের মাথা নাই, আছে মাথা ব্যথা, মান নাই সর্ব্বদা অপমানের ভয়ে অস্থির। মহাকবি হাফেজ বলিয়াছেন "আতর সঞ্চিত নাই বঞ্চিত সাতারে, মানস মনন যেতে পয়োনিধি পাড়ে। চরিত্র পবিত্র নয় পাপে রত মন। বাসনা সকলে বলে ধার্ম্মিক সুজন" আমরা মানে মানে আধ পোয়া চিকণ চাউলের ভাত, পাতলা মুসরী, পাতলা দুধ খানিকটা

আহার করিয়া প্রতিদিন বদ হজম ঘটাই। আরও কিছু লঘু পথ্যের প্রয়োজন। আমরা এখন, এ স্বাস্থ্য, এ যোগ্যতা নিয়া কিরূপে দেশের কাজে খাটিব বা আপন পায়ে নির্ভর করিয়া দাড়াইব।

দেখ যে সরোবরে বহু লোক সমাগম করে বা যে সরোবর রেলওয়ে ষ্টেসনের উপর অবস্থিত সে সরোবরের মাছগুলি বলিষ্ঠ তৈল যুক্ত খাইতে সুস্বাদ। আর মিউনিসিপলটীর পুকুরের মধ্যে লোক সমাগম করিতে পারে না, জল নাড়া পড়ে না, কাজেই মাছগুলির নড়িবার চড়িবার বড় প্রয়োজন হয় না। মিউনিসিপল পুকুরে মাছ খায় আর ঘুমায় ত্র গুলির শক্তি কম, তৈল নাই, খাইতে বিস্বাদ।

মিউনিসিপালটির ষাড়, বলদগুলি অপর্য্যাপ্ত আহার করে। পাকা ভিটীতে সুখে থাকে, জল কাদায় শ্রম করিতে হয় না, প্রতিদিন দুই একবার সামান্য ময়লার গাড়ী টানে। এ বলদগুলি গায়ে পায়ে মোটা সোটা পেট মোটা বাবুদের মত শরীরে শক্তি নাই. সামান্য শ্রমে কাতর হয় সহজেই মরিয়া যায়।

আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরা শারীরিক খাটুনার বড় একটা ধার ধারেন না অপরিমিত মাংস পিণ্ডের ভার, অকর্ম্মণ্য দুর্ব্বল মাংস পেশি বহন করিতে নারাজ, ইহারা দিবারাত্র ঘুমায়। আমাদের এ দশা দেখিয়া কোন কবি বলিয়াছেন।

একপদ, দুই পদ, তিন পদ করি।
যেতে হয় যেতে পার সহস্র যোজন॥

অন্য কবি বলেন।

নাহি অট্টালিকা মোর, নাহি দাস দাসী।
ক্ষতি নাহি নই আমি সে সুখ প্রয়াসি॥

আমি চাই ছোট ঘরে বড় মন লয়ে।
নিজের শ্রমের ভাত খাই সুখি হয়ে॥
এই আশীর্ব্বাদ সুধু করুণ ঈশ্বর।
ধর্ম্ম পথে থাকি শ্রমে না হই কাতর॥
আনিয়া শ্রমের অন্ন, নিজ মুখে দিব।
যথা শক্তি দশজনে ডাকি খাওয়াইব॥

অপর কবি বলেন—

বলোনা কাতর স্বরে, বৃথা জন্ম এ সংসারে
এ জীবন নিশার স্বপন।
সংসারে সংসারী সাজ, কর নিত্য নিজ কাজ
ভবের উন্নতি যাতে হয়।
সংকল্প করেছ যাহা, সাধন করহ তাহা
রত হও নিজ নিজ কাজে।

ভারত মাতা শিক্ষিত যুবক দলকে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার জন্য ডাকিয়া বলিতেছেন, অলস সন্তান আর কতকাল ঘুমাইবে, একবার জাগ। ডাকে সমগ্র ভারতে নব জাগরণের পালা আরম্ভ হইয়াছে। আর ভাবিবার সময় নাই। এবার জাগ্রত না হইলে তোমাদের নিদ্রা মহা নিদ্রায় পরিণত হইবে।

প্রথম প্রথম দেশীয় প্রণালীতে জিনিস প্রস্তুত কর এই প্রস্তুতের সঙ্গে সঙ্গে কলকারখানা আপনিই দেখা দিবে।

হিন্দু সমাজ।

তুর্কিস্থানের অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগরে বহুলোক বাস করিত। কালক্রমে তথায় স্থানাভাব ও জলাভাব ঘটে. তখন তাহাদের বহুদল দুইভাগে বিভক্ত হইয়া দুই দিকে গমন করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু দল একত্র হইয়া এক ভাগ আফগানীস্থানের মধ্য দিয়া খাইবার পাশের পথে হিমালয়ের গিরিপথ অতিক্রম করিয়া ভারতে পাঞ্জাব প্রদেশে উপস্থিত হন। অপর ভাগ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া পারস্যে ইরান নামক স্থানে উপস্থিত হন। ইরান এরিয়ান শব্দের রূপান্তর মাত্র ইহারা সকলেই আর্য্য জাতি নামে খ্যাত। নিম্নে কেবল ভারতের আর্য্য জাতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হইল।

ভারতের আর্য্যগণ ভুমি চাষ করিয়া গোধূম ও যব উৎপন্ন করিতেন এবং বৃষ, গাভী, মেষ পাল রক্ষা করিতেন। ইহারা প্রথম লেখাপড়া জানিতেন না মুখে মুখে উপাস্য দেবতার স্তুতি গাথা নিজ নিজ পরিবারে শিক্ষা দিতেন। বহু শতাব্দির পর লেখার সঙ্কেত আবিষ্কার হইল, তখন উক্ত স্তুতি গাথা বেদাকারে ভোজপত্রে লিখিত হইল, আর্য্যেরা তাহাদের নিত্য প্রয়োজনীয় উপকারী বস্তুকে দেব বলিতেন, আর্য্য জাতি ইহার পূর্ব্বে শীত প্রধান দেশে বাস করিত বলিয়া পূর্ব্বে অগ্নির উপাসনা করিতেন।—ভারতে পঞ্জাব প্রদেশে আসিয়া বৃষ্টির জন্য ইন্দ্র দেবের আরাধনা করিতেন। তাহারা বলিতেন দেবরাজ ইন্দ্র কাল মেঘের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া পৃথিবীতে বারি বর্ষণ করাইয়া থাকেন। তাহারা বজ্রকে ইন্দ্রের কণ্ঠস্বর, বিদ্যুৎকে ইন্দ্রের বর্ষা ফলক মনে করিতেন। মৃত্যুর পর আত্মা শূন্য পথে উত্থিত হইয়া আকাশের উপর স্বর্গ ধামে গমন করে, তথায় কোন দুঃখ নাই, সর্ব্বদাই আলোক ও আনন্দ বিরাজ করে ইহাই আর্য্যদের

ধারণা ছিল! আর্য্যেরা জগত প্রসবিতা সূর্য্যের উপাসনা করিতেন। মাথার উপর নীলবর্ণ আকাশকে বরুণ দেব, কাল মেঘকে রুদ্রদেব, বাতাসকে বায়ুদেব বলিয়া উপাসনা করিতেন। লোহিত বর্ণ উষাকে প্রভাত বলিতেন। তখন জাতি ভেদ ছিল না। ভূমি কর্ষণে চাষা বলিয়া নিন্দনীয় হইত না। কোন দেব মন্দির বা বিগ্রহ ছিল না। শস্য মাংস প্রধান খাদ্য ছিল।

আর্য্যেরা যুদ্ধ ও উপসনার সময় সোমলতার রসে মদ প্রস্তুত করিয়া পান করিতেন। পঞ্জাবে একাদি ক্রমে ৫০০ বৎসর ছিলেন এই পাঁচ শ বৎসর বৈদিক যুগ বলা যাইতে পারে। খৃষ্টের জন্মের ২০০ বৎসর পূর্ব্বে ঋগবেদ প্রস্তুত হয়। ঋগবেদে ১০২৮টী স্তুতি গাথা সূর্য্য, ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি আর্য্য দেবগণের স্তব ও অন্যান্য বিষয়ের আভাস আছে। ঋগ বেদের শেষ সূক্তগুলি খৃষ্টের জন্মের ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত। এই সূক্তগুলিতে সিন্দুনদের নাম বহুবার গঙ্গার নাম দুইবার মাত্র উল্লেখ আছে।

ইহার পর আর্য্যগণ পূর্ব্বেকার দৃশদ্বতী বর্ত্তমান ঘাগরানদী, পূর্ব্বকার নাম সরস্বতী বর্ত্তমান সারস্থতি এই দুই নদার মধ্যে ৬০ মাইল দীর্ঘ ২০ মাইল প্রস্থ ব্রহ্মাবত্ত বা ঈশ্বর নিবাস নামক নগর স্থাপন করেন পরে ইন্দ্র প্রস্থ বর্ত্তমান দিল্লি, গঙ্গার উজান ৬০ মাইল দূরে হস্তিনাপুর, যমুনা তটে আগরা, গঙ্গার তটে কাম্পিল্য বর্ত্তমান কনৌজ নগর স্থাপন করেন, গঙ্গা ও যমুনা সঙ্গম স্থান প্রয়াগ নির্ম্মাণ করেন ইহার বর্ত্তমান নাম এলাহাবাদ ক্রমে হিমালয় ও বিন্ধাচলের মধ্যে মধ্যপ্রদেশ, উত্তর-ভারতে পাঞ্জাব, কোশল বর্ত্তমান আউট ইহার রাজধানী অযোধ্যা, উত্তর বিহারে মিথিলা এবং কাশী বংশীয়েরা কাশী বা বেনারস স্থাপন করেন সমস্ত ভারত ব্যাপ্ত হইতে খৃঃ পূঃ ১২০০ হইতে ১০০০ বৎসর লাগিয়া ছিল।

যতদূর জানা যায়,—আর্য্যগণের পূর্ব্বে তথা হইতে কতক জাতি ভারতে আগমন করেন। নবাগত আর্য্য হইতে ইহারা সংখ্যায় অনেক বেশী। ইহারা কৃষ্ণকায়, চেপটা নাক, কদর্য্য মূর্ত্তির ছিলেন। দীর্ঘকাল হিন্দুস্থানের উষ্ণ প্রান্তরে গ্রীষ্ম প্রধান দেশে বাস করায় তাহাদের মূর্ত্তি কাল হইয়াছিল। আর্য্যেরা তাহাদিগকে দস্যু বা দাস বলিত। ইহার পর ক্রমে আরও তিনটি বেদ এই সময়ে রচনা হইল এবং প্রাচীন সমস্ত গ্রন্থ শ্রুতি ও স্মৃতি নামে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইল। বেদ ব্রাহ্মণ, উপনিষদ আরণ্যক শ্রুতি শ্রেণী ভুক্ত ভগবানের উক্তি বলিয়া সম্মান্বিত অন্য গ্রন্থগুলি স্মৃতি—জন শ্রুতি ক্রমে লিপি বদ্ধ হইয়াছে।

যখন উত্তর ভারতে আর্য্যেরা বিস্তৃত হইয়া পড়ে, তখন নিজেদের নিজেদের মধ্যে ও পূর্ব্বাগত জাতি মধ্যে সর্ব্বদা যুদ্ধ বিগ্রহ চলিতে থাকে। তখন প্রত্যেক পরিবার হইতে ব্যক্তিগত ক্ষমতা উপযোগী পৃথক পৃথক কতকগুলি লোক বাছনি হইয়া পৃথক পৃথক কার্য্যে নিযুক্ত হইল। প্রাচীন গ্রন্থ আলোচনা, চরিত্র শিক্ষা, খাদ্য বিচার, আইন, শারীরিক বিজ্ঞান প্রভৃতি ধর্ম্ম ক্রিয়ার সহিত যোগ রাখিয়া একদল লোক উক্ত কার্য্যে নির্ব্বাহের জন্য নিযুক্ত হইল তাহারা ব্রাহ্মণ আর যুদ্ধ বিদ্যার পারদর্শী রাজকার্য্য দেশ রক্ষার জন্য যে শক্তিশালী লোক নিযুক্ত হইল তাহারা ক্ষত্রিয়।

কৃষি, বাণিজ্য, পশু পালন ভার যাহাদের উপর ন্যাস্ত হইল তাহারা বৈশ্য। আর পূর্ব্বাগত ও নবাগত আর্য্যগণ মধ্যে যুদ্ধ হইয়া যাহারা নবাগত আর্য্যগণের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল তাহারা শূদ্র। কথিত আছে এই নূতন পুরাতন উভয় জাতি পরস্পর বিবাহ আদান প্রদানে মিশিয়া গিয়াছিল। পূর্ব্বাগত জাতি দুই ভাগে ছিল একভাগ মিশ্রিত আর এক ভাগ বশীভূত না হইয়া পাহাড়ে জঙ্গলে পলায়ন করে।

ইহার পর খৃষ্টের জন্মের পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে মনু জাতিয় আইন প্রস্তুত করিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রধান চারিভাগে চারিজাতির সৃষ্টি করেন। মনু বলেন সাধারণ নিম্ন শ্রেণীর জাতি শূদ্র। বর্ত্তমান শূদ্র বলিতে যাহা বুঝায় তাহা বল্লালী কৌলিন্য মর্য্যদার হিংসা দ্বেষ মাত্র বেদ, ব্রাহ্মণ, মনু, উপনিষদে ইহার নাম গন্ধ নাই। মনু যে জাতির যে কাজ করিতে নির্দ্দেশ করেন সে জাতি সে কাজ ব্যতীত অপরের কাজ করিতে নিষেধ আইন করেন। ক্রমে কামার, কুমার, পাল, সাহা, প্রভৃতি জাতি কারবার অনুযায়ী সৃজন হইল। তথন ও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি জাতি নাম মাত্র প্রভেদ ছিল। কাজে ইহারা সমকক্ষ জাতি ছিল। বিবাহ আদান প্রদান ও আহারে বর্ত্তমান যুগের জাতিভেদ ছিল না। পতিত জাতি সমুচিত দণ্ড বিধানে সমাজে স্থান পাইতেন। গুণানুসারে ছোট জাতি বড় জাতিতে পরিণত হইতেন। রামায়ণ যুগ পর্য্যন্ত বিশেষ কোন ইতর বিশেষ ঘটে নাই কেবল পশুরামের ক্ষত্রিয় বিদ্বেষ ও কার্ত্তবার্জ্জাজ্জুনের ব্রাহ্মণ বিদ্বেষ দেখা যায়। মহাভারতের যুগে ও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, গোপ, ঝালো দাস প্রভৃতি জাতি মধ্যে আহার বিবাহ চলিতে ছিল। মহাভারতে ভিল, নাগ প্রভৃতি শূদ্র জাতির উল্লেখ আছে। শূদ্র জাতির উপবিত ছিল না। কিন্তু তাহাদের সহিত ও বিবাহ আহারে বর্ত্তমান জাতি ভেদ দৃষ্ট হয় না।

পরে বল্লালী আমলে বঙ্গ দেশে কৌলিন্য মর্য্যদার সৃজন। বল্লান সেন দান সাগর নামক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন তাহাতে তিনি কায়স্থ বংশ সমভূত বলিয়া নিজ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কান্যকুব্জ হইতে পাঁচ জন উচ্চ দরের ব্রাহ্মণ ও পাঁচ জন উচ্চ দরের কায়স্থ বা ক্ষত্রিয় বঙ্গ-দেশের সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য বল্লাল সেন আনিয়া ছিলেন। যথন ইহারা রাজ সভায় আগমন করেন তথন ব্রাহ্মণগণ গেরুয়া বসন পরিধানে হস্তি

পৃষ্ঠে ও কায়স্থ বা ক্ষত্রিয়গণ সৈনিক বেশে অস্ত্র শস্ত্রসহ অশ্ব পৃষ্ঠে সভায় আগমন করেন। কায়স্থ বা ক্ষত্রিয়গণের গলে উপবীত ছিল। কান্যকুব্জে এখন ও ঘোষ, বসু, দত্ত, মিত্র, গোপ প্রভৃতি জাতির উপবীত আছে। রাজ সভায় পরিচয় প্রদান কালে ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র এই চারি জন ব্রাহ্মণ সর্ব্ব বর্ণানাং গুরু একথা স্বীকার করেন দত্ত ইহা স্বীকার করিলেন না। ইহা দ্বারা বুঝা যায় ইহারা তখন ও সকলেই সমকক্ষ জাতির মত চলিত। যাহা হউক দত্ত কান্যকুব্জে ফিরিয়া গেলেন সাদরে সমাজে স্থান পাইলেন। বক্রী ৫ জন ব্রাহ্মণ ৪ জন ক্ষত্রিয় বা কায়স্থ দেশে যাইয়া নিজ নিজ সমাজে স্থান পাইলেন না; পতিত বলিয়া উপেক্ষিত হইলেন। পুনঃ বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিলেন পরে বহু চেষ্টার পর কাণ্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, বৈদ্য, দত্ত, দাস, নাগ, নাহা প্রভৃতি জাতি পূর্ব্ববঙ্গে আসিলেন। এস্থানে বলা আবশ্যক ইহাদের আগমন সময়েও কোন জাতি শূদ্র নাম ধারী এদেশে আগমন করেন নাই। মনু বলেন সাধারণ নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু শূদ্র এই সাধারণ নিম্ন শ্রেণী কি তাহার উল্লেখ করেন নাই। পরে কাণ্যকুব্জ হইতে যে সকল জাতি আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বা ক্ষত্রিয় জাতির সমকক্ষ বহু ঘর আসিয়াছিল কিন্তু কৌলিন্যপ্রথা প্রচলন করিয়া তাহাদিগকে ক্রমে ছোট করিয়া আনিয়াছে।

কারবারেব সহিত জাতিয়তার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এজন্য সাধারণ ভাবে পূর্ব্বে কার জাতিয়তার আভাস দেওয়া হইল। নিজ নিজ সমাজকে নিজে ও এক সমাজ অন্য সমাজকে ছোট বানাইতে যাইয়া হিন্দু সমাজ দিন দিন অধঃপাতে যাইতেছে। এখন হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য এই তিন জাতি প্রধান ইহারা পরের কথা দূরে থাকুক নিজ নিজ সমাজের ছুতা নাতা ধরিয়া নিজ নিজ রক্ত সমবন্ধীয় ঘনিষ্ঠ পরিবারগুলিকে

ও ছোট বানাইতে ক্রটী করিতেছেনা ক্রমে এই ছুতা, নাতা সংক্রামক বীজের মত ছোট বড় হিন্দু জাতির ঘরে ঘরে বারবাগ্নি জ্বালাইয়া দিয়াছে।

ইহাদের এই ছুতা নাতা বড় ছোট নিজ রক্ত সমবন্ধীয় হিন্দু পরিবারের গণ্ডির মধ্যে একাধিপত্ব ও সম্মান প্রয়াসী ইহার ফল নিজ নিজ জাতিয়তার থর্ব্বতা, ও আত্ম বিরোধ।

আত্ম তত্ব, শারীরিক বিজ্ঞান, খাস্থ বিচার, জ্যোতিষ তত্ব, দায় ভাগ, স্বামী স্ত্রীর লৌকিক বন্ধন, যৌত পরিবার সম্বন্ধীয় বিষয়ে হিন্দু সমাজ এখনও সমগ্র জগতে শ্রেষ্ঠ আসনে উপবিষ্ট এ কথা বলিলে অন্যায় হয় না। বেদ ব্রাহ্মণ, উপনিষদ, আরণ্যকের মত দ্বিতীয় গ্রন্থ জগতে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

দুঃখের বিষয় আমরা সোনাতন ধর্ম্মে জন্ম গ্রহণ করিয়া ও বর্ত্তমানে পিতৃ পুরুষগণের বেদ বিধি লঙ্ঘন করিয়া জাতিনাসা, ধর্ম্মনাসা, হইয়া পড়িয়াছি সমাজ অব্যাহত রাখিয়া আমরা কি কালি মা প্রক্ষালন করিতে পারিনা হিংসা দ্বেষ সমাজ হইতে দূর করিলে আমাদের সমাজ কি পূর্ব্বমত উন্নত হয় না।

আমরা নিজ কন্যা ভগ্নীকে বাজার দরে না উঠাইয়া বিবাহ দিতে কি সক্ষম নহি। যে সমাজ পতিত উদ্ধারের কাণ্ডারী ছিল, সে সমাজ কি দেশাচারের দোহাই দিয়া চিরকাল অন্ধ থাকিবেন। পুরুষ বুড়া হইলে সমাজ ১২ বৎসরের কন্যার পানি গ্রহণ মুক্ত হস্তে বিধি দান করেন আর আমাদের বিধবা কন্যা, ভগ্নীর অবস্থা ভেদে বিবাহটার বিধি করা কি সমাজ ন্যায় সঙ্গত মনে করেন না। যে সমাজ নিজ সমাজের উচ্চ শিক্ষিত বিদেশগামী মহাপুরুষদিগকে নিজ সমাজ হইতে বহির্গত করিয়া দিয়াছেন যে মমাজ বরিশালের ৫০ হাজার নমশূদ্রকে তাচ্ছীল্য ভাব প্রকাশ করিয়া একদিনে খৃষ্টান হইতে দিয়াছেন, সে সমাজ ভিন্ন দেশের ভিন্ন জাতির রুটি,

মাংস, সোডা লিমুনেড, মদ চিকেন, ভেনিগায়, চর্ব্বি প্রভৃতি অখাদ্য কুখাদ্য কিরূপে ভক্ষণ করেন সময় উপযোগী ন্যায় সঙ্গত বিধি না করিলে হিন্দু সমাজ ক্রমে লয় পাইবে। সমাজ ও দেশের উন্নতিজনক কার্য্যে জাতি যায় না।

দেশের উন্নতিজনক কার্য্যে সমাজচ্যুতের ভয় দেখাইলে জাতি যায়। ভিন্ন দেশের ভিন্ন সমাজের লোককে স্পৃশ্য বলিয়া নিজ দেশের নিম্ন শ্রেণীর জাতিকে অস্পৃশ্য বলিলে জাতি যায়। নিজ রক্ত সমবন্ধীয় জাতিকে ছোট বানাইয়া তাহাদের নিকট উচ্চ মানের দাবি করিলে জাতি যায়। পিতৃ পুরুষের মত হাল চাষ করিলে জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি পায়। কারবার করিলে জাতিয়তার গৌরব অক্ষুণ্য থাকে। বিধবা বা বালবিধবা বিবাহে জাতিয়তা দৃঢ় করে, কুলটা হইলে জাতি যায়।

মদ, গাজা বিক্রী করিলে জাতি যায় না। মদ, গাজা খোর জাতনাসা দেশের জিনিস বিদেশে সুলভে দিয়া পরে তাহা বেশী মূল্যে খরিদ করিলে জাতি যায়। পতিত জাতিকে সম্মান করিলে জাতিয়তা দৃঢ় করে, ধর্ম্মের দোহাই দিয়া কারবারের ক্ষতি করিলে জাতি যায়। পশুপালন, তাতে কাপড় প্রস্তুত করিলে জাতীর সম্মান বৃদ্ধিপায়, হিন্দুর আচার বেদ বিধি না মানিলে জাতি যায়। চর্ম্ম পালিস পশু শৃঙ্গে জিনিস প্রস্তুত, জুতা প্রস্তুতে জাতিয়তা দৃঢ় করে। পশু হাড় চূর্ণ ও মৃত জীবজন্তু হইতে চর্ব্বি প্রস্তুত করিলে দেশের হাড় চর্ব্বি দেশে থাকিয়া দেশের গৌরব বৃদ্ধি করে। ইত্যাদি বিষয় বর্ত্তমানে যাহাতে সমাজে শিক্ষা হয় তজ্জন্য সকলে যত্নবান হও।

ডাক্তার কর্ণেল উপেন্দ্র নাথ মুখার্জ্জি ও বিশ্ব বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচন্দ্র রায় এ বিষয় বহুদিন যাবত হিন্দু সমাজের মঙ্গল উদ্দেশ্যে পুনঃ পুনঃ সমাজকে আহ্বান করিতেছেন তাঁহাদের উত্তরে সাড়া দেও। অচিরে তোমাদের পর্ণ কুটির অমরা পূরিতে পরি গণিত হইবে।

দিদিমার নিকট
৺ লক্ষ্মীমাতার শেষ উপদেশ শ্রবণ।

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী, তদৰ্দ্ধং কৃষি কর্ম্মণি, তদৰ্দ্ধং রাজ সেবায়ং, ভিক্ষায়াং নৈবচনৈবচ আমাদের দেশের প্রাচীন মুনি ঋষিরা উপরোক্ত শ্লোক দ্বারা উপদেশ দেন যে, যেখানে বাণিজ্য সেখানেই লক্ষ্মী, প্রথম অবস্থান করেন। দ্বিতীয় যাহারা কৃষি-কর্ম্ম করে সেখানে, তৃতীয় যাহারা রাজার চাকুরী করে সেখানে চতুর্থ ভিক্ষা করিয়া যাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে সেখানে অবস্থান করেন। যেদেশে সকলই ভিক্ষুক—সে দেশে ভিক্ষা দিবে কে? আর কৃষি কাজ আর্য্য জাতির পৈতৃক কাজ ছিল—কাজ কাল তাহা ঘৃণিত চাষার কাজ। আর্য্য জাতির বাবু পুত্রগণ ত সে কাজে নারাজ, তারপর রাজ কর্ম্মচারী হওয়া ভারতে কয়টা রাজ কর্ম্মচারীর প্রয়োজন এত ভারত সন্তানের চাকুরি কোথা হইতে জুটিবে আর কালের কুটিল গতিতে চাকুরীতেও ভাত জুটিতেছেনা আর বাণিজ্যটাতে ভারতে মুদিগিরি এ কাজে আর্য্যপুত্র বাবুর দল কেন করিবে? ধনপতি চান্দ সদাগর জীবিত থাকিলেই বা কি করিত ষ্টীমার জাহাজের ঢেউর বাড়িতে চৌদ্দ ডিঙ্গা কুপ কাত হইত।

মুনি ঋষিরা যে চারি স্থান লক্ষ্মীমাতার বাসের উপযোগী বলিয়া ছিলেন। তাহার এক‍টা স্থানেও লক্ষ্মীমাতাকে তালাসে পাওয়া গেল না লক্ষ্মীমাতার জন্মস্থান ভারতবর্ষ লক্ষ্মীমাতার আর একটী ভগ্নী আছেন তাহার নাম অলক্ষ্মী। তিনি আজকাল ভারতের হিন্দু মুসলমান প্রত্যেক ঘরেই যেন কায়মি পাট্টা করিয়া বাস করিতেছেন।

লক্ষ্মীমাতা মুসলমান ভ্রাতাদের আলয়ে কিছুদিন ছিলেন, তৎপর তাহারাও অযত্ন করায় একেবারে রাগ করিয়া জৰ্ম্মাণ দেশে চলিয়া

গিয়াছিলেন। তথায় রক্তারক্তি দেখিয়া আমেরিকা গমন করেন তথায় প্রেসিডেণ্ট লইয়া গোলমালের সূত্রপাত হওয়ায় একেবারে মাঞ্চিষ্টারের কাপড়ের কলে উপস্থিত হন তথায় কুলীর ধর্ম্মঘট দেখিয়া জাপানে আসিয়া উপস্থিত হন অল্প দিন হয় ভারতে স্বদেশী মুবমেণ্ট শ্রবণ করিয়া ভারতে আসিয়া উপস্থিত হন এবার ভারত সন্তান হিন্দু মুসলমান সকল ছেলেরা জড়াইয়া ধরিল মা তুমি কি দোষে আমাদিগকে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছ আর তোমায় জাপান যেতে দিব না। লক্ষ্মী বলিলেন আমি নিজের জন্মস্থান পরিত্যাগ করিয়া সোনার ভারত ছাড়িয়া সাধে কি জাপান গিয়াছি—তোমরা তাম্র পাত্রে গোটা কত ভিজা চাউল, কলা আর দোবারা চিনির নৈবিদ্য দেও আর পরিধানের জন্য দেও শ্রাদ্ধের উপযোগী ধ্বজ কাপড় আমার না ভরে পেট না হয় লজ্যা নিবারণ আমি জাপানে যাইয়া ভাল ভাল রুটী বিস্কুট আহার করি জাপানী সিলক্ পরিধান করি। সকলে বলিয়া উঠিল কেন মা নিজ সন্তানের ভিজা চাউল, ছেড়া কাপড়, বিদেশের ভাল রুটী, বিস্কুট ও সিলকের কাপড় হইতে ভাল নয় কি মা?

লক্ষ্মীমা বলিলেন তোমরা ত আমার অন্ধ, আতুর বা বোকা ছেলে নও তোমরা জাপান হইতে কোন বিষয়ে কম, লেখাপড়া, কম জান না। তোমর' সংখ্যায় ৩২ কোটি। ভারত মাতা রত্নগর্ভা তোমাদের সবইত আছে তোমরা কেবল দুষ্টামি করিয়া লম্ফ জম্ফ দিয়া ফের না কর মায়ের সেবা, না কর দেশের চিন্তা, খাওয়া, পড়ার সংস্থান না করিয়া কেবল চাকুরী চাকুরী করিয়া চিৎকার কর আর স্কুল কলেজ ছাড়িয়া হৈ চৈ কর "গণ্ডুষ জল মাত্রেণ সফরি ফর ফরায়তে" অল্প জলে তিত পুটির মত ছর ছর করিয়া জল নাড়া দেও তোমাদের এই ফর ফরি পদ্মপত্র জলবৎ তরলং তোমাদের এই হুজুগ পদ্ম পত্রস্থিত জলের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী অজা যুদ্ধে ঋষি শ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘ ডুম্বুরে দম্পতী কলহ শৈচব, বহ্বরম্ভে লঘু ক্রিয়া।

অজের যুদ্ধে কেবল আরম্বর সার। বাগুকরের শ্রাদ্ধের সময় বাজনার মত আরম্বর হয় খাওয়া দাওয়ায় সেরূপ হয় না, প্রাতঃকালের মেঘের গর্জ্জন বেশী বটে কিন্তু বর্ষণ তেমন হয় না আর স্বামী স্ত্রীর ঝগড়াও বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। তোমরা তোমাদের পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নীর অভাব দূর করিতে মুখে মুখে ঢোল বাজাও কাজের বেলা কিছুই না।

তোমরা বল চাকুরীর মত সম্মান কৈ? মাস গেলে টাকা পাই নিয়ম বান্ধা কাজ; কত লোকে বাবু হুজুর বলে চ্যায়ারে হেট কোট পড়িয়া বসা চলে, সকলে শুনিয়া উঠিল মা তবে কি তুমি দেশ ছাড়িয়া চির কালের মত জাপান বাসের মন্তব্য স্থির করিয়াছ লক্ষ্মীমাতা বলিলেন— সুখানিচ দুখানিচ চক্রবৎ পারিবর্ত্তণতে। দেখ সুখ আর দুখ এই দুইটা জিনিস কুমারের চাকার কত সর্ব্বদা ঘুড়িয়া বেড়ায়! তোমরা দেখিতেছ কারবার ব্যতীত আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে কোন জাতি উন্নত হয় নাই। কারবারে দেশের পশু পক্ষী, গাছ লতা, মানুষ, মাটী, খালকে উন্নত ও শক্তিশালী করে, দুর্ভিক্ষ অর্থাভাব, বস্ত্রাভাব, খাদ্যাভাব, অলসতা দুর্ব্বলতা, রোগ, শোক, জাল, জুয়াচুরী, খুন, জখমি প্রভৃতি অশান্তি দূর হইয়া দেশে শান্তি আনয়ণ করে। দেখ জাপান কতটুকু স্থান কয়টী লোক তথায় বাস করে। জাপানিজ লোকে তোমাদিগকে কবে কত টাকা দিয়াছে তোমরাত জাপানের গাছ গাছরা, ঔষধ পত্র, মেচ, গঞ্জি, সিমেণ্ট, হেণ্ডেল, নিব, সিলক্, কাপড়, কর্ক, বোতল, বাসন, বর্ত্তণ, খেলনা, টি পট, দোয়াত, টিমান, লেম্প, জিভ্ ছিলা, কাণ খোচানি, গ্লাস, পিরিচ ব্রাস, এসেন্স, ছুরি, কাচি, মোজা, এনামেল বাসন, ছাতা, ঘড়ি, লাঠি, বেগ, শিশি, ধৈয়ন লেছ্, বাসি, হার্ম্মনি, রবার, দুধশিশি, নল, চিরুনী, টুথব্রাস, ক্ষুর, বুতাম, সিলাভার, নিকেল, হুকশিশি, হুকদানা, সিলেট, পেন্‌সিল, কাঠ পেন, সেগারীন, রং, কালী, সোডার

বোতল প্রভৃতি আর কত বলিব নিত্য কত জিনিস তোমরা ৩২ কোটি অলস সন্তান খরিদ করিয়া জাপানকে আজ ইউরোপ সভ্য জগতের শীর্ষস্থানে তুলিয়া দিয়াছ তোমাদের এখন নাই অর্থ, নাই বস্ত্র, নাই জ্ঞান, নাই ঘরে ভাত তোমরা দুঃখের শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছ এখন উন্নতির সময় উপস্থিত অলসতা, দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ কর উপরেলিখিত সমস্ত জিনিস প্রস্তুতই তোমরা জান রত্নগর্ভা জননীর কৃপায় তোমাদের অন্যান্য দেশ হইতে ঐ সকল জিনিস সুলভে প্রস্তুত হইতে পারে যাহা যাহা বহু ব্যয় সাপেক্ষ তাহা যৌথ কারবারে প্রস্তুত কর, রিক্ত হস্তে ভগবানের নাম স্বরণ করিয়া কারবারে নামিয়া পড়, পিতৃপুরুষের নাম রাখ, নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিস নিজ দেশে প্রস্তুত কর কৃষিবিদ্যায় প্রবৃত্ত হও ভ্রাতা ভগ্নীর আহারের সংস্থান কর। বিদেশের জিনিস যথাসাধ্য পরিহারে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হও তোমাদিগকে কার্য্যে প্রবৃত্ত দেখিলেই জাপান হইতে ফিরিয়া আসিব যুবকগণ সমগ্র ভারতের ভ্রাতাভগ্নীগণ তোমাদের মুখাপ্রেক্ষী আর বৃথা সময় নষ্ট করিও না।

বিদেশের জিনিস বলিতে ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের প্রস্তুত জিনিস ব্যতীত অপর সমস্ত জিনিস বিদেশী গণ্য করিবে। রাজার উন্নতিতে প্রজার উন্নতি ভারতবাসী চিরকাল রাজভক্ত এত বড় দেশ শাসন সংরক্ষণে রাজ কর্ম্মচারীর ত্রুটী ও ভ্রমপ্রমাদ দ্বারা প্রজার মনে সাময়িক আঘাত লাগিতে পারে দয়ালু সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ প্রজার সুখ ও শান্তি প্রয়াসী দেশে অশান্তি আসিলে রাজা প্রজা উভয়ের ক্ষতি।

সম্পূর্ণ।